অনুপ রেজ

মানুষ কবি ও ঈশ্বর

জ্ঞানপ্রদীপ

অনুপ রেজ

ভূমিকা

উনিশো আশি দশকের প্রথমে সুইতজারলান্ডের বার্ন শহরে কয়েক বছর বসবাস করি। বাড়ী থেকে আল্পসের মনোরম দৃশ্য দেখা যেতো । পাহাড়ের পাদদেশে যখন গাছগুলোকে ফুলদিয়ে সাজাবার জন্যে বসন্ত আসতো তখন কোন এক অদৃশ্য জগত থেকে নেমে এসে এক অলৌকিক শক্তি আমায় লেখার জন্যে ডাক দিতো । প্রথম এই ডাক শুনি ১৯৮০ সালে । মানুষ কবি ও ঈশ্বর বইটা লেখার চিন্তা সেই প্রায় চল্লিশ বছর আগে মনে দানা বাঁধে । কয়েকবার বাংলায় লেখার চেষ্টা করি। কিন্তু তার বদলে ইংরেজিতে লেখা বেশি সহজ মনে হয়। শেষকালে বইটাএকটা দার্শনিক কথোপকথনে পরিণত হয়ে যায়। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের কি সম্পর্ক সেটাই বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য নেয়। ইংরেজিতে লেখা শুরু হবার পর থেকে বাংলায় বইটা লেখা বন্ধ হয়ে যায়। আশি দশকে কিছু বাংলায় কবিতা লেখার পর বাংলায় সাহিত্য চর্চা আর এগোয় না।

নতুন করে আবার বাংলায় লেখা আরম্ভ করি ২০১৪ সালের পর। তার আগে তিন বছর (২০১০ -২০১৩) বাংলাদেশে ঢাকা শহরে ছিলাম। বাংলাভাষী মানুষদের সংস্পর্শে এসে বাংলাভাষাকে অনেক সুন্দর মনে হয় ও মনকে প্রকাশ করার সহজতম উপায় বলে উপলব্ধি করি। কিছু গান (আলোর গান) লিখে বাংলার জগতে ফিরে আসি। ২০১৮ সালে শেষে আবার মানুষ কবি ও ঈশ্বর বইটা বাংলায় লেখার জন্যে ধরি। কয়েক মাসের মধ্যেই বইটা তার রুপ নেয়। এখন বুঝতে পারি কেন এতদিন লেখা সম্ভব হয়নি। লেখার জন্যে যে মানসিক পরিপক্বতার দরকার তা এতদিন ছিলো না। পূর্ণ জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাবে লেখা সম্ভব হয়নি।

এই লেখার মধ্যে দিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি - আমি কে? আমার সঙ্গে অন্যদের কি সম্পর্ক ? মানুষের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি কোথায়? কোন পথে মানুষের উত্তরণ সম্ভব? কি ভাবে নিজের উত্তরণের খোঁজে মানুষ অন্যদের সাথে একাত্ম হতে পারবে? বিশ্বমানবের সমাজ কি? আজকের সমাজের উর্ধে বিশ্বমানবের সমাজের অভিব্যক্তি কি করে হবে? এইসব প্রশ্নের উত্তর ছাড়াও মন কি? স্বাধীনতা কি? জীবনের অর্থ কি? বাস্তব কি? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের উত্তর কথোপকথন থেকে পেয়েছি। বইটা কাব্যের ভাষায় লেখা । তাই এটাকে কাব্য- দর্শন এবং নাটকও বলা যেতে পারে।

ঈশ্বরের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ

কবি কে? ঈশ্বর কোথায় ? কোন মানুষের জীবন?

কবি

আমি নইকো মানুষ, নইকো ঈশ্বর
আমি মানুষ ঈশ্বর;
মানুষের দেহ লয়ে আসিয়াছি হেথা।
যাত্রা পথে দেখা হবে মানুষের সাথে :
জীব শ্রেষ্ঠ সে,
কোষে অনুকোষে নিয়ম বন্ধনে বাঁধা
তার চিন্তা, অনুরাগ
পার্থিব বোধের গণ্ডি;
অন্ধকার পথে চলেছে সে
আলোর সাক্ষাৎ পাবে সেই আশা লয়ে,
আমি এক আলোকিত প্রাণী
ঈশ্বরের বার্তা নিয়ে আসিয়াছি প্রাণীদের মাঝে
দেহের কোষের বন্ধন
যা আকৃষ্ট করে সময় ব্যবধান
অদৃশ্য ঈশ্বরের কাছে নাই তার স্থান।
আমি এক ঈশ্বর সম্ভুত প্রাণ,
দেহের অদৃশ্য দেহে সম্মিলিত শক্তি কুণ্ড,
মুহূর্তে আছি মুহূর্তেই অনাদি অসী্
শৃংখলহীন।
যা ভাঙে, গড়ে, দেখায়
তার বিচিত্র বিন্যাস
সেথায় আমার আবাস।
আমি ঈশ্বর প্রেরিত দূত,
দেহের আকারে এক বিদেহী;
শৃঙ্খলিত জগতের মাঝে এক অলীক নিয়ম;
বন্ধনে আমি মুক্ত,
শরীরে আমি অশরীরী,
অন্ধকারে আমি আলো
স্বপ্নে আমি অপূর্ব বাস্তব।

পৃথিবীর প্রাণীদের মাঝে
রক্ত-মাংস জীবনের আলিঙ্গনে
যেথা ভাঙে, গড়ে, ভাগ্যের নিয়ম
সেথা লেখা নেই আমার বিবরণ।

আমি দেহের অন্ধকারে আলোর জাগ্রত শরীর,
বিশ্বময় প্রসারিত অনন্ত গভীর;
চিন্তা যেথা ভাষাহীন শব্দহীন
স্তব্ধতায় ভেসে থাকে,
কল্পনার তরী যেথা
আলোকণা বয়ে এনে,
জ্বেলে দেয় মনেতে প্লাবন,
আমি সেথা শব্দ, ভাষা, জাগ্রত মনন।
আমি কবি-মহাকবি
পৃথিবীর মানুষের পথপ্রদর্শক।

সবই আলো
ভেসে আছি আমি,
যা অন্ধকার মনে হয় তাইও আলো,
অন্ধকার আলোরই আরেক রূপ, আরেক শক্তির আকার;
কনিকায় কনিকায় ঘর্ষনে জ্বলে ওঠে বিদ্যুৎ;
তারপরই নিমজ্জিত হয়ে যায় আলো,
নেমে যায় অন্ধকারে,
শুন্যতার কূল উপকূলে ভেসে যায় অদৃশ্য আকাশে।
ব্রহ্মাণ্ডের এই অন্ধকারে , যেথা আলোর ভান্ডার,
জেগে আছি আমি;
স্বপ্নের ওপারে স্বপ্নে,
আরো দূরে অন্য আকাশে,
শূন্যের অদূরে শূন্যে
কালদেহী অন্ধকার হতে

ঢেউ আসে
কোটি কোটি বৎসর ব্যাপী আন্দোলন বয়ে আনে বুকে;
কনিকার জন্ম হয়,
জন্ম হয় শক্তিমান আলো আর বিদ্যুৎ;
জন্ম হয় ব্রহ্মান্ডের বুকে মহা-মহাদেশ।
ঝর্ণা যেমন পাহাড়ের বুকে নেমে আসে
পৃথিবীর টানে,
তেমনি আলোর ঝর্ণা বয়ে যায়,
মহাকাশ প্রাণে;
কোটি কোটি আলোর বিন্দু ঘিরে জমে মহাদেশ,
তারই মাঝে প্রতি বিন্দু ঘিরে
জন্মায় নক্ষত্রের মত ছোট ছোট দেশ।
বহু সহস্র কোটি নক্ষত্রের দলে
ভ্রাম্যমান কনিকার মত
ঘুরিতেছে অসংখ্য তারা , গ্রহ, উপগ্রহ,
সংখ্যায় অগণিত, আকারে এতই ক্ষুদ্র
যা নক্ষত্রের মাপে প্রায় অনুবত,
সেথা জন্ম মানুষের-প্রানীদের মাঝে।
এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতের মাঝে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগতের স্থান;
মহাকাশে যা পরমাণু সমান,
তারই বুকে কোটি কোটি জীবন,
করিছে জীবিকা সন্ধান।
এই ক্ষুদ্রাতি জীবনের নীচে
আরো আরো আরো ক্ষুদ্র ,অতি ক্ষুদ্র,
অতি অতি ক্ষুদ্র জীবন করিছে স্পন্দন;
এইভাবে চলিয়াছে সৃষ্টির গঠন।
সৃষ্টির প্রতি পদে ,

প্রতি ক্ষুদ্রাকার জগতের মাঝে
বহু ক্ষুদ্রাতিতম ক্ষুদ্র জীবনের বাস;
প্রতি পদে সৃষ্টির সেই একই ভাবে
পরিকল্পিত আকাশ,মহাকাশ,মহা-মহাকাশ;
প্রতি পদে সেই একই আলো আর অন্ধকার,
একই শক্তির বিবর্তিত বিকাশ।
যা দেখি ব্রহ্মান্ডের এই বিন্দুবৎ পরিধীতে,
এই স্থানে কালে আবৃত, ঘটনাচক্রে চলমান,
গতিময় পৃথিবীর পথে
তাইই বাঁধা সৃষ্টির আমোঘ নিয়মে।

জীবনের প্রতি কোষে কোষে যা প্রবিষ্ঠ,
যা নিয়মের কঠোর বন্ধনে আকৃষ্ট,
তারই ভিতর রয়েছে ঈশ্বরের সংকেত,
নিয়মের বন্ধনে চলার শক্তি দেয় চিন্তার প্রকাশ,
যা চিন্তায় প্রকাশিত তার বাইরে বহু অচিন্তিত
জগতের রূপ ;
যা প্রকাশিত তার উর্ধ্বে বহু অপ্রকাশিত অনুভব,
যা চেতনায় বোধগম্য
তার বাইরে অবোধগম্য চৈতণ্যের দ্বার।

যে কোষ থেকে গাছপালা, পশুপাখী, মানুষের জীবন,
যে অনুকুন্ডলীতে জীবনের রসায়ন,
যে শক্তিতে অনু থেকে কোষ, কোষ থেকে জীবন,
পাশব প্রবৃত্তি থেকে মহামানব,
তারই মাঝে ঈশ্বর,
তারই ইচ্ছায় জন্মেছি আমি,

তারই আজ্ঞাবহ আমি ঈশ্বর-মানুষ।
প্রবৃত্তির পথে চলেছে মানুষ;
অন্ধকারে জন্ম তার,
ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রতম গ্রহের উপর তার বসবাস,
নদনদী, পাহাড়-পর্বত,
আকাশ,তারা, মেঘ, বৃষ্টি , বিদ্যুতগর্জন,
ঝড়ে লুন্ঠিত , বন্যায় ভাসমান,
প্রকৃতির হাতে খেলনার মত ভাসে
বাড়ীঘর ,জীবনের সঞ্চিত সঞ্চয় আর বিভিন্ন বিষয়;
কোন কিছু নিত্য নয়,
অনিত্যের নৃত্য এই পৃথিবীর জীবন;
এরই মাঝে জন্ম-জন্মান্তর,
শৈশব,যৌবন,বার্ধ্যক্য আসে,
খেলা, হাঁসি , কল্পনার দোলনায় উঠে মন
উড়ে যেতে চায় আকাশের মাঝে,
তারই মাঝে যোগ দেয় মহাকাল।

ভূমিষ্ঠ হবার আগে সব বাঁধা নিয়মের সাথে,
জন্ম-মৃত্যু, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু
বারবার ফিরে আসে,
এর থেকে মুক্তি নাই,
যে চলে যায় তার স্থানে ফিরে আসে আরেক পথিক,
যে পথিক হারিয়ে যায় মৃত্যুর অন্ধকারে
সেই-ই আবার ফিরে আসে সূর্যের আলোতে;
এই জন্ম-মৃত্যু ,আবর্তন,
গ্রহদের সাথে প্রত্যাবর্তিত
সময়ের গন্ডীতে গোলক ধাঁধার মত

আলো আর অন্ধকারে সৃষ্টির উত্থান পতন;
এর থেকে মুক্তি খোঁজে মানুষের দল,
কেউ যায় ঈশ্বরের খোঁজে,
ভাবে ঈশ্বরই পারবে বলতে
এই ভ্রাম্যমান চিরপরিবর্তিত,
চিরকাল এইভাবে আবর্তিত জীবনের অর্থ কি?
কোথা মুক্তি ? কোথা এর শেষ?
কেউবা আবার ঈশ্বর বিরোধী
নিপীড়িত জীবনের মাঝে দেখেনা কোন অর্থ,
ভাবে জন্মের অর্থই শুধু নিপীড়িত জীবন যাপন,
শুন্যতা ছাড়া নেই কিছু,
কনিকার কনিকার আকর্ষনে বিকর্ষনে
যা জন্মায়, যা ভেঙ্গে যায়্
সেই পথে ঈশ্বর কল্পনার ভ্রান্ত রূপ,
তাই ঈশ্বরকে লক্ষ্য করে জানায় বিদ্রুপ;
সত্য কি? অর্থ কি?
মহাকাল যা ভাঙ্গে গড়ে,
চির অনস্থায়ী জীবনকে ওল্টায়-পাল্টায়,
বারংবার ফেলে দেয় অন্ধকারে,
তারপর তুলে আনে আলোর সৈকতে,
ঢেউয়ের মত উপচে উঠে করে সব চুরমার,
আবার পরক্ষনেই দেখায় তার আলোকিত সাজ,
এইভাবে আলোর সৈকতে,
অন্ধকার থেকে ফিরে আসে
গাছপালা,পশুপাখি, মানুষ ও সংসার।
এর মাঝে আমি কবি
আলো আর অন্ধকার বিভক্ত আকাশে

আমি দৃশ্য আর অদৃশ্য জগতেরমাঝে সংযোগ;
পৃথিবীর বায়ুমন্ডলিতে পরিবৃত যে জগত,
সেখানে শব্দে ও ভাষায় মানুষের চিন্তা ও উপলব্ধি অর্থময়,
যেখানে সংগীত, শিল্প ভাষার উপর
আরেক অপূর্ব ভাষার রূপ,
সেখানে মানুষের উর্দ্ধে ঈশ্বর-মানুষের মত
আমি কাব্য আর সংগীত।

নীচে ঐ আলোর সৈকত,
মানুষের মাঝে যে ‘ ঊর্দ্ধ মানুষ’
সে অপেক্ষায় আছে,
তার সাথে দেখা হবে মোর আগামী প্রভাতে;
সে যেতে চায় আলোকিত পথে,
ঈশ্বর সন্ধানী সে,
দুঃখ-কষ্ট দৈন্যতার মাঝে দেখেছে সে
আগামী দিনের ‘মহামানবকে’ মানুষের মাঝে।

(যে মানুষের সাথে দেখা হবে তার কথা)
জন্ম তার অন্যসব মানুষের মত
সাধারন মানুষের ঘরে;
অন্ধকার পথে যেতে যেতে ডেকেছে সে আমায় বহুবার,
হিংস্র পশুর দল তার নিয়েছে পশ্চাত,
প্রকৃতির মাঝে যাদের জন্ম এখনও পরিপূর্ণ নয়
যারা সৃষ্টির কঠোর বন্ধনে,
এখনও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষোভে হানিতেছে করাঘাত,
করিছে চীৎকার,
হানাহানি করে খুঁজিছে অন্যের রক্তে
নিজের জীবনের অর্থ, আর স্বাদ,

তাহাদের মাঝে সে খুঁজিতেছে “আলোকিত জীবনের” পাড় ।

দূরে দেখি পৃথিবীর বুকে এক সমুদ্র সৈকতে,
পৃথিবীর ঘুর্ননে,
মহাকাল টানে,
সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর ঘুরিতেছে দিন আর রাত,
নক্ষত্র কুঞ্জদল স্ফুলিঙ্গের মত
জলের উচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া আবার স্থির,
মহাকাশ পথে যারা জ্বলন্ত অস্থির,
যাদের ঘনিষ্ঠ স্পর্শে
সূর্য্যও ছাই হয়ে যাবে,
মানুষের চোখে সেইসব নক্ষত্রেরা তারা হয়ে
জ্বলে মিটমিট।

এই মানুষের তীরে
কল্পনায় বিভ্রান্ত মানুষ ভাবে
এই সমুদ্র সৈকত হতে কোন এক মাঝি এসে
নিয়ে যাবে তারে স্বর্গরাজ্য পাড়ে,
সেথা পাবে সে ঈশ্বর সাক্ষাৎ।
আমি জানি, ঈশ্বর তুমি,
মানুষের ভাষার লিখনে যা বোধ্য,
যা কথোপকথনে ব্যক্ত হতে পারে
তার গন্ডীর বাইরে অবোধ্য, অব্যাক্ত,
অদৃশ্য শক্তির এক বিস্ময়কর প্রকাশ;
তুমি পাঠায়েছ মোরে এই মানুষের তরে ,
মানুষের ভাষা, বোধ, অনুভব
মানুষের দেহ ভিন্ন অর্থহীন সব,

দেহ, রক্ত, কোষে
শক্তি তার রূপ নেয়
চিন্তার আকার নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ব্রম্মাণ্ডের মাঝে
দেখা দেয় ছবি হয়ে, গান হয়ে, শব্দ হয়ে,
ভাব, ভালবাসা, সুখ, দুঃখ, বেদনার ছন্দ হয়ে
জেগে ওঠে হৃদয়ের মাঝে;

তুমি অদেহী ঈশ্বর ,
তোমার ভাষার ছন্দ বাজেনা
মানুষের কোষের অন্দরে,
রক্ত, মেদ সেথা নিয়মের টানে
গ্রহপথ ধরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিন করে,
সকাল, সন্ধ্যায়, আলো আর হাওয়ার কম্পনে,
গাছের পাতায়, জলের ঢেউয়ের আঘাতে
শব্দের আলিঙ্গনে,
আনে প্রানে জীবদেহের বাসনা উচ্ছ্বাস,
সেথা ঈশ্বর তুমি নিরাকার।

তুমি পাঠায়েছো মোরে,
এই মেদ মাংস রক্তে গড়া মানুষের তরে
বস্তুনিষ্ঠ জগতের মাঝে
তুমি জানাতে এসেছ মানুষেরে
সেই বার্তা যা ভাষাহীন, শব্দহীন, অর্থহীন মনে হয়
মানুষের মনের কন্দরে;
আমার রক্তে তুমি লিখিয়াছো মানুষের মন
আশা, বিশ্বাস, কল্পনা, ভ্রম,
তারই সাথে সত্য, স্বপ্ন আর অস্তিত্ব যার নেই বিবরণ ,

রক্তে, মাংস দেহে আমি ঈশ্বর সন্তান,
আমার দেহকোষে প্রতিবিম্বিত
ছবি হয়ে জেগে আছো তুমি স্থান আর কালের জগতে,
যেখানে মানুষ তোমারে ডাকে,
সেইখানে পাঠাও তুমি তোমার সন্তানেরে।
অনু পরমানুতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম অস্তিত্বের মাঝে
আমি আছি
একদিকে মানুষের বেশে,
অন্যদিকে অদেহী শক্তির অদৃশ্য গতি হয়ে
চলেছি জন্ম জন্মান্তরে।

মানুষের কল্পনার ভাগবাহী আমি,
মানুষের ব্যর্থতা, আর্তনাদ, ক্ষোভ,
দুঃখ, দৈন্যতা আমার রক্তের স্রোতে
বয়ে আনে জন্ম-জন্মান্তরের ইতিহাস;
বস্তুগ্রাহ্য জগতের মাঝে যে বন্যায় ভেসে থাকে অনুভব,
যে ঘূর্নিচক্রে মানুষ হাঁসে, কাঁদে,
ঈশরকে ডাকে, ঈশ্বরের
কাছে নিজেকে অপরাধী করে,
জানায় প্রার্থনা,
হে ঈশ্বর! সেথা আমি তোমার প্রেরিত সন্তান।

দেখি দূরে গ্রহমন্ডলী পথে
সূর্য আকর্ষনে হতেছে দিন আর রাত,
এক ঘুরন্ত অগ্নিবলাকার পাশে
জাগিতেছে মেঘ, বৃষ্টি, জল
সমুদ্র সৈকতে তরঙ্গ আঘাতে

কাঁপিতেছে বালুকণা সূর্য্য করোজ্জ্বলে;
কনিকার ভিতর কনিকা কম্পনে
সমুদ্র হতেছে উজ্জ্বল,
শুনিতেছি পাখিদের ডাক,
দেখিতেছি প্রজাপতি, মৌমাছি, পতঙ্গের ঝাঁক,
উড়ন্ত পাখার ফাঁকে
হইতেছে কত উল্কাপাত !
জন্ম, মৃত্যু, ভাঙ্গা, গড়া
জীবনের ভাঙ্গন ও পুনরাবর্তন
ঢেউয়ের সাথে আসে-যায়
দন্ডে দন্ডে, পল, অনুপলে
যা ছিলো সব ফিরে যায়,
আবার আসে
কল্পনার ভ্রমরের দল যেন খোঁজে
পৃথিবীর মাটি আর স্বপ্নের আস্বাদ;
এই মহাজগতে পৃথিবী অতিই ক্ষুদ্র
এরই মাঝে ক্ষুদ্রাতিতম প্রানীদের জীবিকা সন্ধান,
বালুকনিকার নীচে যে স্তর,
যেখানে মানুষের দৃষ্টি অগোচর
সেখানেও দেখি জীবনের বিশাল ভাণ্ডার;
প্রয়োজন, ব্যাস্ততা নিয়ে সবাই চলেছে একসাথে
জন্ম, মৃত্যু, প্রজনন
শৈশব, যৌবন,বার্ধক্য
বাস্তব, স্বপ্ন,
সত্য কি কল্পনার টানে
চলেছে ইচ্ছার প্রদর্শিত পথে,
এরই মাঝে রয়েছে মানুষ আমার অপেক্ষায়;

যখন পশুপাখী, পতঙ্গের দল
চলেছে নির্ধারিত পথে,
জীবিকা সন্ধানে ঘুরিতেছে গাছে,গাছে, পাতায়, পাতায়
ভ্রাম্যমান জীবনের সাথে
চিরকুন্ডলীত পথে ফিরিছে আবার আবার
“মানুষ” জানিতে যায় কোথায় এর শেষ?
কেন এই আবর্তন?
কেন এই আকর্ষন-বিকর্ষন,
কেন ভেদ-বিভেদ আর তারই সাথে একসুত্রে সব রয়ে আছে বাঁধা?
আছে কি কোন পথ,
যেখানে সে মুক্তি পাবে
এই চিরচঞ্চল, চির অস্থায়ী,
ইচ্ছার টানা-পোড়নে চির ভঙ্গুর
অনুভবের আলোড়ন হতে?

সে খুঁজিছে উত্তর আরো অন্যসব মানুষের মাঝে,
হে ঈশ্বর!
‘মানুষের’ সাথে মোর দেখা হবে আগামী প্রভাতে,
বল কি বার্তা দেব তারে?

ঈশ্বরের উত্তর

কবি তুমি
বলো তারে কাব্যের ভাষায়
চিরন্তন, শাশ্বত অস্তিত্বের কথা;
যা ভাঙ্গে, যা গড়ে, যা আসে, যা ফিরে যায়
তার মাঝে চিরন্তন আমি।
আমার রূপের শীখা জ্বলে না আলোতে,

আমি নই কোনো অন্ধকার।
যেথা দেখো আলো আর অন্ধকার ,
যেথা কণিকা কণিকারে করে আকর্ষণ,
যেথা কণিকার কম্পন আলোকণা বিচ্ছুরিত করে
জাগায় সৃষ্টির স্পন্দন,
আমি অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার;
সবের মাঝেই আমি;
শব্দহীন, ভাষাহীন, অদৃশ্য শরীরে
দেহ, বোধ, রূপ, সবের বাইরে
এক অজাগতীক অস্তিত্ব আমার।

যেথা দেখো গ্রহগণ ঘুরিতেছে,
নক্ষত্রেরা জাগাতেছে মহাকাশ,
ছায়াপথ হতে বহুদূর
কোটি কোটি নক্ষত্রপুঞ্জ
যার নাই কো হিসাব
আলোর স্ফুলিঙ্গের মত দলবদ্ধ হয়ে ভাসিতেছে,
যেথা অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গ
ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, সৃষ্টির বুদবুদ ,
আমি আছি স্থির,
যেথা আলো সেথা আমি অন্ধকার,
যেথা অন্ধকার সেথা আমি আলো,
আমি আলো আর অন্ধকার,
অন্ধকার জাগ্রত যে বালুকণায়
শক্তির সঞ্চয়
তারই কম্পনে ওঠে আলো,
আবার এই আলোরই 'আঘাতে'
ভেঙ্গে যায় বস্তুকণা
ফিরে যায় অন্ধকারে দৃষ্টির বাইরে,
সেই একই 'আঘাতে'।

আমি আছি তাই আছে সব;
এই ব্রহ্মাণ্ডে সবই মোর শক্তির প্রকাশ,
যেথা বস্তু হয়ে, আলো হয়ে জাগিয়াছে আকাশ,
অন্ধকারে অদৃশ্য তরঙ্গের পথে
জাগিয়াছে নক্ষত্রপুঞ্জ
কোটি কোটি ছায়াপথ
চলিতেছে অন্ধকার তরঙ্গের সাথে,
আমি মহাশক্তি
স্থান, কাল, বস্তু ও আলোর বাইরে
শাশ্বত, অনন্ত, অপার।
গতিময় ব্রহ্মাণ্ড আমারই ইচ্ছার প্রকাশ,
যা আছে,যা কিছু ভ্রাম্যমান গতিময়,
স্থির কিংবা অস্থির সবই আমি,
সৃষ্টিজগত যে নিয়মে চালিত,
তা’ আমারই নিয়ম।

সৃষ্টির উপাদানই নিয়ম।
বস্তুকণা, আলোকণা
যা কিছু দৃষ্টি গ্রাহ্য জগতের গোচরে,
সবই নিয়মের দাস,
নিয়ম মানেই
পরস্পরের অস্তিত্ব স্থাপনের
ও বিকাশের এই বন্ধন;
এক অস্তিত্ব অন্য এক অস্তিত্বের সাথে
জটিল ভাবে জড়িত;
একের অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্বের ভাগবাহী
ও সমদায়ী;
যে চলমান, অন্যকে চলতে দেওয়ার দায়িত্ব তার;
যে আছে, অন্যকে থাকার সুযোগ করে দেওয়ার দায়িত্বও তার;
যা কিছু আছে, তা’ সব এক জটিল পাশে জড়িত;

সৃষ্টির গঠনই এই ভাবে,
আমি এই গঠনের স্রষ্টা।
এই জটিল বিন্যাসের যে রূপ
সেই রূপের মধ্য দিয়ে আমার অস্তিত্বের প্রকাশ;
আমাকে অন্য কোনো রূপে দেখা সম্ভব নয়।
যে অস্তিত্বের মধ্যে আমি আছি
যে রূপের মধ্যে অস্তিত্বের প্রকাশ
মানুষকে বলোঃ
সেখানেই আমি উপস্থিত।
প্রতি কোষে , কোষে, অনু পরমানুতে
আমি আছি;
যেখানে আছে কিছু
সেথায় জাগ্রত আমি,
যেখানে নেই কিছু
সেথায়ও আমার সুশুপ্ত শরীর ;
যেথা ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে আলোকিত পথে
সেথা আমি চলমান,
যেথা অন্ধকার
সেথা আমি শক্তির ভাণ্ডার;
বলো মানুষেরেঃ
যে গড়ে সে আমি,
যে ভাঙ্গে সেও আমি,
আমারই ইচ্ছায় সব জাগে নেভে,
সর্বকালে, সর্বস্থানে হয় ব্রহ্মাণ্ডের উত্থান-পতন;
এরই মাঝে আমি চিরস্থীরঃ
সময়হীন, অবয়বহীন, আমি অনন্ত বিশাল।
অনু পরমানুতে কনিকার দলে যে আকর্ষন কি বিকর্ষন
তা আমারই ইচ্ছার প্রকাশ;
পূঞ্জীভূত হয়ে যেথা বস্তুকনা সব জাগায় “বিন্দু ”

সৃষ্টিরে করে সময়ের দাস,
সে আমারই ইচ্ছায় ;
যা ইচ্ছা, যা বৃত্তি,
যা কিছু মননের উপাদান
সবের ভিতরই আমি;
মানুষ যারে চৈতন্য বলে
তা’ আমারই শক্তির বিকাশ,
অনু পরমানু হতে ব্রম্মান্ডের বিশাল আকার ,
আমারই মনের ভাণ্ডার;
যে মন মানুষের মধ্যে বহমান,
যে ইচ্ছার প্রকাশে মানুষ, জীব-জন্তু সব
জন্ম থেকে মৃত্যুর পথে টানে
দৃষ্টি গ্রাহ্য জগতের পানে,
হারায় পথ, ঘুরন্ত চরকিতে
ছোটে দিক বিদিক,
তারপর স্থীত হয় সমুদ্রের খোঁজে
সেথা আমি বিদ্যমান,
মানুষরে বলোঃ
এই ঘূর্ণন, ভ্রমন - যা কিছু চলিতেছে সমুদ্রের পথে ,
স্থীর আছে আমার ভিতর;
যা’ ঘটে, তা অস্তিত্বের চির প্রয়োজনে,
যেথা এক, সেথা বহু
যেথা বহু, সেথা এক,
আমারই ইচ্ছায় বহুরূপে আমি প্রকাশিত,
যে মন ভাব, ভালোবাসায় আপ্লুত,
তারই অন্যরূপ ক্ষোভ , দুঃখ, গ্লানি,
তাপ, অনুতাপ;

যে মন বস্তুরূপে আকৃষ্ট, সৌন্দর্যের পূজারী
যে জাগায় স্বপ্ন, তোলে কল্পনার কলরব
তারই মাঝে আমি বস্তুহীন নির্বিকার
আলোতে আঁধার।

যতক্ষন বস্তুনীষ্ঠ জগতের রূপে জাগিয়া রয় বাস্তব,
মন আকৃষ্ট হয় তার রূপ দেখে;
সুন্দর, অসুন্দর,
আনন্দ, গ্লানি,
প্রকৃতির দু'টো দিক
নিয়মের অমোঘ আদেশে
বাঁধিয়াছে কোষবিন্দু হতে
মানুষের মনের আবেগ;
চেতনা জাগ্রত আমারই আদেশে
চেতনার ঢেউ আসে অন্ধকার হতে
অশরীরী জগতের মাঝে সে " সমুদ্র সৈকত"
তার তীর থেকে,
আমি সেই অশরীরী " সমুদ্র"
কালহীন, বস্তুহীন অস্তিত্বের অলীক এক " বালুচর"
যা' মানুষের কল্পনার অগোচর;
বলো মানুষেরেঃ
যতক্ষণ বাঁধা আছে দেহ কোষের নির্দেশে,
যতক্ষণ নিয়ম বন্ধনে স্থান, কাল, ঘটনার বিন্যাস
টানিতেছে চেতনার বস্তুনীষ্ঠ জগতের দিকে,
ততক্ষন দুঃখ, কষ্ট আর আনন্দের মেয়াদ;
এ এক স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন একসাথে;
যত নিজেকে ছাড়ায়ে দিবে বস্তুকণা থেকে ,

ডুব দেবে শরীরের ভিতর শরীরে আমার প্রকাশে,

অলীক “বালুচরে” করিবে প্রবেশ,

বুঝিবে মানুষ অস্তিত্বের সার।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবানু হতে যত আছে প্রাণীকুল,

সবই চলে জন্ম-মৃত্যু, আর প্রজননের পথে

ইচ্ছা প্রয়োজন আনে,

চেতনা জাগায় কল্পনা, বৃত্তি, বুদ্ধি

জীবন ধারনের সমাধান;

এক তরঙ্গ যেমন অন্য তরঙ্গের আঘাতে মিলিত হয়ে,

নতুন তরঙ্গ হয়ে চলে বারবার,

তেমনি এই জীবন;

অসংখ্য ঢেউয়ের মত আসে যায় ,

একে অন্যকে ভাঙে আবার মিলিত হয়,

আবার ছোট নতুন জীবন নিয়ে যায় আরেক তরঙ্গের দিকে,

আবার সেই একইভাবে ভেঙ্গে যায়, জন্মায়,

আছড়ায়,

বারবার আলো থেকে অন্ধকারে,

অন্ধকার থেকে আলোতে মুর্চ্ছায়;

মানুষেরে বলোঃ

“সমুদ্র ” আমি,

চলমান ব্রম্মান্ডের রূপে যেথা মোর গতি ,

যেথা সব এইভাবে চলে,

বস্তুক্লিষ্ট ব্রহ্মাণ্ড শরীরে আমি তাই চির অস্থীর,

এই আমিই আবার বস্তুর উপর এক অতি অসম্ভব,

অশরীরী শক্তি এক ,

যা আছে , তা নেই,

যা স্থান কালে চলমান, তার উপর আমি নিশ্চল;

এই অসম্ভব “সমুদ্রের” তীরে বাস্তবের রূপ নিয়ে
চলেছে সব সময়ের পথে,
এর কোন শেষ নেই,
এ এক অনাদি অসীম “সমুদ্র সৈকত” ।
তরঙ্গের বুকে উঠেছে তরঙ্গ,
তার বুকে আরো ক্ষুদ্র, আরো ক্ষুদ্র
আরো আরো ক্ষুদ্রাতীক্ষুদ্র তরঙ্গেরা
চলিবে নিয়মের টানে ,
নক্ষত্রেরা জাগাবে আলো,
জীবদের প্রানে আসিবে ইচ্ছা, বাসনা, ভ্রম, ভ্রান্তি, আশা
জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে ;
ক্ষুধা, ক্লান্তি, শ্রম বিনিময়ে
জোগাবে আশ্রয়, সংসার;
কত প্রানী হত্যা হবে,
আবার তাদেরই রক্ত হতে জাগিবে নতুন প্রানের অঙ্কুর ;
তরঙ্গ আঘাতে আসিবে নতুন তরঙ্গের স্রোত,
নক্ষত্র আলোয় দেখা দেবে অসীমের কালজয়ী রূপ;
যে রঙ কল্পনায় করে আলোড়ন ,
যে সৃষ্টি বুদবুদের মত ক্ষনস্থায়ী,
যে সংসার সংক্ষিপ্ত ভঙ্গুর ,
সেখানে মুহূর্তের আলোপাতে দেখা দিই মানুষেরে।
আমি আশ্চর্য্য অদ্ভুত !

বলো মানুষেরেঃ
ঈশ্বর আছে;
ভাষাহীন এক জগতে
যেথা জ্ঞান, বুদ্ধি পারেনা বুঝিতে

সত্যের পরিচয়,
সেথা আমি দেখা দিই মানুষের মাঝে
এক অদ্ভুত আকারে;
মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝে তুমি যোগস্থান,
তুমি নয়কো মানুষ, নয়কো ঈশ্বর,
তুমি মানুষ ঈশ্বর;
বলো মানুষেরেঃ
তোমার কাব্যের ভাষায় ঈশ্বরের কথা।

কবির সাথে মানুষের সাক্ষাৎ

সমুদ্রসৈকতে মাঝিদের সাথে মানুষের জীবন ও ভ্রমণ দৃশ্য

জন্ম -মৃত্যু, জয়-পরাজয়, স্বাধীনতা- পরাধীনতা,

স্বপ্ন ও বাস্তব

প্রকৃতি ও পরিবেশ

জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা

ধর্ম ও অধর্ম

বিশ্বাস ও অবিশ্বাস

এই সব নিয়ে আলোকিত জীবনের খোঁজে কবির কাছে মানুষের প্রশ্ন

মানুষ

সূর্য্যকে প্রদক্ষিনরত গ্রহ মাঝে,
জীব জীবানু, কীট পতঙ্গঁ আর পশুপাখীদের সাথে
শত শত কোটি মানুষের জন্ম আর মৃত্যুর নাটকে
জন্ম মোর
পৃথিবীর ইতিহাসে;
প্রতিদিন ক্ষুধা, শ্বাস-প্রশ্বাস, জিবীকা সন্ধান,
তাঁরই মাঝে হিংস্র জীব আর চতুর প্রানীর আক্রমন
বাঁচার প্রচেষ্টা তুলিয়া হাতিয়ার,
শিখেছি বিবিধ কৌশল,
করেছি জ্ঞানার্জন,
পৃথিবীর পশুদের সাথে খুঁজিয়াছি শান্তি, বাসস্থান;
জানলার পাশে এসেছে আলো,
ফুল পাখী বিবিধ রঙের সাজে
বেড়ে গেছে ইন্দ্রিয়ে
স্বপ্ন ও বাস্তব;
দেখেছি সুন্দর;
স্পর্শ করেছি আনন্দ;
চিন্তায়, ঘ্রানে এসেছে স্পৃহা,
বিচিত্র পৃথিবীর স্বাদ;
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে স্মৃতি,
যে মানুষ একদিন পৃথিবীতে ছিলো,
আজ নাই, এঁকেছে মুখ;
একইভাবে মহাকাল আসে যায়
বারবার একই কথা বলে যায়

যে আসে,তাকে যেতে হবে,
এখানে নাই কারো বাসস্থান চিরকাল;
জন্ম মানে মৃত্যু হবে,
আনন্দের পর শেষ করিবে আঘাত,
যে শক্তি ভাঙে বিশাল পাথর।
সেই শক্তির ভান্ডার শেষ হলে
পাথরের তলে নিষ্পেষিত হবে জীবকোষ
জন্মের নতুন বীজ জাগিবে সেথায়,
সৃষ্টির এই নিয়ম হতে ছাড় নাই
ব্রহ্মাণ্ডের কোনস্থানে নাই
এর অন্যকোন রূপ
বিধাতার লিখন অমোঘ নির্ভুল।

শৈশবের ক্রীড়া, শিক্ষা, কৌতুহল
সবই নিয়মেতে বাঁধা
মাতৃকোড় হতে নেমে মাটির আশ্রয়ে পেতে
শরীর ও মনের চাই বহু বাস্তব সমাধান;
জল, বায়ু, মাধ্যাকর্ষনে
পতন,ঘর্ষন, অপ্রত্যাশিত ঘূর্ণন,
অশান্ত প্রকৃতির সাথে জীবনের আন্দোলন,
এরই মাঝে ভাব, ভালবাসা,
বিবাহ, বন্ধন, সন্তান, প্রজনন,
ঘৃণা,লোভ, জুগুপ্সা, প্রেম,
দ্বন্দ, ক্ষত, প্রলোভন, হিংসা,
ক্রোধ, আশা, নিরাশা,
বিশ্বাস, অবিশ্বাস, বিদ্রোহ
কিংবা আত্নসমর্পণ;

ক্রম আবর্তমান নাটকের মত
বারবার ঘুরে ফেরে
একইভাবে জন্ম-জন্মান্তরে;
এই ব্রহ্মাণ্ডের লীলায়
জন্ম,মৃত্যু, শোক, দুঃখ, অনুতাপ
সুখ আর আনন্দের সাথে একাকার;
এর থেকে সময়েরও মুক্তি নাই,
অনু, পরমানু, কোষ, কোষান্তর,
কোটি কোটি নক্ষত্রপুঞ্জ,
তারও উর্দ্ধে অনন্ত অনাদি ব্রহ্মাণ্ড
চঞ্চল ঢেউয়ের তালে তালে,
একই ছন্দে যায়, আসে, আছে... নেই, আছে ...... নেই
যা পরিবর্তিত তাই ফিরে আসে অপরিবর্তিত
রূপ নিয়ে বারংবার।

যে জীব পারেনা বুঝিতে নিয়ম,
পারেনা বুঝিতে জীবনের আক্রমন,
হেরে যায় অন্যসব প্রানীদের কাছে
সে লুপ্ত হয় ইতিহাস থেকে;
বুদ্ধিমান মানুষের মাঝে
এই সংগ্রাম আরও তীব্র ও কঠোর,
যে পারেনা চলিতে বুদ্ধিদীপ্ত পথে,
মহাকাল গ্রাস করে তারে;
এইভাবে চলিতেছে জীবনের ইতিহাস,
এককোষী জীবানুর স্তর হতে অভিব্যাক্তি গড়েছে মানুষ,
চেতনাও এর সাথে জেগেছে ধীরে ধীরে,
অন্ধকার থেকে আলোর মূর্তির মত

উঠেছে অশরীরি আত্মারদল জীবনের তীরে;
দেহ বয়ে ইচ্ছায় শক্তিতে
জাগায়েছে জীবন উৎসব
চেতনায় স্ফুলিঙ্গঁদল মুহুর্মুহু
জ্বলেছে, নিভেছে
কোষের নিগুড় আদেশে,
তাঁরই সাথে চিন্তা, ভাষা, ভাব
উড়িছে অদৃশ্য মনের আকাশে।

দেহের মৃত্যু হলে চিন্তাও নিভোয়,
যে আত্মা নিয়ে মানুষের জীবন
জড়ায় নিজেরে,
তৈরী করে ঘটনা, সংবাদ
লুপ্ত হয় সব একদিন সৃষ্টির আদেশে;
সেই সব আত্মার দল
যারা দলবদ্ধ হয়ে ঘুরেছে
করেছে হানাহানি, খুঁজেছে পৃথিবীর মাটিতে
ঘর বাড়ী দেশ,
শৃঙ্খলে বেঁধেছে নিজেরে;
যে ঘটনার বিন্যাস ইন্দ্রিয়ের দায়ভাগী,
যা আছে মনে হয়,
তা ইন্দ্রিয়ের ছায়াও হতে পারে,
এইভাবে মিশে যায় স্বপ্নের ভিতর বাস্তব।

এরই মাঝে জন্ম মোর,
জানি যে আত্মারদল চারিদিকে ঘোরে
তারা মায়া হতে পারে,

ইন্দ্রিয়ের স্ফুলিঙ্গঁ মাত্র
জমায়িত হয়ে তৈরী করে বোধ, বুদ্ধি, জ্ঞান,
এক দৃশ্যগ্রাহ্য ছবি;
আমি সেই আয়নার জগতে
আলো আর অন্ধকারের ছায়া ছবি হতে পারি;
আছে অথবা নেই এই দুই বিপরীত পরিধীতে
আমার অস্তিত্বের স্থান;
"ইন্দ্রিয়ের বাইরে কে আছে?"
এই প্রশ্ন বারংবার ফিরে আসে মনে,
"মৃত্যুই কি, যারে আত্মা বলি তার শেষ?
পদার্থের আকর্ষনে যা তৈরী হয়,
এবং যার আঘাতে সব ভেঙ্গে যায়,
সেই কি আমার একমাত্র পরিচয়?
না আমি কোন পদার্থহীন, অবয়বহীন মানুষ
যার চেতনার শক্তি অন্য কিছু হতে পারে?"
এসব প্রশ্নের উত্তর যে দেবে
সেই কবির অপেক্ষায় আছি।
দেখেছি তারে স্বপ্নের ভিতর,
বলেছে সেঃ এক আলোকিত কায়া নিয়ে দেখা দেবে
এই সমুদ্র সৈকতে।
সে আমারই আরেক রুপঃ
দেহহীন শক্তির প্রকাশ;

(কবির আবির্ভাব)
ঐ দেখি আলোর সংকেত
পদধ্বনী শুনি,
একি স্বপ্ন না বাস্তব?

বুঝিনা এখনও
আলোর অংকনে স্নিগ্ধ অপরূপ,
দেহহীন অথচ দেহের ভিতর
কম্পিত শিখায় ভর করে নামে,
একি সত্যই বাস্তব?
স্বপ্ন হলে এত কি স্পষ্ট কায়া হত?
এত গভীরে ছড়াতে আনন্দের রেশ?
জাগ্রত আমি সুনিশ্চিত;
ইন্দ্রিয়ের দ্বার খোলা
আসে হাওয়া, বালু, তরঙ্গিত সমুদ্রের রেশ,
পৃথিবীর পটভূমি
ঢেউয়ের আঘাতে দেখি হয়েছে উজ্জ্বল মসৃণ;
পশুপাখীর স্থানে কালে
সেই পরিচিত পদক্ষেপ,
দূরে মহীরুহ দেখি
ভারহীন আকাশের দিকে
খুলে রেখে পাতা
আলোরে করেছে আশ্রয়;
ভারে নতজানু
এক বিশাল পাথর
অদৃশ্য ভারে যেন ভর করে
ঢেউ ছুঁতে ঝোঁকে;
এরই মাঝে কত আনাগোনা,
আসে মাঝিদের দল,
সংসারি মানুষেরা যেতে চায়
অন্য কোন দ্বীপে,
দীপ্ত এক আলোকিত বেশে,
কবি তুমি

স্বপ্নেতে দিয়েছো নির্দেশ,
সত্য তুমি, না সব মিথ্যা?
মায়াময় জগতের ভ্রম
এখনও কি কাটেনি মনে?
এখনও কি দূর্বল স্নায়ুতে
কুন্ডলিত হয়ে আছে
ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি আর সংস্কার?
কে তুমি?
কেমনে বুঝিবে মানুষ তোমায়?

কবি

ইন্দ্রিয়ের গঠনে যে দেহ,
তার মাঝে আছে এক অতিন্দ্রিয়
অস্ফুট জগত;
দৃশ্যগ্রাহ্য সংসার
পারেনা গড়িতে সেথা অনাচার,
সংসার যারে বলো,
তা ইন্দ্রিয়ের সংস্কার, বিচার,
আর বুদ্ধিবৃত্তির অলঙ্কৃত সাজ;
জ্ঞান যারে বলো তা আপেক্ষিক
উত্তরিত হতে থাকে বারবার;
আজ যা নতুন,
কাল তা প্রাচীন,
আজ যা সত্য মনে হয়,
কাল তা অসত্যের নির্বোধ প্রাচীর;
ইন্দ্রিয় যা জ্বালায়

চিন্তার দীপ,
নিয়মের আন্দোলনে জ্বলে দীপ দীপ
শরীরের ভিতর ধোঁয়ার মত
টানে বস্তু হতে নির্গত
ছাই, পাঁশ, শ্বাস;
কুন্ডলিত হয়ে পাকায়
মনের ভিতর সংস্কার
যারে লোকে মায়া বলে
সেই মায়াবী মনের আশ্রয়ে
জেগে ওঠে "আমি";
এই আমি যারে দেখো আলোকিত বেশে,
সংসারের উর্দ্ধে আকাশ চত্বরে,
সে আমি অন্য এক আমি,
সকল মানব মনে বিচারিত,
কল্পনার মুকুলে প্রস্ফুটিত জীবনের মাঝে;
সকল "আমির" ভিতর
অদৃশ্য শক্তি এক
যার স্পর্শে জ্বলে উঠে অলীক, মহাকাশ, বাতাস;
সেই আকাশ বাতাস
পরমানু গঠিত জগতের ওপাড়ে,
কল্পনা নিয়ে ওড়ে,
কম্পিত হৃদয়ে নেড়ে শব্দ, অনুভব
কথা হয়ে নেমে আসে বুকে।

বোধ নই, জ্ঞান নই ,
নিয়মের দাস নই,
শুধু আলো আর মুক্তির আমি অমর প্রকাশ;

করোনা বুদ্ধি দিয়ে এর বিচার,
শৃংখলিত মনে পড়াতে চেয়োনা নতুন শৃংখল,
দেখো মোর আলোর আকার,
শোন যে নিরাকার
তার উপদেশ কাব্যের কথায় ।

মানুষ

জানি, এই দৃশ্যও ভ্রান্তি হতে পারে ,
তবু বলো শুনি;
মানুষ সে এক নয়,
তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
কোথাও সে অন্ধকারে বিভ্রান্ত পশুর মত
ছোটাছুটি করে,
হানাহানি, চিৎকার , রক্তপাত করে
পথের দুধারে টানে মৃতদের লাশ;
সারা জীবন ধরে শুনি কত
মানুষের দুঃখ, কষ্ট, আর্তনাদ;
ক্ষুধায় আক্রান্ত প্রাণী,
শান্তি নাই যার,
প্রতি পদক্ষেপে ভয় যারে
ক্লান্ত করে ,
কোথাও নিশ্চিন্তে যার ঠাই নেই
পৃথিবীর বুকে ,
তারে আশা দেবে কে?

অশান্তি যার জীবনের একমাত্র আশ্রয়
তারে বোঝাবে কি ভাবে
পৃথিবীর জীবনের মাঝে
আছে ঈশ্বর, কবি আর মহামানব?

ঐ দেখো!
অন্ধকারে যেথা অস্পষ্ট আলোর রেখা ,
তরঙ্গেরে ঠেলে ঠেলে উঠে আসে
এই সৈকতের দিকে,
মাঝিদের কাঁধে ভর করে নামে
সেই আত্মার দল
যাদের দেখেছি শৈশবে;
ঘুমন্ত এখনও তারা,
অন্ধকার জগতের ছায়া যাদের এখনও পশ্চাতে,
স্নায়ুতে জড়ায়ে দড়ি ,
বহিতেছে অপোগণ্ড জীবনের ভার;
এদের তুমি কি দেবে উপদেশ?

ঐ দেখো!
অন্ধকারে পাথরে ঘর্ষণরত বালুকণা
সমুদ্রের জল বয়ে ওঠে আর নামে ,
চিৎকার করে নিজেকে ছাড়াতে
বস্তুক্লিষ্ট জগতের থেকে,
তাই কলরব হয়ে ফিরে আসে
জাগায় অন্ধকারে জগতের ধ্বনি ;
শোন সেই কলরব;
শোন অন্ধকার মানুষের উত্থান পতন,

ঐ আত্নার দল
যারা ভিড় করে চলিতেছে অনির্দিষ্ট পথে ,
শোন তাদের কথোকপথন ,
চলো নিয়ে চলো ঐ দিকে
যেখানে মানুষেরা অন্ধকারে ভারাক্রান্ত,
আঘাতে পরিশ্রান্ত,
ভ্রান্তিতে মাটি থেকে তুলিয়া পাথর
বাড়াতেছে নিজেদের চলিবার ভার।

কবি

মানুষের অভিব্যক্তি বস্তুকণা থেকে
যে বালি, মাটি, কাঁকর
প্রতি পদক্ষেপে সহিতেছে অস্তিত্বের ভার,
তারই মাঝে জন্মেছে প্রাণ জীবনের অংকুর;
যারে চেতনা বল
তা শক্তির প্রকাশ,
মাটিরও চেতনা আছে,
গাছ, পতঙ্গ, পশুপাখী, প্রাণী
সবই চেতনা উদ্ভুত শক্তি,
মহা আকাশ যা দৃষ্টির অগোচর,
যেখানে লক্ষকোটি আলোকবর্ষ ব্যাপী
ব্রম্মান্ডের সৃষ্টির জন্ম থেকে মৃত্যু ,
মৃত্যু থেকে জন্মের পুনরাবর্তন ,
সেখানেও একই শক্তি,
এইভাবে চলিতেছে মহাকাল;

যা নিশ্চল মনে হয়,
তা নিশ্চল নয়,
যে পাথর মনে হয় শক্ত ও কঠিন,
তাও নিয়মের দাস,
যা আজ তরল তা কাল কঠোর,
যা আজ কঠোর , কাল তা তরল ,
শক্তির আন্দোলনে,
এক থেকে অন্য ক্রমাগত পরিবর্তন;
সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন
হাওয়ার আঘাতে নেয় বিবিধ আকার,
তারই সাথে প্রতি ঢেউয়ে ঢেউয়ে
মানে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম,
সূর্য্য প্রদক্ষিণরত গ্রহের ঘূর্ণন
এরই মাঝে টেনে যায় স্রোত ;
সারা ব্রম্মান্ডকে এক ক্ষুদ্র তরঙ্গের বুকে
বেঁধে রাখে
চিরচঞ্চল সৃষ্টির অনিবার্য্য পরিনাম;
তেমনি এই মানুষের জীবন;
শক্তির স্রোতবাহী অমোঘ প্রকৃতি
সৃষ্ট যে জীবন,
সেখানে বহুবিধ টান,
একদিকে মাটি,গাছ পালা,
জলবায়ু , হাওয়া আর আকাশের টান,
অন্যদিকে বাঁচার প্রয়োজন,
কোষের ইন্ধন;
শক্তির প্রয়োজনেএকে অন্যকে করে আক্রমণ,
কেউ ভেঙে যায়

কেউ হয় শক্ত ও কঠোর,
যে এই টানাপোড়নে ,
ব্রম্মান্ডের গতিময় পথে
তরঙ্গের মত একে ওপরের বুকে
করে শক্তি বিনিময়,
এইভাবে চলার বিশ্বাসে টেনে যায়
একইসাথে অন্যসব তরঙ্গের স্রোত ;

তারই জীবন প্রতিষ্ঠা করে
যারে বলি কঠোর বাস্তবে;
যে ভেঙে যায়
তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত,
মিশে যায় অন্যসব
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতেদের সাথে
মিলিত হয় অন্য ঢেউয়ের মাঝে;
এইভাবে চলে জীবন,
সুখ, দুঃখ , ক্ষোভ
অনুভূতির প্রতিধ্বনি নিয়ে
ভেসে আসে বুকে
আবার হারায়ে যায় অনন্তের বুকে;
এর মাঝে চেতনা অমর,
যে শক্তিতে ধূলোকনা বায়ু
হাওয়া হয়ে জন্ম নেয় তরঙ্গের সাথে,
যার ইচ্ছায় মাধ্যাকর্ষণ টানে
প্রতি জলকণা, মেঘ ও পাথর,
যে শক্তির আলোড়নে
পৃথিবী ঘোরে গ্রহপথ ধরে ,
সে শক্তি চিরন্তন,

এরই বিভিন্ন রূপে ,
মানুষের মনের গঠন;
প্রতি দেহে আছে মন,
দেহ মনের প্রকৃতিগত আশ্রয় ;
দেহের চঞ্চলতা করে মনকে চঞ্চল ,

সেভাবে চঞ্চল মন আবার
করে দেহকে অস্থীর;
দেহের চঞ্চলতা আবার জলবায়ু
প্রকৃতির উপর নির্ভর ;
যেখানে বড় বড় ঢেউ করে আঘাত ,
সেখানে খোঁজে মানুষ বাঁচবার বিভিন্ন প্রলোভন;
কেউ ঝাপ দেয়, ডোবে, আত্নহত্যা করে,
কেউ অন্যকে ডুবায়ে ভাবে
বেঁচে যাবে অন্যদের মৃতদেহ ভিড়ে;
অশান্ত প্রকৃতি থেকে বাঁচবার নাইকো সহজ উপায় ;

যে মানুষ বুদ্ধিমান
সে ঝাঁপায় না অস্থির স্রোতে ,
অন্যকে ফেলে মৃত্যুর কবলে চায়না স্রোত পার হতে;
নিজের ভিতর যে শক্তি বিদ্যমান ,
যার আক্রমণে ঢেউয়ের উত্থান পতন,
তার কাছে আত্নসমর্পন করে
দাঁড় ধরে, নিজের ভিতর নিজেকেই অতিক্রম করে ,
অভিব্যক্তির নতুন পথ খোঁজে অন্য এক দিকে।

মানুষ

ঐ দেখি যেথা আকাশ ধীরে ধীরে হতেছে পরিষ্কার ,
নামিতেছে অন্য একদল
যেথা পশুপাখি করিয়াছে ভীড়,
ফুল-পাতা হাওয়ায় নড়িছে অস্থির ;
দেখেছি এদের আমি বহুদিন আগে
শৈশব সবে শেষ হলে ,
যখন ঘনঘটা করে নেমেছে মেঘের ভিতর বিদ্যুৎ
আলোর সংকেত এসেছে হৃদয়ে,
অন্ধকারে চিড়ে আলো একেঁছে মুখ,
দেখেছি এদের অন্য জগতের তীরে;

ঘুমন্ত না জাগ্রত?
বুঝিবার ছিলোনা উপায়;
ঘুমের ভিতর হেঁটেছি নিজেই বহুবার,
জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেছি বহুকাল;
ঘুম ভেঙে যখন ভেবেছি এবার হয়েছে সকাল,
আরেক জগৎ মোরে করিয়াছে গ্রাস;
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভার,
ইন্দ্রিয়ের সংস্কার ,

ইচ্ছার শৃঙ্খল আর প্রবৃত্তির পাশ,
নিয়মমত জাগিয়েছে অনুভব আর সংসার;
কল্পনায় জাগিয়া বারবার
ঠেলিয়াছি অবরুদ্ধ দ্বার;
এক স্বপ্ন হতে আরেক স্বপ্নে
জেগে দেখেছি যে জাগ্রত মনে হয়
সে হয়ত ঘুমন্ত ,
মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে
যা ক্রিয়াময় ও অস্থির
তাই যেন বারংবার মনে হয় অক্রীয় এবং স্থির;

ঐ দ্যাখো!
আমারই মতো এক মানুষের দল,
নামিতেছে এই ভ্রাম্যমান জগতের তীরে,
স্বপ্ন না বাস্তব?
কল্পনা না সত্য?
আছে কি নেই?
কোন কিছুর জানেনা উত্তর;

মাঝিদের হাতধরে চলিতেছে কদর্পক পদ,
তারপর হারায়ে যেতেছে
যেথা মেঘদল করিয়াছে ভীড়;
দেখিতে পাওকি ওদের মেঘের ওপারে ?
কবি তুমি ,
অদৃশ্য জগত তোমার গোচর ;

দেখিতে কি পাও

মানুষের চোখের আড়ালে আছে
আরেক অন্তর?
মনের ভিতর জাগ্রত যে মানুষ ,
সেও কি স্বপ্নাতুর ?
কোথায় কাব্যের শেষ?
কোথায় বাস্তব?

ঐ যে মানুষের দল চলে সত্য জীবনের খোঁজে,
অদৃশ্য আলোতে ,
বিদ্যুতের আস্ফালনে কেঁপে উঠে ,
আকাশের গর্জনে আত্নসমর্পন করে
খোঁজে পরিষ্কার চলিবার পথ
সবইকি ভ্রান্ত, মনের কল্পনা আর বিশ্বাস?
কোথায় পাবে স্বপ্নাতুর মানুষ এই সব প্রশ্নের উত্তর?

এখনও কি স্বপ্নের ঘোরে
চলিতেছে এই মানুষের দল প্রতি পদক্ষেপ?
স্বপ্ন কি? কোথা তার বাসস্থান?
কেনই বা স্বপ্নের ভিতর
বারবার ভুল হয় জীবনের বাস্তব ?
সবই কি কোষে কোষে ঘর্ষনে জাগ্রত
বিদ্যুতের দোলা
এক অলীক সাজানো আকাশ?
মন -সে কি?

জাগ্রত হতে চায় কেন ?
আর জাগিবেইবা কোথায়?

আছে কি কোন আসল বাস্তব
যা মনের ভ্রান্তি বিনা
"আছে" এই অস্তিত্বের তীরে?
মন কি কম্পন?
যার নাই কোন ভাষা,
সমুদ্র সৈকতে ঢেউয়ের মত
শুধু তোলে আন্দোলন,
যেখানেই আলোর স্পর্শ
সেখাইনেই তার কম্পিত আবেগ ,
মূর্চ্ছা যায় বালুতটে
বালুতে, পাথরে লুটায়ে আবেগ
সমুদ্রেতে ফিরে যায়
দিক চক্র যেথা শেষ
যেথা অনন্ত শূন্যতায় ভাসে মহাদেশ
সেথা নিয়ে যায়
পৃথিবীর জীবনের ক্লান্তি আর ক্লেশ ;

ঐ দ্যাখো!
কত কল্পনার তরী করিছে প্রবেশ ,
কত মাঝি বাড়ায়ে হাত
টানিছে পথিক,
কতজন ভ্রমণের তরে
আগ্রহে অপেক্ষা করিছে
কল্পনার রঙের আঁকা বুকে/মুখে
কাঁপিতেছে কত শত আলোর প্রদীপ;

সব কি ভ্রান্তি?
নিছক আলোর খেলা

তরঙ্গিত যা,
তা'কি শুধু বায়ুর কম্পনে
শূন্যতায় দোদুল্যমান কণিকার ভেলা?
তবু তীব্র হয়ে জাগে কেন মন?
কেন ভেঙে দিতে চায় সব
যেথা আকাশের অবিশ্রান্ত গর্জন
কেন সেথা করেন সে আত্নসমর্পন?
কেন বারবার পড়লেও উঠিতে চায়।
স্বপ্নের ভিতর স্বপ্নে
বিদ্যুতে বিদ্যুতে আলোকিত পথে
কেন সে উড়িতে চায় মহাশূন্য মাঝে?

কবি

স্বপ্ন যারে বলো
তা বহু বর্ষব্যাপী
অভিজ্ঞতার স্তুপ
অভিব্যক্তির আদিম ইঙ্গিত;
দেহ আর মন এই দুই স্রোত
টানিছে সময়ে,
তরঙ্গেতে চলমান ভেলার মত দেহ
আকাশে বাতাসে বয় ,
ব্যবহার করে অভিজ্ঞতার নির্দিষ্ট নির্দেশ,
জীবনের প্রথম রূপ থেকে
তার আজ যা রূপ সবকিছু মিলে
নির্দিষ্ট পথের দিকে চলে তার গতি;

এইভাবে দেহের নির্দেশে

মন তার তরী বয় ,
যেতে চায় অন্ধকার পার হয়ে আলোকিত পথে ;
জন্ম, মৃত্যু , প্রজনন
কত শত ইচ্ছার প্রদীপ
জ্বালায়ে মনের আলো
খোঁজে তার বাসস্থান
অশান্ত সমুদ্র পাশে
খোঁজে কোন আলোকিত দ্বীপ;
যেমন তরঙ্গের স্রোতে
বহুবিধ শক্তি নিমজ্জিত,
হাওয়া থেকে আকাশে আনে
গতিময় ব্রম্মান্ডের সংকেত
তেমনি মনের স্রোতে নিমজ্জিত
বহু অচেনা, অদৃশ্য শক্তি
যা স্বপ্নের রূপ নিয়ে আসে;
কোন দিকে , কোন স্রোতে দেহ যায়
তা নিশ্চিত করে মনের আবেগ;
মন বিবিধ শক্তির প্রকাশ,
দেহ কোষে নিমজ্জিত যে জীবন,
সে যেতে চায় সেই স্থানে
যেথা আছে জীবন যাপনের
সহজতম উপায়,
পথে আসে বাঁধা,
আসে ঢেউ, ঝড়, বিদ্যুৎ গর্জন,
প্রদীপেরা নিভে যায়,
নামে অন্ধকার ;
মনের আরেক শক্তি
নেয় এই ঝড় ঝঞ্কা

পার হবার ভার;
স্বপ্ন জাগায় এই অন্ধকারে চলার শক্তি ,
অশান্ত জীবনের সাথে
কিভাবে বুঝিবে এই দেহ
কিভাবে মন প্রস্তুত করিবে
তার অভিজ্ঞতার ভান্ডার ।
স্বপ্ন তার নিজস্ব ভাষায়
তৈরী করে তার ঘটনা বিন্যাস;
যা সত্য নয় ,
তাইই সত্য বোধ হয়,
যা বাস্তবে ঘটেনি কোনদিন ,
তিনি বাস্তবের রূপ নিয়ে
নাটকের মতো বুনে যায়
হৃদয়ের ইচ্ছা, আন্দোলন।
স্বপ্নের এই শক্তি ,
বাস্তবের ঘটনার সাথে
মোকাবিলা করার অনন্য উপায়;

শুধু তাই নয়,
আরও উচ্চতম স্বপ্ন আছে,
যা মানুষের ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তির
পথ দেখায়;
কল্পনা স্বপ্নের এক জাগ্রত রূপ,
ঘুমন্ত যে মানুষ
তার মস্তিস্ক পারেনা বুঝিতে
কোনটা ইন্দ্রিয়বাহিত সংকেত
আর কোনটা স্বপ্নাতুর মনের ছায়া,

জাগ্রত মস্তিষ্ক জানে ভেদাভেদ,
মনের যে শক্তি স্বপ্নের আকার,
সেই শক্তিই
জাগ্রত মস্তিষ্কে ইন্দ্রিয় বাহিত স্রোতে
কল্পনার রূপ নিয়ে আসে;
স্বপ্ন যেমন ঘুমন্ত মস্তিষ্কে
অন্ধকার পথ চলার শিক্ষা ও প্রচেষ্টা ,
কল্পনা জাগ্রত মনে দিক নির্ণয় করার কম্পাশ;

কল্পনার ও আছে ভেদাভেদ
একদিকে দেহ মনের সংকেত,
অন্যদিকে জ্ঞান, বুদ্ধি, আর বৃত্তির সমাবেশ;
যে মানুষ জ্ঞান ও বুদ্ধিদীপ্ত
সেই ই পারে
যা আজ অবাস্তব তাকে কাল করিতে বাস্তব;
নিয়মকে করিয়া উত্তরণ
সেইই পারে গঠিতে
কল্পনার আশ্চর্য তোরণ ;
মনই আবার জ্ঞানের উৎস,

শক্তির আরেক বিকাশ;
যে মন জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ,
সেই মনে কল্পনার আসেই
আছে ভবিষ্যতের বাস্তব;

আরও উচ্চতর স্বপ্ন ও কল্পনা যাদের
তারা অভিব্যক্তির আরেক নতুন স্তর ;

যা দৃশ্য গ্রাহ্য জগৎ.

তার উপরে আছে আরও ঊর্ধ জগৎ,

উচ্চতর স্বপ্ন সেই জগতের স্বপ্ন

উচ্চতর কল্পনা সেই অদৃশ্য জগতকে

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের দ্বারে করে প্রতিষ্ঠিত ;

মানুষের অভিব্যক্তির স্তর জ্ঞান নির্ভর,

অজ্ঞান মানুষ অভিব্যক্তির বিপরীত স্রোত,

জ্ঞানও দৃশ্যগ্রাহ্য জগতের দ্বারা পরিচালিত।

যা অদৃশ্য , যা অনুভবের গণ্ডীর বাইরে

তার "জ্ঞান " অন্য প্রকার

উচ্চতর মানুষ সেইই যে

অপূর্ব অদৃশ্য জগতের সংবাদ বাহক;

এইও এক ধরনের স্বপ্ন ও কল্পনা ;

যা মনে হয় আছে তার উর্দ্ধে আছে আরো ঊর্ধ জগত,

তার উপর আছ অভূতপূর্ব সৃষ্টির সংকেত ,

যা দেখো তাই-ই স্বপ্ন আবার বাস্তব,

সবই মনের বিভিন্ন স্তর।

মানুষ

ঐ দ্যাখো !

যেখানে ঢেউয়েরা হতেছে স্থীর ,

জমিছে পাথর,

স্বপ্ন ও কল্পনা মুছিয়া চোখে নামিতেছে একদল ,

ওখানে জাগ্রত মানুষের ভীড়;

পাথর সরায়ে হাতে
পরিষ্কার করিছে পথ ,
সমুদ্র সৈকত থেকে দূরে
জ্বলিতেছে আশার মশাল ;
দূরত্ব অনেক,
আবার পথও নয় পরিষ্কার
পাথর সরালে নামে পাহাড়,
পাহাড়ের পাদদেশে এলে
আরও বেড়ে যায় পাহাড়ের ভার,
সংকীর্ণ হয়ে যায়,চলবার স্থান ;
এদের অনেককে দেখেছি বহু বছর আগে
পথে পথে ঘুরেছে এরা আমারই আশে পাশে ,
স্বাধীনতা প্রিয় এই মানুষের দল
বলেছে আমায় :
স্বাধীন জীবন পেতে হলে
একপথ থেকে আরেক পথে নিজেরে
খুঁজতে হবে বারবার;
দাঁড়াবার নাইকো উপায় ,

যে পথেই চলো ,
সেই পথেই রয়েছে মন্ত্রী,
আইন কানুন ছাড়া চলবার নাইকো সুযোগ
সব পথই অবরুদ্ধ করে বসে আছে
কোন সন্ত্রাসীর দল,
কিংবা কোন রাজা, কি মন্ত্রী
তাদের প্রহরীদের নিয়ে;
কোথাও আবার কোন অপদার্থের দল

খেলিছে জুয়া, পাশা আর তাস ,
হয় খেলো, হারো, জেতো
নয় রেখে যাও মূল্যবান যা আছে তোমার ;

স্বাধীনতা প্রিয় মানুষের দল
পারেনা বিকাতে তার মর্যাদা, সম্মান;
রাজা, মন্ত্রী, সান্ত্রী ও সন্ত্রাস
রাখে তারে যাযাবর করে,
তাই যেখানেই আবার সুযোগ দেখে
সেখানেই বসে যায় জুয়ার আসরে

তাসের পিঠেই রাজা মন্ত্রী বসে
ছিনিয়ে নেয় মানুষের সম্মান;

এদেরই মতন আমি খুঁজেছি নিজেরে,
নিজের আশা, বিশ্বাস, সম্মান নিয়ে,
অন্যের নিয়মের সাথে পারিনি মেলাতে
আমার আত্নজ্ঞান ;
এদেরই মধ্যেই দেখেছি দীন দরিদ্র,
আর শ্রমিকের দল,
বাচাঁর প্রয়োজনে
বিকাতে হয়েছে যাদের জীবনের
মূল্যবান সম্পদ;
আশা, ভালোবাসা, স্বপ্ন
সবকিছুই বিসর্জন দিয়ে
কাটতে হয়েছে নিজের কবর;
তাদের চিৎকার ক্রন্দন

আজোও মনে আছে, ,
আমারই হাত ধরে পার্থনা করেছে তারা
 চেয়েছে মুক্তি,
নিজেই স্বাধীন নই;
কেমনে করিবো তাদের স্বাধীন?
আমি নিজেই যাযাবর,
কেমনে দিবো তাদের হৃদয়েতে আশ্রয়?

যাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নাই সংসার পালনের কোন ক্লেশ,
যাদের নাই আর্থিক সংকট,
তবু তারাও কেন স্বাধীনতা খোঁজে?
কি এই স্বাধীনতা?
কেন এরা স্বাধীনতা চায়?
সম্পদ ও কি বন্ধন?
মুক্তি কার থেকে?
কিসের জন্যে মুক্তি?

দেখি কত পুরাতন মুখ,
কেউ একদিন শ্রমিকের নেতা ছিলো,
ঝান্ডা হাতে দিয়েছিলে স্লোগান,
" পৃথিবীর মাটি যা শ্রমিকের রক্তে উর্বর,
হোক স্বাধীনতার জন্ম",
হোক মানুষের জয়!

কেউ ছিলো ভবঘুরে,
কল্পনার দোরে দোরে ঘুরে

নিজেকে করে পরিশ্রান্ত,
ভেবেছে খুঁজে পাবে
অশান্ত জীবনপাড়ে শান্তির জীবন;
যা বাস্তব তাকে ছেড়ে
খুঁজেছে কল্পনায় বাস্তব,
এ কোন স্বাধীনতা?
কি খোঁজে এরা ?
পালাতে চায় কেন
নিজের জীবন থেকে?

দেখি এরই মধ্যে রয়েছে,
আমার প্রিয়তম বন্ধুজন,
মুক্তি চায় অজ্ঞানতা থেকে,
কিন্তু আসল জ্ঞান কি?
কে জ্ঞানী, কে মূর্খ
বুঝিবো কেমনে?
সম্পদ যদি বন্ধন,
সম্পদ ছাড়াও মানুষ অন্যের দাস নয় কি?

জ্ঞান যদি মুক্তি,
সে জ্ঞান কিসের জ্ঞান?
আছে কি সেরকম কোন জ্ঞান
যা মুক্তির পথ বলে দিতে পারে?
যাযাবর জীবন তো মুক্ত নয়,
সে এক পথ থেকে আরেক পথে ঘুরে
নিজেকে হারাবার পথ আর কি!

দেখো, এরই মধ্যে চলেছে
এক অস্তিত্ববাদীর দল ,
এরা এত স্বাধীনতা প্রয়াসী
যে পারেনা বাছতে কোনদিকে যাবে,
প্রতি পদক্ষেপে এদের স্বাধীনতা হারাবার সংশয়;
ভাবে কোনদিকে সরাবে পাথর,
চারদিকেই তো জমে আছে আছে ঘন অন্ধকার!
ইচ্ছা থাক, কি না থাকে,
তবুও সরাতেই হবে অস্তিত্বের ভার,
বাছতেই হবে চলবার দিক ও গতি,
মানতেই হবে ভবিতব্য,
পথের অন্ধকারে ডুবতেই হবে;
এইভাবে আরম্ভ করতে হবে জীবন,
এবং শেষ ও হবে তার;
স্বাধীনতা কি এই ভয়াবহ
অন্ধকারে নিজেকে ধ্বংসের পথ?
বলো: কি তোমার উত্তর?

কবি

স্বাধীনতা বহুবিধ,
বাঁচার তাগিদ তারই একদিক;
যে ক্ষুধায় কাতর,
যার উপর ঝড় ঝঞ্ঝা
সর্বদা করে উপদ্রব,
পশুদের সঙ্গে সংগ্রাম
যার প্রাথমিক জীবিকার উপায়,

তার কাছে স্বাধীনতা
এই সংসার থেকে মুক্তি,
অন্য এক জগতের সন্ধান,
যেখানে জীবনের অর্থ হয়ত
শান্তি ও বিশ্রাম।
সব পশু পাখি প্রাণী
অহরহ এই সংগ্রামে লিপ্ত,
যে হারায় আশ্রয়,
যার নাই কোন দাঁড়াবার ঠাঁই,
তার স্বাধীনতা ঝড়ে ভাসা
গাছের পাতার মত,
ঝড়ের আঘাত এলে তারা
উড়ন্ত তখনি;

কোন জীবনেরই নাই সম্পূর্ণ বিশ্রাম,
জীবন মানেই দ্বন্দ, আঘাত,
একে অন্যকে বাঁধার অভিপ্রায়,
একে অপরকে বেঁধে গড়তে চায়,
তার নিজস্ব আশ্রয়;

শান্তি সেইখানেই যেখানে
দুর্বল করে আত্নসমর্পন,
সমানে সমানে যেখানে যুদ্ধ ,
সেখানে কখনোই গড়েনা
কোন শান্তির দেশ;
শান্তি ছাড়া মানুষের নাই কোন বিশ্রাম,
বিশ্রামহীন জীবন মানে অনুতাপ;

ঐ যারা সরায় পাথরের চাঙ ,
বিশ্রাম ওদের কোথায়?
অহঃরহ সংগ্রাম করছে ওরা নিজেদেরই সাথে,
ভাবছে পথ আছে হয়ত
যেখানে পাবে খুঁজে শান্তিতে আশ্রয়;

স্বাধীনতা মায়া ,
এই মায়া যদি না থাকে ,
কোথায় পাবে মানুষ তার চলবার স্বপ্ন?
কে দেবে তাকে আশ্রয়ে বিশ্বাস ?

যে অন্যকে করেছে আশ্রয়,
দূর্বলের ঘর ভেঙে
যে গড়েছে নিজের প্রাসাদ,
যে ছড়ায়ে সন্ত্রাস,
জানায়েছে একজনের স্বাধীনতা
কিভাবে জাগায়, অন্যদের ত্রাস;
সেও তো স্বাধীন নয়,
তার ভয়, ভীতি, সবই আছে,
নিজের গন্ডীর ভিতর সেও ক্রীতদাস;

কেউ একা নয়,
ক্ষমতা নেয় অন্যের ক্ষমতায় আশ্রয়,
সব ক্ষমতাই দ্বন্দমুখী,
থাকে জিতবার সুযোগের অপেক্ষায়;
আজ যে রাজা

কাল সে হয়ত কারাবন্দী ক্রীতদাস;
জীবনের ইতিহাস,
সবই প্রায় পরাধীনতার ইতিহাস;

যে আজ স্বাধীন,
সে অন্যকে করেছে পরাধীন,
যে আজ পরাধীন কাল
সেও তুলবে হাতিয়ার!

একের স্বাধীনতা অন্যের বন্ধন,
বন্ধনই আবার শক্তির উৎস
এর থেকে জন্ম নেয় নতুন প্রজন্ম,
ইতিহাস সেখানে খোলে এক নতুন অধ্যায়
এইভাবে স্বাধীন ও পরাধীন জীবনের চক্র ঘোরে বারবার;

এই জয় পরাজয়,
এই দ্বন্দ্ব এবং সমাধান,
টানে ইতিহাসের গতি,
এইভাবেই জীবনের অভিব্যক্তি হয়েছে সম্ভব;
কিছু গড়ার আগে
অন্যকিছু ভাঙা দরকার
কিছু ভাঙার আগে
যা দিয়ে ভাঙতে হবে তাও গড়া দরকার;

প্রতি প্রদক্ষেপে আছে নিয়মন বন্ধন,
আবার প্রতি বন্ধনের মাঝে আছে বন্ধনকে উত্তরণের
শক্তি ও ইচ্ছা;

এই হচ্ছে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার
অঙ্গাঙ্গী রূপ ;
সর্বস্থানে, সর্বকালে,
সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে
এ এক ঈশ্বরীক লীলা বিরাজমান।

এই দ্বন্দ্বই কল্পনার উৎস;
স্বাধীনতা মুখী মানুষের কল্পনা
খোঁজে দ্বন্দের সমাধান ;
দ্বন্দ্ব ও কল্পনার বিপরীত স্রোতে
জন্মনেয় বাস্তব ;
বাস্তব আপেক্ষিক
দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন,
কল্পনায় আঁকা,
মায়াময় দর্পনে বিভক্ত শক্তি,
দুই দিক তার আকার;
যা একদিক বাস্তব, তাইই অন্যদিকে তার প্রতিফলন!

জ্ঞানদীপ্ত মন যার
সেই জানে স্বাধীনতা মায়া!

যেই অস্তিত্ববাদী,
যে ভীত, সন্ত্রস্ত্র
নিজেরই ছায়ার ভয়ে
বাছতে পারেনা কোন পথ;

আলোয় দাঁড়িয়ে

নিজের ছায়ায় দেখে ভুত,
কল্পনার বৈকল্বে সর্বস্থানে দেখে
অন্ধকারের নরক।

ঐ যারা জ্ঞানের প্রদীপ নিয়ে চলে
যাও ঐদিকে,
জ্ঞান বাড়ায় না শৃঙ্খল,
দ্বীপ্ত করে এই মায়ামুগদ্ধ জীবন!

মানুষ

ঐ শোন!
দূরে যেথা ঘণ্টা বাজে,
কিংবা আকাশ বিদীর্ন করে
নামে নামাজের স্বর;
কেউ বলে ঈশ্বর,
কেউ বলে God ;
কেউ ডাকে অন্য কোন নামে;
এরা মুক্তি খোঁজে
দৃশ্যগ্রাহ্য জগতের মাঝে,
অন্য কোন স্থানে;
আছে কি কোন জগৎ
যেথা এরা পাবে মুক্তির সন্ধান?

জন্মকাল হতে দেখেছি এদের ,
মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায়,
সাজায়ে ফুলের ডালা,

সাজিয়া নতুন পোশাকে,
মুছিয়া দেহ থেকে জগতের ভার,
মনের ভিতর বিছায়ে চাদর পরিষ্কার
নিজেকে পরিশুদ্ধ করিবার তরে
ধর্মের নিয়মকানুন করে পালন
অদৃশ্য শক্তির সম্মানে
দরজায় দাঁড়ায়ে জানিয়েছে হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস;

কোথাও কি আছে সেই শক্তি
যার কাছে মাথানত করে
এই মানুষের দল পাবে পরিত্রান?
স্বাধীনতা যদি মায়া হয়,
পাবে কি এরা মুক্তি জীবনের এই কাল চক্র থেকে,
পাবে কি কোথাও মানুষ
সেই শক্তির সন্ধান যা দিতে পারে শান্তিতে বিশ্রাম?

ধর্মান্ধ এরা,
জাগাতে চায়না মনে কোন অবিশ্বাস,
ধর্মভ্রষ্ট হলে ভাবে নামিবে ঈশ্বরের রাগ,

শাস্তি হবে পরিণাম;
এই জীবনের পর যদি অন্য কোন জীবন থাকে
সেখানে হয়ত জ্বলতে হবে আরও নিষ্ঠুর আগুনে;

এই ধর্মভীরু মানুষের সাথে চলে
পুরোহিত পাদ্রী আর ইমামের দল;
এরা রক্ষা করে ঈশ্বর, God, কিংবা আল্লাহ প্রেরিত আদেশ;

দেখে কে কোথাও ভেঙ্গেছে কিনা
এদেরই তৈরি করা নিয়ম ও নির্দেশ;

সহস্র বছর ধরে এইভাবে চলেছে
ধর্মের ইতিহাস,
ঈশ্বরের থাকুক, বা না থাকুক,
এদের হাত থেকে
ধর্মভীরু মানুষের নাই পরিত্রাণ;
ঈশ্বর যদি থাকে,
সেকি শুধু লেখে শাস্তির বিধান?
ঈশ্বর কি সত্যি আছে,
না ধর্মের আনুন-কানুন বিধান
ক্ষমতালোভী মানুষের অপপ্রচার
করার মিথ্যা অনুষ্ঠান?

ইতিহাসের পাতায় পাতায়
ধর্মের নামে হয়েছে যুদ্ধ আর মারামারি
ঈশ্বর, God, আল্লাহ পরস্পরকে
হারাতে মানুষের জীবন নিয়ে করেছে কাড়াকাড়ি,
ধর্মভীরু মানুষের জীবন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে,
প্রমাণ করতে চেয়েছে জীবনের উপর
ঈশ্বরীয় শক্তির আছে একচ্ছত্র অধিকার;

ঈশ্বর, God , আল্লাহ যদি একই শক্তি হয়
কেন তার এই ফার্স?
কেন ইতিহাস এত কদর্য বর্বর?
কেন ধর্মের নামে মিথ্যা প্রচার

আজও পৃথিবীর কোনে কোনে
জালায় আগুন?
ঈশ্বর যদি সত্যই থাকে ,
কেন পারেনা সে থামাতে এই অত্যাচার,
কেন করেনা সে ধর্মভীরু মানুষদের
মাঝে নিজের আত্নপ্রকাশ?
কেন ধর্মের নামে মিথ্যা নিয়ে
জারা খেলে জুয়া, পাশা, তাস
তাদের সত্যরুপ করে না ফাঁস?

দ্যাখো ঐদিকে!
পুরোহিত, ইমাম আর পাদ্রিদের
পিছনে পিছনে ঘুরছে আরেক দল,
এরা ছড়ায় অর্থ ও সম্পদ,
লোভাতুর মানুষের দল কুড়ায় এইসব,
ঈশ্বরের নামে বানায় অট্টালিকা, প্রাসাদ ও প্রাচীর,
আর তারই মাঝে তোলে গির্জা মন্দির
ও মসজিদ;
ধর্মের গুরু যারা
তাদের বানায় পুরোহিত;

এইভাবে রাজা মন্ত্রী করে ভিড়;
প্রাসাদে, প্রাচীরে ধর্মের বিশ্বাস,
নিয়ম কানুন করে আরও জটিল ও কঠিন,
যত মানুষকে ধর্মভীরু করে
তত তারা এদের আজ্ঞাবাহি হয়,
ততই বাড়ে এদের ধন ও সম্পদ;

ধর্মকে ভিত্তি করে বাড়ে এদের
মিথ্যার প্রাচীর!

ঈশ্বরের নামে কেন এত মিথ্যাচার?
ঈশ্বর যদি সত্যই থাকে,
কেন পারেনা সে মিথ্যাকে করিতে পরাজয়?

ক্ষমতা চতুর মানুষের কাছে
কেন হেরে যায়
বুদ্ধিমান মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক?
ধর্ম কি?
আছে কি ধর্মের সত্যই কোন প্রয়োজন?

কবি

ধর্ম আদিম কাল থেকে
মানুষের মনে জাগায়েছে শ্রদ্ধা ও ভীতি,
যে অমোঘ শক্তি
বালুকণা হয়ে ওড়ে,
সূর্যের আলোয় বোনে আকাশ গভীর,
জীব, জীবাণু বক্ষে আনে জীবনের স্পন্দন,
অনিবার্য নিয়তির মত
ভাঙে গড়ে,
আবার ভেঙে আবার গড়ে,
বারংবার একই ভাবে
আলোকে সরিয়ে আনে অন্ধকার,
তারই পর আবার অন্ধকার ভেদ করে

জাগায়, আলোকে;
মানুষ জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারেনা,
সে কি শক্তি?
সে কে?
সে কোথায়?
তারই মূর্তি গড়ে
নিজের মনের খড়কুটি দিয়ে,
সামান্য জ্ঞানের পরিধিতে যতটুকু ধরে
সেই দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে,
রূপহীন জগতের সত্য,
রূপকথার কাহিনীর মতো বানায়
স্বপ্নের দেশ,
দৃশ্য গ্রাহ্য জগতের ছবিতে
দেখতে চায় অদৃশ্য জগতকে;

যে শক্তির প্রকাশে আকাশ জ্বলে,
মেঘ, বিদ্যুৎ, ঘর্ষনে নামে জল,
যার আঘাতে ঢেউ ভেঙে উঠে আসে
উন্মুক্ত হওয়ার পাখা;
যার স্পর্শে কেঁপে উঠে মাটি,
যার হৃদয়জুড়ে
ভেসে বেড়ায় স্ফুলিঙ্গের স্রোত,
যার কাছে মাথানত করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়, পর্বত ,
সেই শক্তিই ঈশ্বর।

অস্তিত্ব মানেই এই ঈশ্বরের প্রকাশ,
যা কিছু আছে তার মধ্যে একই শক্তি বিদ্যমান,

জল, বায়ু, মহাকাশ,
চাঁদ, সূর্য
নক্ষত্রখচিত অন্ধকার,
সবেরই মধ্যে সে গতিময়,
জীবকোষে, অংকুরে, ফুলে , ফলে
তারই সংগীতের আসর;

মানুষের জীবন এই সংগীতের
এক অভূতপূর্ব অনুষ্ঠান,
ঘন্টাধ্বনি, সংগীত, গান
মানুষের নিজের ভিতর যে কম্পন
তারই ইন্দ্রিয়গ্রাহয় রূপ ;
প্রতি জীবনই বিভিন্ন স্রোতের টানে নিমজ্জিত,
একদিকে কাদা, মাটি,
ফুল, হাওয়া আর জীবন সংসারের টান,
অন্যদিক অদৃশ্য জগতের
ভয়, ভীতি, ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ;
প্রতি জীবন বহু অন্যজীবনের উপর নির্ভরশীল,
অন্যের গতিতে তাদের নিজের গতি নির্দিষ্ট,
বহু জীবনের গতির সমন্বয়ে তৈরী
এই ইচ্ছার সংসার;
যেদিকেই যায়
দেখে অন্যদিকে আছে
অন্য এক জগতের ভার আর টান,
কি আসলে মুক্তি,
বুঝবার নাইকো উপায়,
তাই অদৃশ্য জগতের হাতে

আত্মসমর্পণ করে খোঁজে,
বিভিন্ন আশ্রয়;
যেখানে নদ নদী, জলাতে
ঝড় ঝঞ্ঝা আর
প্রকৃতির অহরহ উৎপাত,
যেখানে উর্বর মাটিতে
হয় শাক সবজির চাষ ,
সেখানে ঈশ্বরের রূপ
মাটি দিয়ে গড়া
মানুষের স্বপ্নের প্রতীক;
সেখানে মানুষ করে
প্রকৃতির আরাধনা ;
প্রতিষ্ঠা করে দেবতারে
মাঠে ঘাটে অথবা নিজের ঘরের চত্বরে ;

যেখানে মানুষের সাথে নেই
প্রকৃতির সেইরকম ঘনিষ্ঠ সংযোগ;
যেখানে মানুষ অশ্বারোহী হয়ে
অন্যের ভূমি থেকে তুলে আনে সম্পদ
আর বাঁচার জন্য যা প্রয়োজন ,
যেখানে মানুষের পেশির শক্তিতে
লেখা থাকে তার ভবিষ্যত ,
সেখানে মানুষ খোঁজে মহামানব;
নিজের ভিতরই দেখে অন্য এক জগতে রয়েছে মানুষের সাথে ঈশ্বর;
যেখানে আছে শান্তি,
নাই কোন শত্রুর উৎপাত,
প্রকৃতির সঙ্গে মোকাবেলা করার পথও

যেখানে সহজ,
সেখানে ঈশ্বরের রূপ
প্রকৃতি ও মানুষের ঊর্ধ্বে, এক শান্তিময় জগত;

সবই মানুষের মনগড়া সৃষ্টি,
নিজের বাঁচার তাগিদে এই ভাবে
মানুষ তৈরী করে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ;
অন্যের হাত থেকে বাঁচবার অভিপ্রায়ে
তোলে এক শক্তি
অন্য শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ও হাতিয়ার;
তাই ধর্মের ইতিহাস
অজ্ঞান মানুষের প্রকৃতি ও মানুষের
ক্রোধ থেকে বাঁচার ইতিহাস;
যেখানে মানুষ জীবন নির্বাহের
যুদ্ধ থেকে মুক্ত,
যেখানে মানুষ জ্ঞানী ও বুদ্ধিদীপ্ত, বুদ্ধিমান
জানে প্রকৃতি ও মানুষ ও
তাদের উর্ধে যে শূন্যতার জগৎ
সর্বস্থানে রয়েছে ঈশ্বর, God
তার কাছে ঈশ্বরের রূপ এক,
সে দেখেনা ঈশ্বর, God
কিংবা আল্লার মধ্যে কোন প্রভেদ/তফাত;

ঈশ্বর আছে তাই প্রকৃতি আছে,
তাই পৃথিবীর জীবন এত স্রোতময় ও চঞ্চল;
তাই মানুষ অনুভব করে
মানুষের ভিতরে রয়েছে অতিমানব,

তাইই আবার মানুষকে নির্দেশ দেয়
প্রকৃতি জগৎ ও মন জগতের
উর্ধে শূন্যতায় শান্তির আরেক জগৎ;
ঈশ্বর দেহী এবং বিদেহী,
ঈশ্বর আছে আবার নেই,
ঈশ্বর প্রকৃতি, মন আবার
কোন কিছুই নয় ;
যে জগতে সূর্যের আলোয় জাগে প্রভাত,
যে জগতে স্বপ্নের ভিতর জাগে
অতিপ্রাকৃতিক আলো আর অন্ধকার
যে জগতে ব্রম্মান্ড
অনন্ত শূন্যতার বুকে গতিময়
সেখানে ঈশ্বর এক মহাজাগতিক মন
স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন তার ভিতর স্বপ্ন
তার ভিতর স্বপ্ন স্বপ্ন স্বপ্ন যেন !
এক আশ্চর্য আলোতে বস্তুহীন, মনহীন
জগতে ভাসমান চৈতন্যের তরী;
যে যেভাবে ঈশ্বরের খোঁজ করে
তার কাছে ঈশ্বর প্রতিভাত হয় সেইভাবেই ;
ধর্ম ঈশ্বরের খোঁজ;
মানুষের অসম্পূর্ন চৈতন্যের
এক কাল্পনিক সৃষ্টি;
যে মন যে স্তরে বিরাজমান
সেইভাবেই সে দেখে ঈশ্বর ;

ইন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয় সবজুড়ে
যে শক্তি বিরাজমান,
তার সান্নিদ্ধ ও জ্ঞান

যদি দিতে পারে কোন উপায়
তবেই আছে ধর্মের প্রয়োজন।

মানুষ

দেখতে পাও
ওই ধর্মভীরু মানুষের পাশে পাশে
চলেছে অধার্মিকের দল?
ওরা বিশ্বাস করেনা ঈশ্বর,
বলে ঈশ্বর চিন্তা শুধু ভ্রান্ত মনের সংসারে ;
যা আছে সব কিছু বাস্তব
তা সব বস্তু কণিকার আকর্ষণ বিকর্ষণ
আর ব্রম্মান্ডের চালিত নিয়ম;
তাই এরা অনু পরমাণু,
তারও থেকে ক্ষুদ্র মৌলকণা
চর্চা করে, ধরতে চায় বাস্তবের রূপ;
মন যারে বলি ;
এরা   বলে সে মন বস্তুর টানে গড়া
অস্তিত্বের এক ভিন্নতম রূপ
জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা,
সবই বস্তুরই বিভিন্ন বিকল্প আকার
সবকিছু বস্তু দিয়ে গড়া যায় ,
ভাঙা যায়, আবার তৈরী করা যায়;
নতুন জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা ও
তারই উপর ভিত্তি করে গড়া জীবন নাটক;

দেখ !ওরা তাই বানিয়েছে যান্ত্রিক মানুষ,

যাদের নাম দিয়েছে রোবট;
দেখতে পাও ঐ রোবটের দল
যাদের পিছু পিছু চলেছে নাস্তিক মানুষ?

হাতে নিয়ে ছোট একটা স্ক্রিন
দেখো কেমন অসাধারণ কৌশলে
এরা চালাতেছে রোবটের প্রতি পদক্ষেপ ,
অদৃশ্যে দিতেছে দৃষ্টি, জাগাতেছে বিচার বিবেচনা আর
কর্মের আদেশ;
নিজেদেরই মনের ধাঁচে
এরা গড়েছে যান্ত্রিক মানুষের মনের গঠন;
দর্পনে যেমন মানুষে দেখে আলোতে
নিজের প্রতিফলন,
এই অধার্মিকের দল
তেমনি দেখে যন্ত্রমানুষের দেহে
নিজের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ইচ্ছার প্রতিফলন;
যে মানুষ জীব কোষে গড়া,
সে গড়েছে নতুন মানুষ যা শুদু বালুকণা ভরা,
এদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বলে
চৈতন্যের রূপ এই কণারই ভিতর
ঈশ্বর যদি থাকে
তা শুধু মৌল কণা
আকর্ষণ আর বিকর্ষণ;
এ কি সত্য?
সব কণিকাই তো শক্তির ভান্ডার,
সেই শক্তিই কি ঈশ্বর?
না, বস্তুর গঠনের বাইরে
আছে অন্য কোন শক্তি

যা থেকে আসে মনের নির্দেশ?

নাস্তিক মানুষ বলে
নেই অন্য কোন কিছু;
যান্ত্রিক মানুষই একদিন চালাবে সব ,
জীবকোষে তৈরী মানুষ হবে একদিন
এই রোবটের দাস।

কবি

নাস্তিক বলো যারে
সে খুঁজিছে নিজের মনের ভান্ডারে;
জ্ঞান, বুদ্ধি দিয়ে যুজিছে সংস্কার ,
সত্যকে বুঝিবার তরে
করিছে আক্রমণ
যা কিছু তার কাছে মনে হয় অলীক বিশ্বাস ;
নাস্তিক দুই প্রকার:
একদল সত্যান্বেষী,
অন্যদল শুধু করে সত্যের নামে
নিজের সীমিত জ্ঞানের অপপ্রচার ;
যারা স্বল্প জ্ঞানী,
স্বার্থান্বেষী ও ভাবে জীবনের অর্থ
শুধু সম্পদ ও বিলাস
যান্ত্রিক জগতে তারা খোঁজে
কি করে বানানো যায়
কৌশলে অন্য মানুষের কিকরে চালু হয়ে যায় নিজেদের দাস;
যে শক্তির প্রকাশে পৃথিবীর মাটি

হয়েছে উর্বর,
যে শক্তি ক্ষেতে, মাঠে, জলে, জঙ্গলে
জীবকোষে গঠিত প্রাণে করিছে জীবন উৎসব,

সে শুধু মাটি নয়, জল নয়,
নয় শুধু অনু পরমাণুর জটিল বিন্যাস,
সবই ঈশ্বর উদ্ভুত পরম বিস্ময় ;
যে কণিকার শক্তি বাঁধে দেহের বাঁধন,
যে শক্তি কোষে, অণুকোষে
জাগায় স্পৃহা, ইচ্ছা, দ্বন্দ্ব, জয়, পরাজয়
ঘৃণা, আক্রমণ,
যে শক্তি ভাঙে, গড়ে
দৃশ্য গ্রাহ্য জগতের রূপ,
সবই সত্য: ব্রহ্মান্ডের অমোঘ নিয়ম ;
এরই মাঝে রয়েছে ঈশ্বর ,
তবে ঈশ্বর শুধু পদার্থ নয়;
ঈশ্বরের মাঝে আছে আরো অনেক জগৎ;
গাছ-পালা , প্রাণী
পদার্থের উপর আরেক স্তর,
বস্তুর গঠনে নির্মিত জগতে
সে এক আরেক রূপে ঈশ্বরিক প্রকাশ;
দেহে যারে দেখা যায়,
তার বাইরে রয়েছে ঈশ্বরের
অন্য এক অদৃশ্য "আকার "
ঐ নাস্তিকের দল যারে শক্তি বলে
যে শক্তি পদার্থে নিহিত রূপ,
যা তৈরী করে দেহের গঠন,

পরিবর্তিত   হতে থাকে
অন্যসব পদার্থের সাথে;
যা কঠিন তা হয় তরল,
যা তরল তা
বায়ু হয়ে উঠে যায় আকাশের মাঝে;
যা বাস্তবে মনে হয় রঙিন,
তাই হয়ে যায় অদৃশ্য রঙহীন;
যা মাটি তাইই হয় গাছ,
যা গাছ তাইই হয় ফুল ,
যা ফুল   তাই হয়ে যায় ফল,
তারপর আবার গাছ থেকে পাতা হয়ে যায় মাটি;
এইভাবে আবর্তিত হয় শক্তির
বিভিন্ন প্রকাশ;
এরই মাঝে রয়েছে ঈশ্বর;
কেন এই পরিবর্তন?
কেন এই জন্ম-মৃত্যু
তারপর আবার নতুন করে
জন্ম-মৃত্যুর কালচক্র ঘোরে?
যা আছে এখন
তা বাঁধা আছে
প্রতি স্থানে প্রতিকালে
কালচক্রে বিধানের সাথে ,
প্রতি অনু পরমাণুতে রয়েছে
ব্রম্মান্ডের গতি আর নির্দেশ;
প্রতি মুহূর্তে এই ব্রম্মান্ড চঞ্চল অস্থির;
তাই সর্বস্থানে জন্মায় বস্তু আর গতি,
সবাই   চলেছে একসাথে

নিয়মের টানে
পরস্পর পরস্পরকে নিয়ে;
যা একদিকে বয়ে যায় স্রোতে,
তাইই আবার ফিরে আসে অন্যদিক হতে,
এই পরিবর্তিত জীবনের মাঝে
আছে তাই এক অপরিবর্তিত অনাদি ঈশ্বর;

এই পদার্থের রূপ ছাড়া
ঈশ্বর আছে ভিন্ন আরও রূপে,
ব্রহ্মান্ডের যা দৃশ্য গ্রাহ্য ,
আলোয় বাহিত কিংবা অন্ধকারে
নিমজ্জিত শক্তির ভান্ডার ,
তার অদৃশ্যে আছে ঈশ্বরের অন্য প্রকাশ;
সে কি?
কিভাবে তাকে বুঝবে?
যে জ্ঞান আর বুদ্ধি বস্তু সংশ্লিষ্ঠ,
বস্তুর সাথে বস্তুর পরস্পর সম্পর্ক্যে পুস্ট,
তা দিয়ে মানুষ কিভাবে বুঝবে ঈশ্বর ?

যে ভাষা দিয়ে মানুষ ব্যক্ত করে
তার চিন্তা, ভাবনা , উপলব্ধি, অনুভব,
সে ভাষাতেই মানুষ বুঝতে পারে
বাস্তবের বাইরে আছে এক অবাস্তব ;
মনের গভীরে দৃশ্য গ্রাহ্য জগতের বাইরে আছে শক্তি
স্বপ্নে কল্পনায়,
প্রশান্ত নদীর বুকে আলোকিত আকাশের
ছায়ার মতো তাকে দেখা সম্ভব;

জ্ঞান, বুদ্ধি যখন এই শক্তির কাছে আত্নসমর্পণ করে ,
তখন সে দেখা দেয় তার অদৃশ্য রূপে;
শব্দ, চিন্তা, চারদিকে ঘটনার স্রোত
প্লাবনের মতো সর্বদাই মনকে করিছে আঘাত ;
যখন এই মন ডুবদেয় গভীর অতলে,
বস্তুর স্পর্শে আসেনা ইন্দ্রিয়ের আঘাত,
ভাষার বদলে সেথা শোনা যায়
নিস্তব্ধ জগতের কম্পন;
এই গভীরতম মনকে কি করে বোঝা যায়
তা’ বোঝে না
ঐ নাস্তিকের দল যারা করে
সবকিছুর পদার্থিক বিশ্লেষণ ।

যাও ঐ মানুষের দলে
শোনো কি স্বপ্ন দেখে ওরা
কোথায় খোঁজে ওরা স্বাধীনতা?
কি ভাবে জানতে চায় ঈশ্বর কি ও কোথায়?

আলোকিত পথের সন্ধানে মানুষের যাত্রা

সমুদ্রের তট থেকে পাহাড়ের চুড়োর দিকে

প্রথম তোরণ

অভিব্যক্তির প্রথম স্তর

(তোরণের সামনে মানবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ)

মানবী

কে তুমি?
তোমাকে দেখে তো মনে হয়
তুমি নও আমাদের মধ্যে কোন লোক!
দেখিনি কোনদিন এত সভ্য কোন মুখ,
হয়তো পড়েছো মুখোশ!
নয়ত তুমি কোন আলোর স্পর্শে হয়েছ সুন্দর!
বলেতো' কোথায় তুমি শিখেছো এত সভ্য আচরন?
মারলেও লাথি
তুমি বিনীত ভাষায় যেন
জ্বালাও মনের এক অদৃশ্য বাতি!
নিভে যায় ক্রোধ, হিংসা, জ্বালা,
ঘৃনা, লোভ আর খ্যাতি
তুমি কি মানুষ কোন আমাদেরই মত?
হিংসায় দ্বগ্ধ হয়,
জীবনের হাড় কঙ্কালটুকু নিয়েও যারা
কুকুরের মত করে মারামারি,
রক্তপাত না করে এখানে কেউ পায়না শান্তি,
হিসেবের খাতায় শুধু লিখে রাখে
সামান্যতম কিছু যা জাগায় অশান্তি;
দেখছো না!
হেথায় কত ভীড়,
কত মানুষের দল
পরস্পর পরস্পরের দিকে ফেলে বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ

চলেছে কেমন মুখোশ পড়ে!
সুযোগ পেলেই ফাঁসিয়ে দেবে,
ঝুলিয়ে দেবে একে অন্যকে ফাঁসির দড়িতে;
এদের মধ্যে যারা সবচেয়ে অপগন্ড
মাতালের মত টলমল করে ঘুরছে দিকবিদিক,
তারাই প্রভুত্ব করে এই মানব সংসারে!

দেখো! কেনা বেচার জন্যে
সবাই জমায়িত হয়ে কেমন তৈরী করেছ এক বিশাল বাজার,
যার হাতে ধন, সেই চালায় এই সমাজ,
ধনপতি, শিল্পপতি সেজে তারা বাজায় ঘন্টা,
তারপর বাজার আরম্ভ হলে লুটপাট করে তুলে নিয়ে যায়
যা' কিছু কর্মঠ মানুষেরা আনে
বাঁচার তাগিদায়;
চৌর্যবৃত্তি আর সন্ত্রাস এখানে প্রকট,
যে যত পারো লুটে নাও
এটাই এখানের ধর্ম ও স্বাভাবিক আচরন;
কোথা থেকে এসেছ তুমি?
কেন প্রবেশ করতে চাও এই সমাজে?

মানুষ

জন্ম মোর সমুদ্র সৈকতে
দূরে ঐ পাহাড় যেথা
নেমেছে বালুচরে
আকাশের মেঘের পুঞ্জ যেথা
ডুবে গেছে সমুদ্রের জলে,
হাওয়ার কম্পন যেথা ধুলাবালু ছেড়ে

আলোর বিন্দুর মত ঝাঁপিয়েছে
তরঙ্গেঁর সাথে,
আমার জন্ম সেই
তরঙ্গঁ দোলায় আর মেঘের আশ্রয়ে ;
জন্ম থেকে দেখেছি মানুষের দল
আসে যায়, নামে ওঠে আর
ভেসে যায় দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে
আশ্রয়ের খোঁজে ;
কেন? কোথা যায়?
নক্ষত্র খচিত আকাশের তলে
আছে কি কোন আবাস যেথা মানুষেরা
পাবে তাদের মনের আশ্রয়?
অসীম অনাদি বুকে যে তারাদের দল
কম্পিত আলোয় আঁকে সমুদ্রের রূপ
ব্রম্মান্ডব্যাপী আঁধারের ভিতর
ঢেউয়ের উপর আলো নিয়ে ভেসে থাকে
এক আশ্চর্য্য বিস্ময়,
জন্ম মোর সেই বিস্তৃত অনন্তের তীরে,
স্ফুলিঙ্গের মত মোহবত
জাগিয়া নিভিয়া যায়
ভেসে যায় সবকিছু,
কোথা যায়? কেন যায়?
কেন ফিরে আবার আবার?

শিশুকাল হতে এই সব প্রশ্নের
খুঁজেছি উত্তর;
এরই মাঝে কে? কোথা হতে?
বুঝিনাই কোনদিন,

আসিয়াছে বার বার;
অদৃশ্য হাওয়া যেমন নড়ে,
আবার চলে যায় ফেলিয়া কম্পন,
কিছু যেন বলিবার তরে
আসিয়া হৃদয়ে
ফিরে গেছে বার বার
পারেনি খুলিতে মোর মনের বন্ধন;
যতবার ডাকিয়াছি আসিয়াছে
তুলেছে কম্পন
এইভাবে বহুকাল ধরে
জানায়েছে মোরে; মুক্ত করো প্রান
ধুলা, বালু আর তরঙ্গের আশ্রয়ে
খোল নিজের বন্ধন;
ঝড়, ঝঞ্ঝা,বিদ্যুত
কিছুই পারেনি ছিঁড়িতে তারে,
পৃথিবীর টানে আবদ্ধ যে প্রান
যেথা জেগেছে অনেক আন্দোলন,
তবু ছিঁড়ে নাই আকর্ষন;
শুধু স্বপ্নটুকু মুক্তির প্রদীপ,
স্বপ্নের ভিতর স্বপ্নে
দেখেছি অনেক আলোকিত তীর,
অনেক মুক্তির পাখা উড়েছে
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে,
এনেছে বহু আশ্চর্য সন্দেশ;
যে অলৌকিক হাওয়া কাঁপায়েছে প্রান,
যে মুক্তির সন্ধানে ঘুরেছি স্থান হতে স্থানান্তরে,
যে আলোকিত পথের খোঁজে বার বার ডাকিয়াছি যারে,

স্বপ্নেতে দেখিলাম তারে একদিন;
অঙ্গীকার দিলো; সে দেখা দেবে মোরে
সমুদ্র সৈকতে;
কোন স্ফুলিঙ্গ নয়, নয় কোন ইন্দ্রিয়ের পরিচিত সংকেত,
যে এক অদ্ভুত বিদেহী,
দেহ যেথা প্রতি পদক্ষেপে টানে
ধুলো, বালি, জল, হাওয়া
আর আকাশের বন্ধন;
সেথা সে বন্ধনহীন,
দেহের উপর এক ভাসমান তরী যেন!
ভারহীন, শব্দহীন, গন্ধহীন,
ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত এক অপূর্ব
অস্তিত্বের প্রকাশ!
আলো?
সে ঠিক আলো নয়
যা দৃষ্টিবত;
আলোর ভিতর আলো,
কল্পনাও যারে পারেনা বুঝিতে,
কোন শব্দ, ভাষা, চিন্তা কিংবা আবেগ
যারে পারেনা রূপ দিতে
সেই বিদেহীর সাথে দেখা হলো সমুদ্র সৈকতে।

খুলে গেল জগতের ভিতর জগত;
দেখিলাম প্রাচীন জীবনের দৃশ্য,
ফেলে আসা ইতিহাস;
দেখিলাম ভবিষ্যত;
আগামী দিনের মানুষের

আলোকিত পথ।
এই পৃথিবীর জীবনে
কেমনে গড়িবে মানুষ
এই আলোকিত পথ?
উত্তর দিলোনা আমায়;
বলিলো; যাও মানুষের মাঝে
করো জিজ্ঞাসা তাদেরঃ
কি তারা চায়?
কোথা যেতে চায়?
তারা কোথায় খোঁজে আলোকিত পথ?
তারই নির্দেশে আসিয়াছি হেথা
তোমাদের মাঝে।

মানব

আলোকিত পথ?
হাস্যকর,
এখানে সবাই খোঁজে অন্ধকার;
যেখানেই পতন, নরকের গন্ধ
আর মেদ মাংস, লোভ
সেখানেই জড়ো হয় মৌমাছির মত
ঝাঁকে ঝাঁকে দল;
এদের নাভীর নীচে আলো
আর সব অন্ধকার;
এখানে জন্ম মানে জীবজন্তুর মত প্রজনন,
আনন্দ আর হুল্লোড়;
জন্মালে মরতে হবে জানে,
তাই যত পারে খেয়ে নেয়,

নেচে নেয়,
চিৎকার, ঝংকারে
নিজেকে বাজিয়ে নেয়।
মেটায় যতদূর সম্ভব দেহের জৈবীক প্রয়োজন,
পারতো যদি তাহলে হয়ত
মিটিয়ে নিতো পরজন্মেও, যা কিছু দরকার;

এরা খুঁজবে আলোকিত পথ?
হ্যাঁ! যদি মশাল জালিয়ে
জ্বালাতে পারে অন্যের
বাড়ী, ঘর, সম্পদ,
পোড়াতে পারে অন্যের লাশ,
আর নেভাতে পারে নিজের চিতার মত
জ্বলছে যেথা লোভ, জিঘাংসা, আক্রোশ,
তারই মাঝে বন্ধ এদের দৃষ্টির পরিধি ,
খুনোখুনী, অত্যাচার,
যোনীর আগুন
আর অন্যকে আক্রমন করার জন্যে
পথ খোঁজার মশাল,
এই হচ্ছে এখানে জীবনের বিস্তৃত পথ,
আনন্দের মৌমাছির পশ্চাতে
যন্ত্রনার বিষ;

যদি ধন বিতরন করতে পারো,
দিতে পারো যন্ত্র আর আধুনিক
বিজ্ঞানের সরঞ্জাম
যা পারবে কায়দা করতে

শত্রুর অস্ত্র এবং টেকনিক,
তাহলে এসো, প্রবেশ করো,
এরা তোমায় মাথায় তুলে রাখবে,
তারপর যদি, হেরে যায় কোন কারনে,
তাহলে পুঁতবে তোমায় কবরে;

যদি বোঝাতে চাও,
জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার;
সংক্ষিপ্ত করে বোঝাতে হবে এদের,
যাতে করে সহজেই বুঝতে পারে
কি করে জ্ঞানকে অজ্ঞান করা সম্ভব,
বুদ্ধি দুর্বুদ্ধি জাগাতে পারে,
আর বিচার করতে পারে শ্রেষ্ঠ অবিচার;
এখানে বাজারই সবচেয়ে
বড় বিচার কেন্দ্র;
টাকা ফেলো,
কেনো গাঁজা, মদ, ছুঁড়ি, বেশ্যা
অথবা অন্য কিছু যা
আলোকিত করতে পারে নাভীর তলদেশ;
তারপর খাতার হিসেবে ঢ্যাঁড়া কেটে
বোঝাও সমাজকে
ঠকানোই সংসারের সাফল্যের উপহার;
পারোতো ঠকাও
নাহলে ঠকে যাও, হও দেউলিয়া!
জুয়ো খেলায় যদি
জিততে না শিখে থাকো,
তাহলে বিচার কেন্দ্রে শুধুই

ঘন্টা বাজবে, এখানে হয়না বিচার।

কোথায় যেতে চায় এরা?
বুঝতেই পারছো নিশ্চয়ই
নিজের নাভীস্তল ছেড়ে,
আর চিতার আগুনে ভস্মীভূত
হয়ে ছাই না হওয়া পর্যন্ত
এদের গন্তব্যস্থল এইখানেই
প্রবৃত্তির জঞ্জালে।

আলোকিত করবে এদের?
ও মহামানব!
মনের চরমতম ভ্রান্তি ছাড়া
কেউ বলতে আসেনা এদের
আলোকিত পথের কথা।
জড়পদার্থের মধ্যে কি কোন আলো ঢোকে?
এরা জীবিত কি মৃত বলাই মুশকিল;
জীবন যেখানে কীটপতঙ্গের অনাধিক,
আক্রমন, প্রতি আক্রমন,
জয়, পরাজয়,
ফুলকি দিয়ে রক্তপাত করে
জয়ের পতাকা যেথা আকাশে উড্ডী্ন
সেখানে আলোকিত পথ কি?
আছে কি
অন্য কোন পথের প্রয়োজন?

ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম কি নয়

দূর্বলের সর্বনাশ করা?
যে কঠিন তাকে আরো কঠিন করে
 বৃহত্তর হতে দেওয়ার অধিকার?
যে নিষ্ঠুর তাকে নিষ্ঠুরতর করে
তার হাতে তুলে দেওয়া ধন, সম্পদ, বিজয়ের ভান্ডার?
এই করেই তো চলেছে
জন্ম-জন্মান্তর ধরে
জীব-জীবানু থেকে আরম্ভ করে
উচ্চতর জীবনের ধর্ম ও বিচার!
যেখানে অস্তিত্বের অর্থই
অন্যের পরাজয়ে
নিজের অস্তিত্বের উপভোগ;
নিজের ভোগ আর বিলাসের প্রয়োজনে
অন্যদের আত্নসমর্পন,
যে জাগাতে পারে ভয়
তার হাতে তুলে দেওয়া
জয়ের পতাকা।
সেখানে তো আলোকিত পথ একটাই,
জয়, জয়, জয়!

এখানে মানুষ চলেছে সেই পথে
অন্ধকার বলো, আলোকিত বলো,
সবই একপথ;
পশুপাখী, কীটপতঙ্গ
যেই পথে সেই পথে আমরাও।

যদি ভয় পাও,

করোনা প্রবেশ;
যাও ঐ পাহাড়ের দিকে,
আমাদের মধ্যে যারা পলাতক,
তারা গিয়েছে ঐদিকে।
জিজ্ঞেস করো ওদের
পেয়েছে কি কোন আলোর সন্দেশ?

দ্বিতীয় তোরণ

স্বপ্নের পাদদেশে গড়া মানুষের সমাজ

মানবী ও অন্ধ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ

মানবী

তোমাকে দেখো তো মনে হয়
চিন্তায় কাতর;
কোথায় বাসস্থান?
কতদূর যাবে?

মানুষ

সমুদ্র সৈকতে থেকে
দূর হতে স্বপ্নের মতন
দেখেছি তোমাদের স্বপ্নের ভুবন,
এখানে কি আছে কোন জন
যে দেখাতে পারে আলোকিত পথ,
সেই আলোকিত ঘর
যেখানে সুন্দরের পাবো দেখা,
যে অতৃপ্ত ভালোবাসা টেনেছে হৃদয়
দেখা দেবে আলোর ভিতর?

মানবী

জানিনা কি খোঁজ তুমি;
এখানে পাশবিক মানুষের নাইকো প্রবেশ,
যদি ভালবাসা দেহের আশ্রয়ে
প্রজনন পথ হয়
যদি সুন্দর জাগে বিষাক্ত
কীটদের প্রলোভন জাগাবার তরে,
এখানে নেই কোন ভালবাসা

কিংবা সুন্দর;
এইযে তোরন
তা স্বপ্নের পাদদেশে গড়া,
হয়ত সত্য,
হয়ত মিথ্যা,
হয়ত বাস্তব কিংবা অবাস্তব,
সব আছে মনের ভিতর;
এখানে প্রবেশ পথে
আছে পক্ষীরাজ ঘোড়া,
এ স্বপ্নের যাদুর দেশ,
ঢুকলেই ভুলে যাবে
কোনটা আসল বাস্তব,
আর কোনটা স্বপ্ন কি
অলীক এক জগতের
দেহহীন নরনারী,
দেখে কি বুঝবে তুমি
আমি এক মায়াবী রূপসী,
দেহের জগত হতে দূরে
কল্পনায় গড়া?
স্বপ্নের বেশে যখন নরনারী
ঘুরবে হেথায়,
উড়বে ঘোড়া আকাশের উর্দ্ধ হতে
নীম্নে পৃথিবীর নাভীর তলদেশে,
বুঝতে পারবেনা উপলব্ধ জগতের সঙ্গে
এর কোন বিশেষ তফাৎ;
ঢুকলেই ঘুমিয়ে পড়বে হেথা,
দেখবে চেনা পরিচিত অনেক মানুষ
ভুলে গিয়ে পৃথিবীর দৃশ্যগ্রাহ্য টান

সেজেগুজে চলেছে স্বপ্নের বেশে,
কি করবে বুঝবে স্বপ্ন?
সবারই আছে নাম, পেশা, বৃত্তি
কেউবা গায়ক,
কারু মাথা ভরা শুধুই সংগীত,
কেউ কবি কিংবা নাট্যকার
ভাষার বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে
খুঁজছে শব্দ যা ভাষার অতীত,
কেউবা শিল্পী কিংবা ভাস্কর
রঙ নিয়ে খুঁজছে আগুন,
নয়তবা পাথরের চাঙে
ছেনি মেরে দেখছে
যন্ত্রনা আর বেদনার মাঝে
আছে   কি কোন সুন্দর?

যাই করো হেথা
এদের আসলে নেই কোন
বিশেষ গন্তব্যস্থল;
স্বপ্নের ভিতরই এরা কাটছে জাবর;
তুমি যদি খোঁজ গন্তব্যস্থল
যেখানে পৌছালে খুঁজে পাবে
হৃদয়ের সব সত্য উত্তর,
এ সেই দেশ নয়,
এখানে প্রায় সবকিছুই একপ্রকারের
বিকার ও ভৌতিক;
পরিষ্কার করে বলো;
কি চাও?

কিসের খোঁজে তুমি এসেছ হেথায়?

মানুষ

যে সৈকত থেকে আমি আসছি
যেখান থেকে বেড়োবার পর
শুনেছি অনেক আর্তনাদ আর চিৎকার,
অন্ধকারের প্রেতেদের শুনেছি
অনেক গালাগালি
এই অন্ধকার পাড় হয়ে
দেখলাম একদল ছায়া চলেছে কোথায়;
ভাবলাম রাত্রি হয়েছে শেষ
আকাশের রঙ্গিন আভাস
জানালো কোনদিকে সূর্য্য উঠবে এবার;
দেখলাম সমুদ্রের জল
আলোর আবছায়,
একদল মানুষরা প্রবেশ করছে
এক তোরণের দ্বারে,
গেলাম সেইদিকে
ভাবলাম ঐখান হয়ত পাবো
আলোকিত পথের নির্দেশ;
প্রবেশের পথে মানব-মানবী
সতর্কিত করলে মোরে
বললেঃ ঐটা শয়তানের দেশ,
আলো দেখতে হলে
যেতে হবে পাহাড়ের দিকে
তারপর ধরলাম পাহাড়ের পথ
সূর্য্যোদয়ে উঠলো পাহাড়ের উপর
একদল মেঘ।

রঙ্গিন আঘাতে জ্বলে উঠলো মন,
ভাবলাম স্বপ্নের দ্বোর যেন খুললো এবার!
অন্ধকারের ভূতপ্রেত দল
যারা এতক্ষন নিয়েছিলো পশ্চাত
আলো দেখে যেন মিশে গেল কোথায়!
সুন্দর মনে হলো এই পৃথিবীর হাওয়া আর জল,
ঢেউ দেখে মনে পড়লো আবার
সেই সুন্দরীর রূপ
যার খোঁজে আলোর পথ খুঁজেছি বারবার;
মনে পড়লো ভালবাসা,
আলোর ঘোমটার নীচে সুদীর্ঘ নয়ন;
উদীত মেঘের ভাঁজে ভাঁজে
যেন এক আশ্চর্য্য প্রদীপ!
সারা মুখে কি অদ্ভুত এক ভাব!
প্রদীপের শিখা তো নয়,
এক সোনালী আভায় জড়ালো আমার চোখ,
মনে হলো এ এক স্বপ্নের দেশে
করেছি প্রবেশ;
আরো দূরে গেলে ভাবলাম
এই রূপ তার হবে হয়ত আরও
অনেক সুন্দর,
জানিনা ঘুমন্ত না জাগ্রত চোখে
দেখলাম নিজেরই ভিতর
সুন্দর পৃথিবী উঠছে এবার!
সবই তো মন, তাইনা?
ছায়া , ভুত, প্রেত তারাও
সুন্দর হয়ে গেল যেন,
এরপর দেখবো সুন্দর জীবন

এইভেবে আসিলাম এই তোরনের দ্বারে,
যে চিত্ত আলোর ভিতর দেখেছে
এক অলীক আলোর বিচ্ছুরন;
যে পথের ধুলোয় ছুয়েছে আকাশের রঙ
নতজানু হয়ে নিজেরই ভিতর
খুঁজেছে অমর সুন্দর
তারই খোঁজে এসেছি হেথায়;
মেঘের আড়ালে ঢাকা আলোর বিন্দুতে
দেখা হয়নাই সেই আলোর প্রতীমারে,
শুধু দেখেছি তার নয়নের নীচে
প্রদীপের শিখার মত ফুল, পাতা, পাখীর কম্পন;
পাবো কি দেখা তার
তোমাদের ঘরে?
সুন্দর...
আম খুঁজিছি সুন্দর...

অন্ধমানুষ

তোমারই মত সুন্দরের খোঁজে
এসেছিনু যেথা
আলোর কম্পনে শুনেছিনু
পাখীদের ডাক,
পাতায়, পল্লবে খুঁজেছিনু
সমুদ্রের গভীর ভাষা
জীবনের আশ্চর্য্য কল্লোল
হেথা প্রবেশের পর
এক বিদেহী আলোর শরীর
ডাকিলো আমায়,
পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিলাম তার,

ভাবিলাম ঐ পথে গেলে
দেখা পাবো সুন্দরীর সাথে;
ডাকিল বাতাস,
শব্দের ভিতর যে কত গভীর শব্দ আছে,
বুঝিবার আগে এক কবি
দিলো মোরে দর্শন;
পৃথিবীর যা কিছু বাঁধা দেহের জড়তায়,
ইন্দ্রিয়ের স্পর্শে যা কিছু ছিল ঘটনা আপ্লুত,
কথার যাদুতে সে বোঝালো মোরে
সবই মিথ্যা , সবই ভ্রান্তি,
সবই কল্পনার কেরামতি
যা আছে, সবই
মনের বিভিন্ন দিকের প্রকাশ,
জিজ্ঞাসিলাম তারেঃ
কোথা যাবো সুন্দরের খোঁজে?
কাব্যের ভাষায়
যা স্বপ্ন, তাই-ই সত্য,
যা অলীক, তাই বাস্তব;
দূর্বোধ্য মনে হল সব;
বলিলো যাও ঐদিকে
যেথা বাজিছে নুপুর,
নর্তকীর দল নাচিছে এক দেবতার সাথে;
শিল্পের দেবতা সে,
সুন্দরের আরাধনা রত।
মানুষের দল জমা হয় ঐ দেবের মন্দিরে,
ঐ এক আশ্চর্য্য জগত!
যা কিছু বাস্তব তাই-ই স্বপ্ন

যা কিছু মনে হয় দেহ মন গড়া
মানুষের ভিড়
সেখানেই দেখা দেয় দেব দেবী
আর কল্পনার বিচিত্র রূপ;
গেলাম সেই মন্দিরের দিকে
পথে এক দেবী তার সঙ্গিনীদের সাথে
এক হ্রদের কিনারায়
উলঙ্গঁ করছিলো দেহ;
বাসনা আপ্লুত হল মন,
যে অন্ধকার থেকে প্রবেশ
করেছি হেথায়,
সেই অন্ধকারের জীব যেন আবার
ফিরিলো হেথায়;
যে অন্ধকার থেকে পালাতে চেয়েছে মন
যে ইন্দ্রিয়ের আক্রমন থেকে শান্তি
চেয়েছে হৃদয়,
তা দেখা দিলো আবার;
বুঝলাম এ এক মায়াবী জগত
এখানে দৃশ্য ও অদৃশ্যের মধ্যে
নেইকো তফাৎ;
এখানে যা আলোয় ভাসমান,
তারই অন্যদিকে রয়েছে ছায়া,
ভূত আর প্রেতেদের মত
একদল অলৌকিক শক্তি;
যা মনে হয় নিয়মহীন ও বিশৃংখল
তারই ভিতর রয়েছে উত্তপ্ত জগতের আসর;
যা কিছু ঘটে তা'যেন সব নিয়তির বন্ধনে বাঁধা;
কিছু পদক্ষেপ পরই

বাসনার পাত্রের মত
দেবীরে দেখিবার তরে
হ্রদের তীরে বসিলাম চুপচাপ;
আলোকিত দেহে কে যেন আরও কাছে টানিলো আমায়
তারপর হলো সর্বনাশ!
মায়াবী দেবীর চোখে জ্বলিল আগুন;
ভস্ম নয়,
দিল মোরে অভিশাপ;
যে সুন্দরীর খোঁজে এই জগতে প্রবেশ
যে সুন্দরীই হবে আমার নিয়তি
সে কেড়ে নেবে দৃষ্টি, হবো অন্ধ চিরকাল!
সেই দেবীরই অভিশাপে হয়েছি অন্ধ;
যখন খুঁজলাম পালাবার পথ,
এক অশ্বারোহী অন্ধকারে পশ্চাৎ নিলো
যে দেহের আগুনে খুঁজেছি সুন্দর
তাই রূপ নিলো সুন্দরীর বেশে
আলোর খোঁজে চলিলো অন্ধকার;
তারপর মন্দিরে প্রবেশের আগে
হারায়ে গেলো সব পথ,
যে পথে প্রবেশ সেথাই নিষ্ক্রমন,
জটিল গোলক ধাঁধার মত
ঘুরিলাম মন্দিরের চারধার
এলো সুন্দরী
তারই পশ্চাতে পশ্চাতে এলো অশ্বারোহী,
আলো আর অন্ধকারে,
অন্ধের ধরা ছোঁয়া খেলার মত
ঘোরালে এদিকে ওদিকে বারবার;
তারপর চিৎকার;

অন্ধ করিলো দেবী
সুন্দরীর ধারালো অস্ত্রের আঘাত।

প্রবেশ করোনা এখানে
ইন্দ্রিয়ের ধর্ম কাজ করে নাকো হেথা,
যা মনে হবে সত্য
তা মিথ্যা পরিনত হবে
যা ভাববে মিথ্যা
তাই আসল সত্য হতে পারে;
কি সত্য, কি মিথ্যা,
কি আলো, কি অন্ধকার
বোঝার নাইকো উপায়;
দেবতা মানুষ,
পাখী, পরী,
পৌরানিক গল্প কি আজকের মানুষের জীবন
কোন কিছুর পাবেনা হদিশ;
স্তরে স্তরে সাজানো হেথা
বহু বিচিত্র অস্তিত্বের ঘটনা;
এখানে পাখা নিয়ে যদি উড়তে চাও
পারবে উড়তে;
তবে শেষকালে কি পরিনতি হবে
তা কেউ পারবেনা বলতে তোমায়;
সব অনিশ্চিত;
ভাগ্যের ছক্কায়
কি হবে যদি না জানতে চাও,
কোন দিক শেষকালে পৌঁছাবে
তাতে যদি নিস্পৃহ হও
তাহলে করো প্রবেশ;

না হলে, খোঁজ অন্যকোন পথ।

তৃতীয় তোরণ

জ্ঞানীদের সমাজে জাগ্রত মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ

মানবী

প্রকৃতি এখানে সত্য ,
চলাফেরা , ঘাস, গন্ধ,
মাটির স্পর্শ থেকে যা কিছু দৃষ্টির গোচর
কোনকিছু এখানে অপ্রকাশিত নয়;
যেখানে দেহ আর ইন্দ্রিয়ের দ্বার
সেখানে মন করে আনাগোনা ,
সবকিছু বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত
যা পৃথিবী, মাটি আর বায়ু আমাদের জোগায় প্রাণ আর নিঃস্বাশ
তা তারাদের সাথে যুক্ত,
প্রকৃতির নিয়মের দাস;
মাথার মধ্যে আছে অসংখ্য Circuit
কোষগত বিদ্যুৎ চালায় তাদের,
তারই পরিনাম আমাদের বুদ্ধি,
ভূত, প্রেত, দৈবিক কিংবা অলৌকিক যা কিছু
মনে হয় অন্ধকারে খোঁজে
মানুষের হৃদয়েতে পথ,
ওসব মস্তিষ্কের বৈক্লব্য
যখন মন পারেনা যুক্তি, বুদ্ধি
আর বৃহত্তর বিশ্বের জ্ঞানের
সঙ্গে করতে যোগাযোগ
তখন মাথার মধ্যে জমে
ভ্রান্তি আর বিস্ময়;
তোমায় দেখে মনে হয়,

ঘুম থেকে উঠেছে সবে,
এখনও কাটেনি চোখে স্বপ্নের ঘোর
স্বপ্নের দেশে এক বিভ্রান্ত পথিকের মত
মনে হয় তোমার বেশ;
কোথা যেতে চাও ?
কেন এসেছো হেথায়?

মানুষ

ঠিকই বুঝেছো তুমি ,
কিছুদিন আগে
যখন পাহাড়, পর্বত, সমুদ্রের ঢেউ
জাগালো মনে সুন্দরের তট,
জ্বললো আলো,
সেই আলোকিত পথ ধরে
পৌছালাম এক অদ্ভুত তোরণের দ্বারে,
ভাবলাম ওখানে পাব খুঁজে
সেই সুন্দরের দেশ
সেখানে দেখা হলো এক অন্ধের সাথে,
সেও গিয়েছিল সেথা
একই বিশ্বাসে ;
ওযে বিবরণ দিলো
তাতে মনে হলো
ঐ সুন্দরের দেখা
আর কিছু নয়- শুধুই ভৌতিক।
ওখানে পারেনা মানুষ বুঝতে
স্বপ্ন কি ?

কোথায় বাস্তব?
দেবদেবী , ভূত, প্রেত
মানুষ, জন্তু, জানোয়ার
সব মিশে একাকার,
ডানাওলা ঘোড়া দিচ্ছে পাহারা,
যাকে লোকে " মিথ " বলে
সেরকম এক অদ্ভুত দেশ সেটা,
কল্পনাও করাও অনেক মুশকিল;

যা বুঝলাম তাতে মনে হলো,
মানুষের মধ্যে যে সব স্বপ্নারোহী
পলাতক পালিয়েছে শয়তানের হাত,
তাদের গন্তব্যস্থল ঐখানে;
সুন্দরের পূজারীর দল
তারপর হারায়েছে পথ ;
কেউ কবি, কেউ নাট্যকার,
কেউ লেখে গান কি সংগীত
কেউ ঝাঁপায়ে আলোয় খোঁজে
অদৃশ্য জগতের রূপ রং আর সাজ
বুঝলাম, ওখানে কোথাও যাবার নেই ,
নিজেরই স্বপ্নের খপ্পরে সব
এর থেকে বেড়োবার নাই কোন পথ;
এরই মধ্যে আছে পরী, অপ্সরী, নারী,
দেব-দেবী এবং তাদের অপ্রাকৃতিক
শক্তির প্রকাশ;
এরই মাঝে হয় দৈববাণী,
স্বপ্নালু মানুষ যদি খোঁজে সেথা

কোন দেবীর দৈহিক প্রেম, ভালোবাসা,
নেমে আসে অভিশাপ;
মনে হলো যেন এক অভিশপ্ত জগত,
যেখানে দেহ নিয়ে করলে প্রবেশ
দিতে হবে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎকে বিসর্জন;
পালানোর পথ নেই,
যে পথে কেউ পালাতে যায়,
সেই পথেই সে ফিরে আসে আবার;
অন্ধ, মনে হয় কোন কবি হবে,
খুঁজেছিলো ভালোবাসা, প্রেম আর সুন্দর,
তারই ফল পেলো নিয়তির হাতে,
ঐ দেখে পরিত্যাগ করিলাম ওই পথ ,
কোথা যাবে এরপর?
মনে পড়লো সেই মানুষের দল
যাদের খুঁজতে দেখেছি
জ্ঞান, বুদ্ধি আর বৃহত্তর জগত,
যাদের আমি দূরবীক্ষণ নিয়ে
বসে থাকতে দেখেছি,
খুঁজতে দেখেছি অদৃশ্য পথ
আকাশের আলোয়;

মানবী

হ্যাঁ, এখানে সবাই বসে আছে
নিজনিজ জ্ঞানের খপ্পরে;
দূরবীক্ষণ নিয়ে দেখছে যা
তার প্রায় সবকিছুই নিজের সীমানা;

জ্ঞান এদের সীমিত,
বাঁধা আছে দেহের বন্ধনে;
মস্তিষ্কের স্নায়ুতে যেটুকু আলো পড়ে
সেই আলোটুকুই এদের দৃষ্টির পথ,
যা আছে, সবকিছুই দেহ নিমজ্জিত
বুদ্ধির প্রকৌশল;
দেহ ব্যতিরেকে বস্তুহীন অস্তিত্বের কথা
মানেনা লোকেরা হেথায়;
যা নেই, তাও নিজের মাথা খুঁড়ে
বুঝতে চায় , কি নেই? কেন নেই?
যা আছে তাও কেন নেই?
এইভাবেই মাথার ভিতর ডুবে আছে এরা;
কংকাল সার মাথায়
খুঁজছে এরা নিজের চিন্তার পুষ্টি
আর পৃথিবী আর প্রকৃতি
থেকে আরম্ভ করে মহাজগত ;
তুমি কি যেতে চাও এই
মস্তিষ্কের স্নায়ুজাত জ্ঞান, বুদ্ধির দেশে?

মানুষ

প্রবৃত্তির পথ যেথা করে মানুষের শয়তান,
হিংসা, লোভ, ক্ষোভ
নাভির নীচে যৌনতার আগুন
যেখানে রেখেছে বেঁধে হৃদয়ের অন্যসব দ্বার,
যেখানে হিংস্র পশু আর মানুষের মাঝে

নেই কোন ব্যবধান,
তা করেছি পরিত্যাগ;
তারপর এলাম সেই অদ্ভুত স্বপ্নের দেশে,
পশুরা অদৃশ্য ছায়ার মত পথ নিলো পিছে,
বাস্তব যারে বলি
সব মিলে গেল অবাস্তব জগতের মাঝে;
দেহের ভিতরই প্রবেশ করিল
অদৃশ্য বিদেহী সত্তার দল;
স্বপ্নের মতো ঘোরালো মোরে
একপথ হতে অন্য পথে;
এইভাবে পোঁছালাম সেই স্বপ্নের তোরণে
যেথা অন্ধ এক
বাঁধা দিলো প্রবেশে;
সবই মনের বিড়ম্বনা ভেবে
নিজেকে অন্ধকার দেশ থেকে বের হতে হবে,
যা অদৃশ্য তার কাছে আত্নসমর্পন
মিথ্যার প্রলোভন এই চিন্তা করে
নিজের ভিতর খুঁজতে হবে পথ
এই চিন্তায় আবার নতুন পথে বাড়ালাম পা ;
কল্পনার আজগুবি পথ ছেড়ে,
ভাবলাম হয়ত আছে কোন পথ
যেথা প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বুদ্ধি
বলে দেবে কি করে প্রশস্ত করতে হয়
নিজের ভিতর।
স্বপ্ন যেখানে পারবেনা ঠকাতে
সত্য যেথা নিজেরই মস্তিষ্কের পরিশ্রমে
সত্য প্রমাণিত হবে;
বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, চিন্তার প্রখরতা যেথা

পরিষ্কার করে দেবে মনের ধুলো বালি,
যা কিছু অসম্পূর্ন;
আলোকিত করে দেবে
ছায়া ভরা পথ,
তারপর হাতে তুলে দেবে দূরবীক্ষণ,
বুদ্ধির আর জ্ঞানের আলোতে দেখতে পাবো
যে সত্য লুকোচুরি খেলে মানুষের সাথে
মনের দুয়ারে দুয়ারে;
ভাবলাম স্বপ্নথেকে জাগ্রত হয়েছি এবার ,
যে আলো ছায়ার মধ্যে দেহী আর বিদেহী
কুন্ডলিত পথে
ধোঁয়ার মত উড়ায়েছে
এই মন ,
যে নিয়তির হাত ধরে অন্ধের মত
ঘোরে স্বপ্নালু মানুষের দল ,
তারে ফেলে এসেছি হেথায়;

জাগ্রত মানুষ

জ্ঞান হেথা মুক্ত নয় ,
অনেক সময়, মনে হয়,
সবই মনেরই কারসাজি;/ কারণ;
জ্ঞান অভিজ্ঞতার পথ;
এই পৃথিবীর জীবন জটিল ,
যা মনে হয়, এইখানে
এই পরিধীতে আমারই নিকট,
তার মধ্যে রয়েছে বহুবিধ বাস্তব,

যা নিকট তারই মধ্যে রয়েছে মহাকাশ,
যে জ্ঞান খুঁজি মোরা
তা ইন্দ্রিয় বদ্ধ অভিজ্ঞতার সংস্কার
কিংবা যা অভিজ্ঞাত তারই বিচার;
এই প্রকার বিচার ঠেকায় নিয়তি;
যা অন্ধ মনে হয়,
তা ফেলে নিজের বুদ্ধির দাঁড়িতে যেখানে
বোঝা যায় পৃথিবীর ভার
আর যা কিছু চালায় প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খল,
সেখানে জ্ঞান দিতে পারে উত্তর;
জাগায় প্রশ্ন,
দেখায় প্রকৃতির সাথে জীবনের যে সংযোগ
তারই মধ্যে আছে নিজেকে খুঁজবার পথ;
স্বপ্ন যাকে বলি,
তার থেকে জেনে খুঁজি মোরা
নিয়তির হাত থেকে মুক্তি,
বিধাতার প্রতি আমরা জানাই ভ্রূক্ষেপ;
এই জানার মধ্যে অনেক অজানা আশা আছে জানি,
তাই মাপি প্রতি পদক্ষেপ;
যেখানে মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা
বলেনা কোন উপায়
যেখানে হিসেবে করে বোঝা যায়না
কোনদিক ঝুলছে বিজ্ঞানের ভার,
সেখানে খুঁজিনা পথ,
তাই বারবার ঘুরে দেখি নিজের
মস্তিষ্কের ভিতর কোথা পাওয়া যাবে সত্যের পরিচয়;
জানি , কোনকিছু সত্য নয়,

যদি সত্য হতো,
আমাদের মধ্যে জাগতো না এতো বিরোধ ;

আমার যে জ্ঞান
তা অন্যের কাছে মনে হতোনা ভ্রান্তিপূর্ণ কিংবা অজ্ঞান;
এখানে আমরা সবাই চলেছি
নিজনিজ পথে,
অভিজ্ঞতার দর্পনে নিজেদের মুখ ঢেকে রেখে
নিজেরই ভিতর খুজঁছি আমরা
নিজনিজ দেশ;
সবাই করছি মোরা সত্যের প্রমান;
অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ নিয়ে
দেখছি অণুপরমাণু থেকে বিশাল মহাজগত;
কিন্তু জ্ঞান কি?
যখন নিজেরই মস্তিষ্কের কোষগুলিতে
আমাদের চিন্তার জগত
যেখানে সঞ্চালনা আসে
নিজেরই অনুভবের টানে;
যেখানে অবচেতনের দ্বারে
ঘূর্ণিপাক খায় মানুষের মন,
সেখানে বুদ্ধি আর জ্ঞান এক ক্রমবর্ধায়মান
গন্ডির ভিতর নিজেকে নিয়ে বৃথা আস্ফালন;

জ্ঞান যদি মুক্তি হয়,
এখানে মুক্তি নেই কোথা;
পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে নিয়ত
জেতবার দ্বন্দে লড়ি;

কে সত্য, কে মিথ্যা
প্রমাণিত করার জন্য জাগাই বিদ্বেষ;
আজ যা সত্য মনে হয়,
কাল তা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে;
আবার যে সত্য প্রতিষ্ঠিত
তাও একদিন ডুবে যায় মিথ্যার অতলে;
সবকিছু মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা আর বুদ্ধির নির্দেশ,
এর কোন কিছুই দেহ কিংবা প্রকৃতি নিরপেক্ষ নয়,
সবই আপেক্ষিক;
যা আছে , যা ঘটে, যা অনুভবের
ভার নিয়ে আসে সত্যের সন্দেশ,
তার মধ্যে নেই কোন মুক্তির দেশ;
মুক্তি যদি চাও,
যদি খোঁজ সেই সত্য
যা তৈরী করেনা মানুষের চিন্তার ভেদাভেদ,
যে জ্ঞান কোনদিন খোঁজেনা
মস্তিষ্কের কোষে সত্যের পরিচয়,
অণুবীক্ষণ কিংবা দূরবীক্ষণে যার নেই কোন হদিশ,
তাহলে প্রবেশ করোনা এই দ্বার,
যাও আরো দূরে ,
হয়ত খুঁজে পাবে সেথা মুক্তির আলোকিত পথ।

চতুর্থ তোরণ

অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধানী মানুষের সমাজ

মানবী

কোথায় চলেছো তুমি?
দেখে ক্লান্ত মনে হয়;
কোথাও পায়নি কি একটু বিশ্রাম?
এসো, বসো হেথা,
এই পাত্র হতে পান করো,
কেটে যাবে পৃথিবীর ক্লেশ;
এসো আমাদের ঘরে ,
এই তোরণের দ্বার পাড় হলে
ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি সব কেটে যাবে
স্বপ্ন যেথা অন্ধকারে ঘোরে নির্বিশেষ
জ্ঞান যেথা চঞ্চল,
প্রকৃতির সাথে মনের যেথা এতই বিরোধ
নিজেকে বোঝার তরে সর্বদাই যেথা হৃদয় অস্থির,
সব ফেলে এক মোর সাথে;

এখানে জ্ঞান প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধের
নয় কোন বিশেষ কৌশল,
প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে আছে আরোও বৃহত্তর জগত ,
ইন্দ্রিয় বৃত্ত জগতের সঙ্গে তাদের অনেক প্রভেদ,
ইন্দ্রিয় জড়ায় মন প্রকৃতির সাথে,
অতীন্দ্রিয় মুক্ত করে
মনকে নিয়ে যায়
এক আশ্চর্য্য বাস্তবে,

যেখানে সব আছে,
তারই মাঝে অতীন্দ্রীয় নিরাকার,
যা নেই মনে হয়
তারই মধ্যে এর অদৃশ্য প্রকাশ;
মন যাকে বলি;
তার বহুবিধ দিক,
প্রকৃতির কুন্ডলিত পাকে
চিন্তা, ভাষা, প্রকৃতি পাক খায়
যে জগৎ দেহের ভিতর;
সেই দিক পরিত্যাগ করে
খুঁজে পেয়েছি মোর অতীন্দ্রীয়ের সন্ধান;
জটিল এই পথ;
যা দৃশ্যগ্রাহয়, অনুভূত,
চিন্তায় ও ভাষায় পরিবৃত
সেই জগতের পথ ধরেই
মন ধীরে ধীরে পদার্পন করে
এই জগতে
নিজেরই অসাক্ষাতে মিশে যায়
অশরীরী ছায়াদের ভিড়ে;
যা ভাবি সত্য
তাকে ধরতে গিয়ে বুঝেছি
সত্যের উপর আছে আরও অনেক সত্য ;
যে জ্ঞান দিয়ে মানুষ করে অন্যের জ্ঞানের সাথে লড়াই
প্রকৃতির নিয়মকে বাঁধতে চায়
নিজের ইচ্ছার ও বৃত্তির শৃংখলে,
সে জ্ঞানে নেই মুক্তি,
তা বাধে শুধু নতুন শৃঙ্খলে ;
মনের ভিতর যেথা ঘোরে

অশরীরী ছায়াদের দোল,
ইঙ্গিতে জানায়
কোন দিকে গেলে খুঁজে পাবো
আলোকিত পথ,
সেই অশরীরী সত্ত্বাদের
অনুসরণ করো খুঁজে পাবে এক আশ্চর্য্য জগত।

যে প্রাণী অনুসন্ধানী
খোঁজে তার প্রবৃত্তির পথ,
প্রকৃতি কিংবা মানুষের মাঝে
দেখে নিজের জগৎ;
যে প্রকৃতি নির্বোধ ও অজ্ঞান
যাকে মনের অন্ধকার বলি ,
তার সাথে যে করে বসবাস
সে পারেনা বুঝতে
মানুষের জীবনের অপ্রাকৃতিক দিক;
মনের বিশেষগুন হচ্ছে সংস্কার;
সংস্কার দিয়েই মানুষের চিন্তার , বোধের গঠন,
এই থেকে মুক্ত হলেই পাবে সে
মুক্তির পথ;
যে মানুষ অন্য জীবেদের মত
ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর প্রজননের তাগিদে চলে,
প্রকৃতি ও অন্য প্রাণীদের সঙ্গে করে বাঁচার সংগ্রাম
তার চিন্তার গঠনই অন্ধকার জগতের সাথে বাঁধা;
তার জীবনের বাস্তব এই অন্ধকারের প্রতিফলন,
যেখানে হিংসা, ক্ষোভ, ভয়, জয়, পরাজয়
মুহুর্মুহু করে আক্রমণ,
প্রকৃতির কারাগারে যে জীব বন্দী

সে পাবেনা মুক্তি নিজের ইচ্ছায়;

প্রকৃতির উপর আছে বহু উচ্চতর মন,
তা স্বপ্নে দেখা দেয় দেবদেবী হয়ে ,
কিংবা মিথের আঁধারে;
বাদক, সংগীত কিংবা শিল্পীদের মনে
যে সৃষ্টির আবেগ,
তা অন্ধকারে বিচরণরত পশুদের
মনে পারেনা করিতে প্রবেশ;
হাড়, রক্ত, মাংসের গন্ডীর মধ্যে
যা আছে তা শুধু জীবিকা সন্ধানে;
উচ্চতর মন,
কাব্যের ভাষায়, সংগীতের মূরর্চ্ছনায় শিল্পের আলোকপাতে
দৈহিক প্রয়োজনের উর্দ্ধে যে জগত
তারে করে নির্মাণ
যা বাস্তবে প্রকৃতি নির্ধারিত
তারই উপর ভিত্তি করে মন তৈরী করে
অবাস্তব বাস্তব
গাছের পাতায়, হাওয়ার আওয়াজে
মেঘে মেঘে বৃষ্টির সংলাপে,
মন খুঁজে বেড়ায়
মেঘহীন আকাশ,
অন্তঃপুরের শব্দহীন নিঃস্তব্ধতায়
কোষে কোষে ভাসমান বিদ্যুতের ছটায়
অদৃশ্য জগৎ রূপ পায় তার;
গড়ে উঠে এই স্বপ্নালু আকাশ
চৈতন্যের অভিব্যক্তির নির্দেশে
শিল্পী যেমন মাটি কি পাথর দিয়ে

তৈরী করে প্রতীমা, কি ভাস্কর্য ,
তেমনি এই মন গাছপালা , জীব জন্তু,
মাটি, জল, আকাশ দিয়ে
তৈরী করে তার অনুভব;
যে মন আরও উচ্চতর
তার নেই দৈহিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন,
মনের আকাশ হতে নামে তার দেহে
বহু বিচিত্র জগত ;

যে শিল্পী, কি কবি পারেনা বুঝতে
এই আকাশে মনের আবেগ আর তার গতি,
খুঁজে বেড়ায় নিজের নিয়তি
নিজের ইচ্ছার আকাশে
নির্দিষ্ট নিয়মের পথ ঘুরে
পেতে চায় অদৃষ্টের
হাত থেকে মুক্তি,
সে আলো থেকে ফিরে আসে
অন্ধকারে বার বার ;
অদৃশ্য জগতের নিয়ম
প্রকৃতির সঙ্গে নয় একসূত্রে বাধা ;
তাই ঘুরে ঘুরে মন ফিরে আসে
একই রাস্তায় ছায়ায় আর অন্ধকারে
আলো আর সূর্য্যের সাথে
নিয়তির হাতে চক্রাকার পথে ;

যে মানুষ করে নিয়তিকে ভয়
পারেনা করতে অদৃষ্টের হাতে আত্মসমপর্ন ,
চায় জ্ঞান আর বুদ্ধির বল ,

প্রকৃতির সারমর্ম বুঝে,
নিজের অজ্ঞানতাকে জয় করার ইচ্ছায়
জয় করতে চায়
প্রকৃতিকে ও নিজেকে
যেথা অবচেতন নিয়তির মত টানে
অন্ধকার কি আলোর দিকে ,
তাকে বিসর্জন দিয়ে
উঠে আসতে চায় জ্ঞানের আলোতে ;

নিজের আসল শক্তির জ্ঞান না খুঁজে
যখন সে প্রকৃতির নিয়মের জ্ঞান,
আর নিজের চেতনায় পরিবর্তিত
জগতের জ্ঞানের অনুসন্ধান করে,
নিজেকে প্রতিষ্টা করার জন্য
নিয়তিকে আক্রমণ করে,
সে জ্ঞান নিজের মধ্যে শুধু নিজেকে জড়ায়;

প্রকৃত জ্ঞান,
নিজের চৈতন্যের জ্ঞান ,
আকাশ ছাড়িয়ে যে মহাজগত ,
তারও উর্দ্ধে যে অন্তর জগতের
মহা-মহাকাশ
যা বস্তুহীন , নিরাকার,
যেখান থেকে ভেসে আসে
সমস্ত জীবনের স্রোত
এবং যেখানে ফিরে যায়
আকার নিরাকারে
নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আরম্ভ করে

ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব ফিরে যায় অন্তর গভীরে ,
সে জ্ঞানের সন্ধানকারী আমরা ;
এই অলৌকিক শক্তির
জগৎ আমাদেরই মাঝে ;
আমাদেরই মত তুমিও ফেলে এসেছো,
মনের বিভিন্ন
প্রকৃত জ্ঞানের পথে চলতে যদি চাও
এসো আমাদের সাথে।

মানুষ

.

মুক্তি কোথা আছে
তাই জানিবার তরে গিয়াছি
দুয়ারে দুয়ারে ,
জ্ঞানের দুয়ার ছেড়ে
যদি চলি অদৃশ্যের পথে
পাবো কি নিজের দেখা ?

যে আশ্চর্য্য ভুবনে
বস্তু নাই, স্বপ্ন নাই ,
নিরাকারে কিংবা আকারে নাই কোন
বিশেষ প্রভেদ
পাবো কি বুঝিতে সেথা
কোথা যাই? কেন যাই?
আছে কি এই গন্তব্যের কোথা শেষ?

গিয়াছি মানুষের কলরব মুখর

জীবনের পাড়ে ,
দেখেছি বহুবিধ কাল্পনিক
দেবদেবী, সুন্দর কি শয়তান
নিজেরই ভিতর স্বপ্নের আকারে,
হয়েছে দৃশ্যমান, আলোকিত পথে
দেখেছি অনেক জ্ঞানের ভান্ডার,
কিন্তু সব কেন মিথ্যা বোধ হয় ;
কোন এক মায়াবিনী রেখেছে
ঢেকে এক অনন্ত অদৃশ্য আকাশ
মায়ার জালেতে;

যা দেখি , বুঝি, অনুভব করি
সবই মনে হয় , নিজেরই ছায়া ,
কোন এক মায়ায়
চিন্তার অংকুর ভেসে ওঠে,
সত্য জ্বলে ওঠে ,
তারপরই ডুবে যায় অন্য আরেক আকাশে;
বোধ, বুদ্ধি, জ্ঞান,
স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন,
অনুভূত বা অঅনুভুত যা কিছুই
ভেসে আসে এই মননের দ্বারে,
সবই জড়িয়ে আছে আমার ভিতর
এক অদৃশ্য জালেতে;
জীবনের প্রতি পদক্ষেপে,
দেহভরে নিমজ্জিত এই নিজেরই ভিতরে,
যা দেখি তা আমি
বাস্তব আমাকেই দেখায়

বারবার;
যা বস্তুর ভিতর জেগে আছে
কল্পনায় বুনিতেছে জগতের ছবি,
সে আমারই চিন্তার রূপে
আমারই চোখের আলোয়
জেগে আছে অদৃশ্য জগতের ছবি হয়ে
আমারই ভিতর;

যা আছে , তা আমি ছাড়া হয় আর
কিছু নয়;
আমারই মনের স্পর্শে
জ্বলিতেছে দিক বিদিক,
যে রূপ, রং, জ্বালায় অন্তর
যাকে বলি ছায়া আর অন্ধকার
সবই আমারই শক্তির প্রকাশ;
আমারই ভিতর
বিশ্বভুবন জুড়ে প্রতিটা কণায়
একত্রিত হয়ে জড়িয়ে আছে ,

এক অপার্থিব আমি
এরই কম্পনে জাগে মন,
এই আমির আসল কি রূপ
পারবে কি বলতে কেউ?

কেন আমি জাগরিত রয়েছি ব্রম্মান্ডের
চারদিকে?
কেন চৈতন্যের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে
নেভে আর জাগায় এই বিশ্ব-ভুবন ?

কে আমি ?
কে জড়ায়ে আছে
আকাশে, বাতাসে ,
অনুভবের পতঙ্গের দলে
কে উড়ছে অনন্তকাল ধরে
পৃথিবীর জীবন থেকে
সৃষ্টির সমস্ত অঙ্কুরে
কে জাগাতেছে এই শাশ্বত কম্পন?

অদৃশ্যের ভিতরই আমি দৃশ্যমান ;
যে আলো আমার ভিতর
তারই স্পর্শে জগৎ আলোকিত ,
আমার বাইরে আলোকিত পথ কোথা
সে কি মায়া , মতিভ্রম?
প্রতি পদে চলেছি আমি,
ব্রহ্মান্ডের যে গতি
পরিবর্তিত করে চলেছে
আমাকে, আমারই ভিতর;
সেখানেই অস্তিত্বের জাগরণ ও নিমজ্জন;

যাকে চৈতন্য বলি
ব্রহ্মান্ডের আদেশে যা গতিময়
দেহে দেহে প্রস্ফুটিত শক্তির প্রকাশ;
স্থান কালে জড়িত পদার্থের ভিতর
মনের কলরব,
গাছের পাতার কম্পনে
আমি নিজেকেই দেখি ;
সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে

আমি অনুভব করি নিজেরই আবেগ;
যা আছে, যা কিছু বাস্তব
সবই মনের মায়াজালে জড়িত
অদৃশ্য শক্তির প্রতিফলনে
আমারই ভিতর ব্রম্মান্ডব্যাপী
বিস্তারিত , কোথা দেখা পাবো
এরই মাঝে কোথায় ঈশ্বর?

তোরণের মানুষ

তুমি দেখতে পাও নিজেকে
বিশাল ব্রম্মান্ডের রূপে,
তোমার পথ আরো দূরে
পৃথিবীর মানুষের মাঝে
পাবেন খুঁজে তোমার ঈশ্বর,
যাও আরও উর্ধে
হয়তোবা দেখা পাবে সেই অতিমানব
যে তোমায় দেখাতে পারবে
 কোথায় ঈশ্বর ,
ঈশ্বর মানুষের বোধগম্য নয়,
একমাত্র ঈশ্বরের দূতই জানে
ঈশ্বরের সন্ধান;
যাও ঐ উচ্চতর পথে
পাহাড়ের চূড়ার উপর যেথা
আকাশ বিদীর্ন করে
উঠেছে আলোর পর্বত ,
পারো যদি দাও দেখা
হয়তবা দেখা পাবে তার;

সে ঈশ্বর সন্তান।

পাহাড়ের শীর্ষে

কবির সাথে মানুষের আবার সাক্ষাৎ

মানুষ

হে কবি!
তুমিই কি সেই ঈশ্বর সন্তান
যে পারবে দিতে ঈশ্বর সন্ধান?

তোমারই ইচ্ছায় গিয়াছি আমি
মানুষের জীবনের দোরে,
দেখেছি অনেক বাস্তব,
শুনেছি অনেক ইতিহাস,
বুঝেছি সবই এক আশ্চর্য্য
অস্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন দিক;
কোথাও অন্ধকার,
কীট-পতঙ্গের দল করিছে জীবিকা সন্ধান,
প্রকৃতির মাঝে যুদ্ধ, সন্ত্রাস
অবিরাম কলরব,
চিৎকার, রক্তপাত
আর আবার সেই স্থানেই
নতুন জীবন গড়ছে অঙ্কুর;
কোথাও স্বপ্নালু মানুষ
অন্ধকার থেকে জেগে
ঘুমন্ত শিশুর মত
দেখিতেছে জীবনের রূপ,
কল্পনায় বুনিতেছে বিশ্বাস,
আলো আর রঙিন পৃথিবী;
নিজের ভিতর এক অদ্ভুত দর্পনে

দেখিতেছে যা অদৃশ্য তার দৃশ্যময় রূপ;
নিজেরই চিত্তের বন্ধনে
রহিয়াছে বাঁধা এক অলৌকিক শক্তির কাছে;
নিজের বন্ধন হতে মুক্তির সন্ধানে
অন্যকোথা মানুষের ভীড়ে
দেখিয়াছি জ্ঞানের প্রকাশ;
নিজের বুদ্ধির শক্তিতে তারা
গড়িতেছে নিজহাতে নিজস্ব বাস্তব;
অদৃশ্যের জাল থেকে পালাবার পথ খুঁজে
নিজেরই জ্ঞানের জালে রয়েছে বন্দী,
নিজস্ব জ্ঞানের পরিধী ছাড়া
অন্য কোথা নাই তাদের মুক্তির পথ;
তারও উর্ধে দেখেছি উচ্চতর মানব
ঈশ্বর সন্ধানী তারা,
তাদের মনের দুয়ার খোলা,
সেথা দেখেছি আলোয় ভরা মহাকাশ;
তরঙ্গের বুকে ভাসছে সেথা
আকাশ, বাতাস,
ধুলা, বালু, রেনু,
তারই মাঝে চৈতন্যের হয়েছে প্রকাশ;
বুঝেছি আমি সেই অনন্ত আকাশ,
যে মন আমায় চিন্তায় করেছে আপ্লুত ,
দৃষ্টির ভিতর জাগায়েছে রূপ, রঙ,
শব্দের ভিতর ছড়ায়েছে অপূর্ব
অস্তিত্বের ভাষা,
সেই মন ঐ অদৃশ্য আকাশ!
কোন এক শক্তির অপরূপ আন্দোলনে

জেগে আছে দিক বিদিক
ছড়াতেছে বিভিন্ন চেতনার
খন্ড খন্ড রূপ;
চলিতেছে সব একসাথে ব্রম্মান্ডের পথে,
যে নিশ্চল সেও চঞ্চল,
যে বোধের ওপাড়ে সেও বোধের ভিতর;
একে অন্যের ভিতর জড়িত
এক অনন্তজটিল বিন্যাসে;
যা চলে তা অন্যের দ্বারা চালিত,
যা নিশ্চল, তাও চলে আরও গভীর আকাশে;
আকাশের কত গভীরে মানুষ ভাসে
তার উপর নির্ধারিত হয়
মানুষের জীবন;
যে অন্ধকারে আছে সেও আকাশের অংশ,
এখনও জাগ্রত হয়নি তার মন
আলোর শক্তিতে;

বুঝেছি সবই একত্রে চলেছে
সেই 'আমির' মধ্যে
আমারই মধ্যে, আমারই গন্ডীতে
আকাশেরই এক রূপে;
তবে ঈশ্বর কি?
কোথায়?
তার এখনও পায়নি উত্তর।
হে কবি! তুমি ঈশ্বর সন্তান!
শুনেছি তুমিই একমাত্র জানো
এই প্রশ্নের উত্তর।

বলো! কে ঈশ্বর ?

কেই বা তুমি, ঈশ্বর সন্তান

মানুষের সাথে তোমার কি মিল

এবং তফাত?

কেন এই মানুষের অস্তিত্ব?

কেনই বা তোমার অস্তিত্বের আছে প্রয়োজন?

কবি

হে আলোকিত পথের যাত্রী!

তোমার অস্তিত্বের পথেই আমার যাত্রা,

তোমার মধ্যেই আমি;

যে দেহভার বহন করে তুমি চলেছো,

যেখানে অন্ধকার কি আলোর আঘাতে

কোষের ভিতর চলেছে অনুভূতির আন্দোলন

মনের বিচার, সংসারে , ইচ্ছা, অনিচ্ছা

করছে পৃথিবীর জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম,

তৈরী করছে বেদনার প্রাচীর

কিংবা আনন্দের মেঘমল্লার,

সেখানে দেহে বন্দী সত্ত্বা

পৃথিবীর জীবনের দর্পনে দেখছে নিজেকে;

যে শক্তি দেহের ও প্রকৃতির নিয়ম হতে

মুক্ত হয়ে পরিণতি হচ্ছে সৃষ্টির শক্তিতে

চৈতন্যের অদৃশ্য জগতকে

জীবনে দিতেছে স্থান

যা অদৃশ্য তাকে করছে দৃশ্য গ্রাহ্য জগতের

আকারে

সেই শক্তিই আমার সাথে জড়িত;
যে প্রাণীর মধ্যে এই শক্তির অভিব্যক্তি
তারই মাঝে আমার প্রকাশ,
আমি এই অভিব্যক্তির পথপ্রদর্শক;
আমি দেহের মধ্যে অদেহী;
সত্ত্বার শৃংখল থেকে মুক্ত
আবার এই শৃংখলবদ্ধ সত্ত্বারই
ভিতর আমার কার্যকলাপ;

তুমি আছো,
তাই আমার অস্তিত্বের প্রয়োজন
জীব, জন্তু, প্রাণী আছে
তাই সত্ত্বার দল আছে,
তাই আমার প্রয়োজন;
আমি দৃশ্য গ্রাহ্য জগতের মধ্যে অনুপস্থিত,
যখন আমি দেহকে ভর করে
প্রকাশিত হয়
তখনই মানুষ জানে আমি আছি;
তোমার অস্তিত্বকে ভর করে
পৃথিবীর জীবনে আমার প্রবেশ;
তোমাকে পথ দেখিয়ে
আমিই এনেছি হেথায়;
তুমিই আমি,
আমিই তুমি ,
একদিকে জগত,
অন্যদিকে অজাগতিক ঈশ্বরের প্রকাশ;
দুয়ের মিলনস্তরে

আমি তুমি একত্রিত হয়ে আমরা;
আমিই তোমার চৈতন্যের ভিতর
ঈশ্বরীক শক্তির প্রতিফলন;
যখন অজ্ঞতা ছায়ার মত আনে অন্ধকার,
ভেঙে দেয় দুয়ের মিলন,
যখন প্রকৃতির নিয়মে আক্রান্ত দেহে
ছিঁড়ে যায় উচ্চতর চেতনার বন্ধন,
দেহের ভিতর ফিরে আসে মানুষের ভার;
ঈশ্বরিক শক্তির সাথে
যখন মানুষের হয় মিলন
তখনই আমি পৃথিবীতে হই উপস্থিত।
তখনই আমি ঈশ্বর মানুষ,
সেইই ঈশ্বর সন্তান।
যে আলোয় আমি দৃশ্যমান,
সেই আলোয় তোমার মধ্যে প্রাণ,
একদিকে দেহের বন্ধনে তুমি মানুষ
আর অন্যদিকে দেহ থেকে মুক্ত আমি
মানুষ ও ঈশ্বর মধ্যস্থানে
ঈশ্বর মানুষ।

প্রকৃতির নিয়ম যাকে পারেনা বাঁধতে ,
কল্পনার শক্তি যাকে পারেনা আঁকতে,
জ্ঞানের পরিধিতে যার নাই কোন শেষ,
স্থান কালের ঊর্ধ্বে,
রক্ত মাংসের দেহেতে
এই শক্তির উপস্থিত একমাত্র আমারই মাধ্যমে;
দেহের মধ্যে অদেহী,

আমাকে তুমি যে আলোতে
দেখতে পাচ্ছো,
সেই আলোয় আমি,
মানুষ নই অথচ মানুষের মধ্যেই আছি,
আমি শব্দহীন জগতের শব্দ ,
মানুষের দেহের স্পর্শে
কল্পনা, ভাষা, অনুভবে জাগ্রত ‘শরীর’ আমার।
আমারই অস্তিত্ব একমাত্র অস্তিত্ব
ঈশ্বর কে বোঝার উপায়।

যতক্ষণ দেহ আছে,
প্রকৃতির, মানুষের
ও দৃশ্যগ্রাহ্য স্থান কালের জগতে
মন করবে বিচরণ,
ততক্ষন চিন্তার, অনুভবের
কল্পনার বন্ধনে বুদ্ধি, জ্ঞান,
ওতপ্রোত ভাবে জড়িত;
এই জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভবের জাল থেকে
মুক্ত না হলে ঈশ্বরের জ্ঞান সম্ভব নয়;
যেহেতু জ্ঞান মাত্রই জগত ভিত্তিক,
যা আছে চেতনায় তারই প্রতিফলন ;
দেহের উপর নির্ভরশীল জ্ঞান;
ঈশ্বরীক জ্ঞানের প্রতিবন্ধক;
হে মহামানব!
এই জ্ঞান নিয়ে ফিরে যায়
মানুষের মাঝে।

মানুষ

সমুদ্র সৈকতে দেখেছি
বহুবিধ মানুষের আনাগোনা ,
তারপর তোমারই আদেশে
সেথা হতে গিয়েছি পাহাড়ের পথে,
ঘুরেছি তোরণে তোরণে
শুনেছি বিভিন্ন বাক্যালাপ,
বুঝেছি মানুষের জীবনের আছে বহুস্তর,
প্রতি স্তরে আছে উত্তরণ,
প্রতি পথে আছে নতুন জ্ঞান,
জীবনের নতুন পরিধী,
প্রতি জগতে রয়েছে নতুন চিন্তা
নতুন মানুষ, নতুন অনুভূতি ও আবেগ;
প্রতি মানুষের মাঝে রয়েছে
নিজেকে দেখার দর্পন;
প্রতি দর্পনের মধ্যে রয়েছে
আরো অনেক অনেক দর্পনের মত
বহু জীবনের প্রতিবিম্ব , ছায়া আর
চেতনার কুন্ডলিত পথের সন্ধান;
সমস্ত কিছুই আবদ্ধ
নিয়মচালিত বিশ্বের চিরচঞ্চল গতিতে;
দর্পনের ভিতর দর্পনে যে ছায়া, আলো
সর্বদা অস্থির;
সর্বদা পরিবর্তিত একে অন্যের ভিতর ,
তাই আছে চিরন্তন;
বহু ছায়া আর আলোর বন্ধনে

গড়ে উঠতে দেখেছি নিজেকে;
যা ভেবেছি আমি
তারই মধ্যে দেখেছি বহু মানুষের ছবি,
বহু অনুভূতির বিভিন্ন পর্যায়ে
এক অপরিবর্তিত আমির মধ্যে দেখেছি
জীবনের বিভিন্ন প্রকাশ;
এক তোরণ থেকে অন্য তোরণে যাবার পথে
দেখেছি মানুষের অভিব্যক্তি ,
এক দর্পনের ভিতর আরেক দর্পন
করেছে প্রবেশ;
এক স্বপ্নের স্তর থেকে
করেছি প্রবেশ অন্য এক স্তরে,
সেখান থেকে আরো আরো উচ্চতর
থেকে উচ্চতর স্তরে চলেছি ঈশ্বরের খোঁজে ;
এইভাবে জড়িয়ে গিয়েছি
অন্যসব মানুষের সাথে ,
সেই যাত্রার শেষ হয়েছে হেথায় ;
হে ঈশ্বর সন্তান!
দেখছি তোমায় নিজেরই আলোতে
যেখানে বহুবিধ চেতনা জমেছে স্তরে স্তরে,
ইন্দ্রিয়ের কম্পন বয়ে এনেছে
অভিব্যক্তির ইতিহাস এই রক্ত মাংসের শরীরে,
সেই দেহের ভিতরে দেখছি তোমারে;
হে কবি!
এই ভ্রমণের অর্থ কি?
এই কি ঈশ্বরকে বোঝার উপায়?
যে মানুষ অন্ধকারে পরিত্যক্ত

সে কেমনে বুঝিবে ঈশ্বর?
যে জীবনে কীটপতঙ্গের ন্যায়
জন্ম-মৃত্যু আবার জন্মের চাকায়
ধুলো, বালি, কণিকার সাথে
অন্ধকারে বুঝিতেছে পার্থিব অস্তিত্বের ভার,
ঘূর্ণিতে উড়িতেছে মৃত্যুতে পতনের আগে,
তার অস্তিত্বে
ঈশ্বরের আছে কোন স্থান?
কি জ্ঞান নিয়ে ফিরিবো
ফেলে আসা মানুষের দুয়ারে আবার?

কবি

মানুষ স্বাধীনতা চায় কেন,
হয়ত বুঝেছো এবার;
জ্ঞানের কি প্রয়োজন?
তারও হয়ত পেয়েছো উত্তর।
সকল জগতেই দেখেছো
মানুষের চিত্তের বন্ধন ,
আর মুক্তির খোঁজে আন্দোলন
মানুষের জন্ম হয় বিভিন্ন পরিবেশে,
তারপর বিভিন্ন জ্ঞানের পরিধীতে
শিশুকাল হতে খোলে মানুষের মন,
যে জগতে সে বন্দী

সেই জগতই তার প্রিয়তম মানুষের সাথে সংসার;
প্রিয়তম মানুষদের সাথে আনন্দ করা
আর তাদের আনন্দ দেওয়াই
মানুষের জীবনের সবচেয়ে মহত কাজ;
তাই প্রতিদিন তাকে করতে হয়
পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে লড়াই;
প্রতি জগতে আছে চলার নির্দিষ্ট নির্দেশ
যে স্বাধীনতা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে,
তার জন্যে তাকে নিতে হয় শাস্তি
অন্যদের হাতে;
স্বাধীনতা সংগ্রাম আর আনন্দের
খোঁজে মানুষের পরিশ্রম
কোন জগতেই মানুষকে দেয়না শান্তি;
মানুষ পথ খোঁজে;
কোথা মুক্তি?
কোথা শেষ হবে যন্ত্রণার জীবন
এখন বুঝেছো তুমি
প্রতি জগতেই আছে উত্তরণের পথ ,
যে অদৃশ্য শক্তি
সমস্ত জীবনকে একত্রভাবে টানছে
নিজের দিকে,
সব উত্তরণের পথ চলেছে সেই দিকে;
এই উত্তরণের শক্তি মানুষের আত্নশক্তি হয়ে দেখা দেয়,
টানে মানুষকে মুক্তির পথে,
যে দেহ ইন্দ্রিয়ের টানে
আর প্রকৃতির নিয়মের হাতে
ছেড়ে দেয় নিজেকে,
সে পারেনা চলতে এই মুক্তির পথে;

যে দেখেনি অন্য কোন জগৎ,
যার কাছে নিজের জগতটুকুই সব,
সে কি করে বুঝবে
মানুষের জীবনের উচ্চতর পথ?
তুমি দেখেছো, বুঝেছো
মানুষের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
শিখেছো কি করে মানুষ দেখতে পায়
অদৃশ্য শক্তিকে;
এই জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা নিয়ে
যাও ফিরে মানুষের জগতে,
বলো মানুষের আছে উচ্চতর জীবন।
শেখাও তাদের
কি করে তারা চিনবে নিজেকে?
যে আমি একই সূত্রে
অন্যসব আমিতে বাঁধা,
যার শক্তিতে সব দর্পনের ভিতর
আমারই দর্পন,
দাও সেই জ্ঞান সব মানুষেরে;
যে প্রকৃতি, পরিবেশ
অন্ধকার করে রাখে পথ,
বেঁধে রাখে চিত্তের স্বাধীনতা
প্রকৃতির নিয়মের সাথে,
দেয়না পাখা আলোর ভুবনে উড়বার তরে,
নিয়ে যাও সেথা অদৃশ্য শক্তির জ্ঞান
যা মনকে আলোকিত করে,

সমুদ্র সৈকত থেকে এই পর্বত চূড়ায়

তোমার এই ভ্রমণ
আলোকিত পথ কি?
সেই প্রশ্ন বুঝিবার তরে।
আলোকিত মন সেই মন
যে চিনেছে নিজেকে,
দেখেছে নিজেকে অজস্র দর্পনে ,
অন্ধকার থেকে আলোর উৎসবে
দেখেছে অদৃশ্য অলীক শক্তি
জীব জগত হতে টানিছে প্রাণ,
বহিতেছে ইচ্ছার স্রোত
ঈশ্বরের দিক;
আলোকিত মন সব জগত থেকে মুক্ত;
তার জ্ঞান সব জগতের জ্ঞান,
তার ইচ্ছা পরিবেশ কিংবা
প্রকৃতির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়;
সে আমারই মনের প্রতিচ্ছবি;
সে দেহের ভিতর
ঈশ্বরিক আলোর প্রকাশ।

মহামানব সে,
সে আমারই অস্তিত্ব বহন
করছে পৃথিবীর জীবনে।
হে মহামানব !
ফিরে যাও সমুদ্র সৈকতে,
যেথা তোমাতে আমাতে হয়েছে
প্রথম সাক্ষাৎ,
সেথা তোলো আমার মন্দির;

ফিরে যাও যে পথে এখানে এসেছো
সেই পথ ধরে,
বিভিন্ন তোরণের দ্বারে যাদের সাথে দেখা হবে
তাদের বুঝিয়ে দিয়ে যেও
সমুদ্র সৈকতে কি করে খুঁজে পাবে তারা
এই ঈশ্বরীক মন্দির।

সেই মন্দিরের দুয়ার থেকে
তৈরী করো উচ্চতর মানুষের পথ;
যে পথ ধরে গিয়েছে মহামানব
সেই পথের ধারে ধারে
তৈরী করো আলোর স্তম্ভ,
এইভাবে প্রস্তুত করো মানুষের মন,
সমুদ্র সৈকতে আরম্ভ হবে
আলোর উৎসব।

সমুদ্র সৈকতে আলোর মন্দির

বিভিন্ন উপাসকের দলের সঙ্গে মানুষের কথোপকথন

মন্দির চত্বর

প্রথম উপাসকের দল

প্রথম জন

শুনছি তুমি এক মহামানব,
চিত্ত তোমার মহাশূন্যে,
জ্ঞান তোমার ব্রম্মাণ্ড গভীর;
পারো তো দাও
এই গরীবের প্রশ্নের উত্তর;
জটিল।
জন্ম হতে দেখিতেছি
প্রকৃতির নিয়ম ছাড়া চলে নাকো কিছু,
ঝড় বৃষ্টি ঝঞ্ঝায়
উড়ে যায় ঘর , বাড়ী আর যেটুকু সঞ্চয়,
ডুবে যায় দ্বীপ,
ধসে যায় মাটি,
যে কজন মানুষের হাত ধরে
চলেছি মানুষের জীবনের পথে ,
হারিয়ে যায় তারা সমুদ্রের ঢেউয়ে
কিংবা ধ্বসে চাপা পড়ে;
কেন জীবনের এই পরিহাস?
কেন এই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির বুকে
জন্ম মোর?

কেন অহরহ এই লড়াই
জল, হাওয়া, মাটি আর পাথরের সাথে?
কে নির্দিষ্ট করেছে এই যন্ত্রণার পথ ?
প্রকৃতির দুর্যোগ থেকে মুক্তি আছে কি উপায়?

আলোকিত মানুষ

ব্রম্মান্ডের গতি থামেনা কোথাও;
কোষ, অণুকোষ থেকে মহাকাশ,
সব গতিময় অস্তিত্বের আদেশে;
ঝড়, ঝঞ্চা যারে বলো,
উড়াতেছে অনু, পরমাণু,
যা দিয়ে এই জন্মের উপাদান গড়া;
অন্ধকার ভেদ করে তাই জন্ম নেয় আলোক,
যা অদৃশ্য, তা হয় দৃশ্যময়
মানুষের অনুভবের পাশে দেখা দেয় বাস্তব জগত;
এই গতি বাঁধা একে অপরের সাথে;
যা টানে জীবনের পথ দেখায় তোমায়;
তাইই সরায় বাঁধন অন্য কোন স্থানে;
যা চলন্ত , তাই নিশ্চল,
যা ভেঙে, তাইই গড়ে,
যা জীবনের যন্ত্রনা মনে হয়,
তারই মাঝে শুসুপ্ত রয়েছে জীবনের আনন্দ উৎসব;
ঝড় আনে বৃষ্টি,
বৃষ্টিতে ভেজে মাটি,
ভেজা মাটিতে জন্মায় জীবনের অংকুর;

এরই মাঝে মানুষের জীবনে পেয়েছে স্থান;
বিদ্যুৎ চমকায়,
জলে ধসে পড়ে মাটি,
ঝঞ্ঝায় উড়ে যায় সার
এক দ্বীপ হতে অন্য এক দ্বীপে,
এইভাবে জন্মায় মানুষের স্বপ্নের বাগান;
তারপরই উড়ে আসে অন্ধকার,
ছিঁড়ে দেয় ডাল পাতা, ফুল-ফল,
যা কিছু ছিল মানুষের ছিল একদিন দরকার;
জলেতে, বন্যায় টেনে নেয়
এখানে যা অপ্রয়োজনীয়,
তারে অন্য কোন স্থানে,
আবার গড়ে নতুন জন্মের দ্বীপ,
আবার জাগে আলো,
আবার প্রাণের কাকলীতে
ভেসে আসে জীবনের উৎসব;
অস্তিত্বের সবকিছু চির অনস্থায়ী;
যা আছে , তাই অদৃশ্য হবে,
যা আজ অদৃশ্য মনে হয়,
তা পরে দেখা দেবে সুন্দর জগতের বেশে;
ব্রম্মাণ্ডের সর্বস্থানে এই একই নিয়ম;
প্রকৃতিতে যা দেখো,
মানুষের কিংবা পশুপাখির,
কীটপতঙ্গের জীবনও চলে সেই একই আদেশে।

১ম জন

এর মধ্যে কোথাও কি নেই

মানুষ কিংবা ঈশ্বরের হাত,
যা পারে মানুষেরে মুক্তি দিতে
এই কালচক্র হতে?
ভালোবাসা, প্রেম, প্রীতি,
সুখ, দুঃখ, ক্ষোভ,
সব নিয়ে ঘর বাঁধি,
প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী,
তারপরই যদি ভেঙে যায় সব,
শোকের বন্যায়
ধুয়ে যায় জীবনের সুনিশ্চিত আশা,
এর অর্থ বুঝবো কি করে?
সবই যেন বৃথা মনে হয়;
জীবনের কোলাহলে এসেছি সেথায়;
ভেঙে যাবে সব জানি,
তবু এসেছি হেথায় উপায়ের খোঁজে;
কি করে পারবো আমি
নিজেকে বোঝাতে?

আলোকিত মানুষ

প্রকৃতির দুই দিক:
একদিক নিয়ম আর বাঁধন:
গতিময় ব্রহ্মান্ডের বিধানে সবকিছু গড়ে ভাঙে,
সৃষ্টির অশান্ত ঢেউয়ে নামে উঠে
আলো আর অন্ধকার,
এই চিরচঞ্চল সমুদ্রের কুলে
আছে আলো,

যার শক্তিতে সবকিছু চলেছে নিয়মে;
ঐ আলোই ঈশ্বর;
যেমন কণিকার দল চলেছে ঈশ্বর শক্তিতে,
তেমনি ব্রহ্মান্ডের কোটি কোটি মহাপুঞ্জ
যা নক্ষত্রপুঞ্জ সমন্বয়ে এক একটা মহাদেশ,
চলেছে একই শক্তির প্রকাশে;
সমস্ত গতি,
সর্বনিম্ন থেকে সর্ব্বোচ্চ জগত
চলেছে একই পথ ধরে,
কেউ পারেনা ভাঙতে এই ঈশ্বর বিধান;
কোনস্থানে, কোন কালে
যদি কোন কিছু এই গতিরে
পথভ্রষ্ট করে,
নেমে আসে রেশ;
ভেঙ্গে আবার গড়ে উঠে
ব্রহ্মাণ্ডের সুনির্দিষ্ট পথ;

এই শক্তিরই আরেক দিক
যাকে মানুষ চেতনা বলে ;
কণিকারও চেতনা আছে,
যেমন মানুষের মনে চেতনার প্রকাশ
তেমনি অনু পরমাণু হতে আরম্ভ করে
যেখানে বস্তুর সর্ব্বোচ্চ প্রকাশ,
সেখানে চেতনা বিদ্যমান।

এই চেতনার কাজই
গতিময় জগতকে পথ দেখানো,

পথভ্রষ্ট হলে তাকে ভেঙে আবার
গড়বে নতুন।

প্রতি মানুষের মনের মধ্যে
এই চেতনা সক্রিয় ,
সব সময় ভ্রষ্টপথ কি করে এড়ানো যায়
জানায় তার উপায়;

এইভাবে মানুষের মনের মধ্যেই
ঈশ্বর সক্রিয়;
মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর;
কালচক্রই ঈশ্বরের বিধান;
এর থেকে মুক্তির কথা অর্থহীন;
ঈশ্বর কি ঈশ্বর থেকে মুক্ত হতে পারে?
ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ
কার হাত থেকে মুক্তি পাবে?
চেতনার কাজই খোঁজা ঈশ্বরের পথ;
যে চেতনা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বেঁধে রেখেছে
এক আশ্চর্য নিয়মে,
সেই চেতনার প্রকাশ্যেই অস্তিত্বের সাফল্য;
যেখানে এই অস্তিত্ব অসফল,
ব্রম্মান্ডের গতি আনবে তার অনিবার্য নাশ ;

ঘর বাঁধার আগে
নিজেরই চেতনার কাছে দায়ী হতে হবে;
নিজেরই ভিতর ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করতে হবে;
"একি তোমার নির্দিষ্ট আলোর পথ? "

" একি একই সূত্রে অন্যের
সাথে একত্রে আমায় বাঁধতে পারবে?"
পথভ্রষ্ট হলে ভেঙে যাবে ঘর ,
ছিঁড়ে যাবে টান,
ভালোবাসা, প্রেম প্রীতি উড়ে যাবে,
ভয়ের আকারে উড়ে যাবে চারদিকে।
আর যে মাটিতে ঘর বাঁধবে,
যদি না থাকে সে মাটির জ্ঞান,
কালচক্রের বিধানে নামবে
অদৃশ্য শক্তির হাত।
যে জানে কি দিয়ে তৈরী মাটির বাঁধন,
কোথাকার জল, মাটি, বায়ু দিয়ে
তৈরী করতে হবে নিজের পথ ;
তার মনেই কাজ করে অদৃশ্য ঈশ্বর।

ঈশ্বর কোন প্রেতাত্মা নয়,
আসবে, যাবে মানুষের ইচ্ছায়;
যখন দরকার হবে তাকে ডাকবে ,
তারপর কাজ শেষ হলে ;
আর দরকার নেই
এবার চলতে দাও আমার ইচ্ছায়,
এই যদি ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের
সম্পর্ক্য হয়,
তাহলে ঈশ্বর নেই,
মানুষ পথভ্রষ্ট
এবং সেই মানুষের জীবনের নাশ সুনিশ্চিত।
সন্ধান করে নিজের ও ঈশ্বরের জ্ঞান।

দ্বিতীয় জন

তোমার কথা শুনে পন্ডিত মনে হয়;
এবার দাও আমার প্রশ্নের উত্তর ;
জন্ম থেকে দেখিতেছি মারামারি,
হত্যা , বিদ্ধেষ,
একে ওপরের জীবন নিয়ে খেলছে জুয়ো পাশা,
এও কি নিয়মের আদেশ?
ক্ষমতায় জীবনের একমাত্র সাফল্যের পথ,
যার হাতে ক্ষমতা সেই শুধু পারে
গড়তে জীবনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ;
ক্ষমতাহীন মানুষের হাতে আছে শুধু জীবনের ক্লেশ;
দেখছো না চারদিক,
যে করতে পারে লড়াই,
হারাতে পারে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ,
ছিনিয়ে নিতে পারে অন্যের জীবন থেকে
আশা, সম্পদ
সেই গড়তে পারে পৃথিবীর মাটিতে
নিজের প্রাসাদ;
এরাই রাজত্ব করে ,
অন্যরা, যারা পরাজিত;
হয় তাদের দাস।
কার নিয়ম এটা?

এও কি ঈশ্বর বিধান?
মানুষ শুধু নয় ,
জীবনের প্রতিটা কোনায় খোপে খোপে,
লুকিয়ে আছে লোভ আর অন্যকে গ্রাস করার মুখ;
সাপ যেমন ব্যাঙ দেখলেই ছোপ মারে,
গ্রাস করে তারে,
বেড়াল যেমন পাখি দেখলেই ছোটে
হত্যার ইচ্ছায়,
কীটপতঙ্গ সবই একই ভাবে
অপরকে হত্যায় ব্যস্ত,
নিজের বাঁচার তাগিদায়
যাকে পারে তাকেই কামড়ায়;
তাছাড়া ক্ষুধা মেটাবেই বা কি করে?
স্বদিচ্ছায় কেই বা গর্ভস্থ হবে?
মৃত্যুর হাত থেকে পালানোই
জীবনের সর্ব্বোচ্চ ইচ্ছা , তাই নয় কি ?
যার বুদ্ধি বেশি,
যার থাবার জোর,
যার নখেতে অধিক রক্তপাত,
যার গতি অনেক দ্রুত ও ক্ষীপ্র
সেই পারে জিতে নিতে জীবনের জয়;
এখানে কি করে বুঝবো কোথায় ঈশ্বর?
কি করে খুঁজবো নিজের ভিতর
মহাজাগতিক মানুষের জ্ঞান?

ক্ষুধা আগে,
ক্ষুধা মেটাতে অন্যকে হত্যাই

সবচেয়ে সোজা পথ ;
যে দুর্বল , যে হারিয়েছে পথ,
যাকে রক্ষা করার জন্য
করবেনা কেউ শত্রুর মাথায় অস্ত্রাঘাত,
তার বাঁচার কি উপায়?
দুর্বলের জ্ঞানে কি লাভ?
যে ক্ষমতা দেবে আঘাত,
পারবে রুখতে অন্যের লুলুপ্সার সাধ,
উল্টে কেঁড়ে নেবে বাঁচার জন্য হাতিয়ার
তাই কি জীবনের সবচেয়ে বড় মন্ত্র নয়?
এখানে কি ঈশ্বরের পথও একই নয়?

আলোকিত মানুষ

যা বলেছো তার অনেক কিছুই সত্য;
অনেকে জীবনে বাঁচবার তাগিদে
অন্যের জীবনের উপর আক্রমণ
অনেক সময় প্রয়োজন;
একে অন্যের সঙ্গে লড়াই ছাড়া
জীবন হারাবে তার গতি,
তার সাথে হারাবে মানুষ
উচ্চতর পথে চলার আকাঙ্ক্ষা ,
প্রাণী জগতে যে লড়াই ,
যে হত্যার দিয়েছো বিবরণ,

তা' জীবনের বাঁচার তাগিদায়;
নিজের বাঁচার জন্যে যেমন
অন্যের অসহায় জীবনকে
দিতে হয় উৎসর্গ;
তেমনি অসহায় জীবনকে বাঁচাবার জন্যেও
তেমনি জীবনকে করতে হয় উৎসর্গ;
এইভাবেই চৈতন্যের অভিব্যাক্তি;
এক মনণের স্তর থেকে উত্তরিত   হয়
জীবন অন্য এক স্তরে ;
অন্য পশুশ্রেনীর হাত থেকে বাঁচবার তাগিদে
যে আক্রমণ প্রয়োজন,
তার জন্যে দরকার বুদ্ধি, কৌশল ও
সমষ্টির একত্র আচরণ;
এইভাবে অভিব্যাক্তি ব্যাক্তিকে ছাড়িয়ে
সমষ্টির সংগবদ্ধ চেতনা নেয় তার আকার;
মনের বিকাশ হয় উচ্চ এক স্তরে ;
জীব শ্রেণীর পরস্পরের সঙ্গে লড়াইয়ের
প্রয়োজন তাই;
যে মহাজাগতিক মন
সর্বস্তরে, সর্বকালে, সর্বস্থানে
সমস্ত জীব ও অজীবের মধ্যে সুসুপ্ত,
তার প্রকাশের পথ
এই জীবন মরণের আন্দোলন;
বুদ্ধির প্রকাশ হয়
যখন অন্যের আক্রমণ আনে বাঁচার তাগিদ;
উচ্চতর মন , উচ্চতর বুদ্ধির প্রকাশ;

এই বুদ্ধিদীপ্ত মনই
ব্যক্তি ছাড়িয়ে সমষ্টির জ্ঞান ও বুদ্ধির শিখা;
যে মন অন্যের বিরুদ্ধে নিজের বাঁচার তাগিদে,
সেই মনই আবার অন্যের জন্য কাজ করে,
অন্যকে দেয় বাঁচার আশ্রয়;
অভিব্যক্তির এই লড়াই থেকে জীবলোক শেখে
সমাজ গঠনের পদ্ধতি;

মানুষ জীবেদের মধ্যে একদল;
তেমনি অজস্র পশু, পাখী, প্রাণীদের দল
নিজস্ব বুদ্ধিতে গড়ছে তাদের নিজস্ব সমাজ;
সবাই খুঁজছে অভিব্যক্তির উচ্চতর পথ;
এই উচ্চতর পথ যেখানে সমস্ত জীব অজীবের
উর্দ্ধে মিলেছে অনন্ত আকাশে
সেখানেই রয়েছে ঈশ্বর;
ঈশ্বর কার মধ্যে প্রবিষ্ট কোন
ব্যক্তিগত শক্তি নয়;
সবের মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি কার্যময়;
যেখানে দেখছো হত্যা,
সেখানেই ঈশ্বরই ঘাতক;
যেখানে দেখছো প্রাণ, ভালোবাসা , সুন্দরের প্রকাশ,
সেখানেই রয়েছে ঈশ্বরিক প্রেম, আনন্দ
আর উচ্চতর মনের প্রকাশ;
যে মানুষের দল ক্ষমতার লোভে
অন্যকে করছে হত্যা ,
অসহায় মানুষদের পুরছে কারাগারে ,
তারা পথভ্রষ্ট ;

সমষ্টির অভিব্যক্তি বিসর্জন দিয়ে
তারা খুঁজছে আশ্রয় ব্যক্তির অন্ধকার কূপে;
ঈশ্বর কোন ব্যক্তি নয়;
সমষ্টির মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের কাজ,
যে সমাজ খোঁজে অভিব্যক্তির বুদ্ধিদীপ্ত পথ
সে সমাজে ক্ষমতালোভী মানুষের নাই কোন আশ্রয়;

২ য় জন

তার মানে ,
ভাল , মন্দ বলে কি কিছু নেই?
নেই কি কোন শয়তান?
শয়তান আমরা যাকে বলি
সে কে?
শয়তান কি ঈশ্বরের প্রতিদ্ধন্দী
অন্য কোন শক্তি নয়?

আলোকিত মানুষ

ভালো মন্দ যারে মোরা বলি
তা নিজের পরিস্থিতিতে বিচারের দায়ে,
যা আমার পথ প্রতিবন্ধক,
যা আমার অস্তিত্ব কে ফেলে দেয়
অনিশ্চিয়তার হাতে,
যেখানে আসেনা কেউ আমার পাশে
বইতে আমার ভারগ্রস্থ জীবন,
যেখানে আঘাত দেওয়াটাই বিধান ,
অন্যের অসহায় জীবনে আগুন লাগানোই

যার চরিত্র,
তাকেই আমরা শয়তান কিংবা মন্দ বলি;

প্রকৃতিতে সর্বদাই চলছে
কোন কিছু ভেঙে, বা গ্রাস করে
নতুন অন্যকিছু তৈরির কাজ;
এর মধ্যে দিয়েই চলছে সময়ের বিধান,
অস্তিত্বের কালচক্রে বাঁধা আমাদের ঘর;
যা ভেঙে নতুন করে গড়ে,
সে কি মন্দ?
যে জীবন নিশ্চল, অভিব্যক্তির পথে বাঁধা,
চৈতন্যের প্রকাশের প্রতিবন্ধী,
সেই অস্তিত্বকে ক্রমশ রক্ষা করা
এটাই কি ভাল?
যেখানে এই ভাল মন্দের বিচারের উর্দ্ধে
জীবনের গতি,
যে গতির পথ অভিব্যক্তির উচ্চতর পথ,
তাইই জীবনের উদ্দেশ্য;
যে কার্যকলাপ জীবনের এই উচ্চতর পথে
চলার বাঁধা,
তাইই আসলে মন্দ;
যে চিন্তা, বুদ্ধি, বিবেচনা, বিবেক
মানুষকে এই উচ্চতর পথের নির্দেশ দেয়
সেই মনের অভিব্যক্তিই ঈশ্বরের রূপ;
যে মনের চঞ্চলতা, আকর্ষণ, বিকর্ষন
নিজেকে ছাড়িয়ে বহুতে চঞ্চল,
যে নিজেকে অতিক্রম করে অন্যের মাঝে

দেখে নিজের ঈশ্বর;
সেখানেই আছে ঈশ্বর;
ঈশ্বর আলো;
পথ প্রদর্শক;
নিজেরই ভিতর এই পথ
সর্বত্রের মাঝে;
প্রকৃতির বিধানে যা ভাঙে গড়ে
তার মধ্যে চলেছে এই ঈশ্বরিক কাজ;
প্রকৃতির ভাঙা-গড়া, ধ্বংস, গ্রাস
তারই মাঝে ফুলের বাগান
আর পাখিদের গান,
পারেনা করতে ভালমন্দের বিচার;
বিচার মনের;
চৈতন্যের কোন পথে,
কোন আকর্ষণে কোন দ্বীপে যেতে চাও
তার উপর ভালো মন্দের বিচার;

চিরচঞ্চল ভ্রম্মান্ডের পথে
যেখানে নক্ষত্রপুঞ্জের পাশে পাশে ছড়িয়ে আছে
আলোর আকাশ,
যে শক্তির আন্দোলনে একে অপরকে টানে,
গড়ে অস্তিত্বের অধিকতর আশ্রয়;
সেই পথই ঈশ্বরের পথ;

যে গতিকে থামাতে চায়
ভাঙতে চায় ঈশ্বরিক বিধান;
ধ্বংস করতে চায় অন্যের আশ্রয়,

ফিরে যেতে চায় অন্ধকারে,
নিজের মধ্যেই একাকী নাশ করতে চায় নিজেকে,
তাকেই বলতে পারো শয়তান;
গতির বিপরীত দিক এই শয়তান;
অভিব্যক্তির উল্টোপথ শয়তানের;
যে শক্তি অস্তিত্বকে টানে অন্ধকার থেকে আলোয়
তাকে আমরা বলেছি ঈশ্বর;
উল্টো দিকে যা টানছে আলোকিত বিশ্বকে
অন্ধকারের দিকে তাকে বলছি শয়তান;
যে চৈতন্যের উচ্চতর প্রকাশ
আবার ফিরে যায় অচেতন বস্তুর জগতে
সেই পথেই দেখি
শয়তানের হাত;

জীবন শুধু আলোর পথে যাত্রা নয়;
যে আলোকিত সে জানে,
অন্ধকার থেকেই উঠেছে সে,
অন্ধকারের মধ্যেই রয়েছে আলোর সন্ধান,
অন্ধকার অবচেতন জগতের মধ্যে দিয়ে
প্রকাশ হয়েছে আলোকিত পথ;
যে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডকে টানছে
অন্ধকার থেকে আলোতে
সেই শক্তিই আবার টানছে
আলোকিত বিশ্বকে অন্ধকারের দিকে;
এই দুইই এক শক্তির
ভিন্নতর প্রকাশ;
যে অস্তিত্বের এক জগত

আলোকিত ও প্রকাশিত ;
চলেছে মনের সর্বোচ্চ মন্দিরের দিকে ;
সেই অস্তিত্বই ফিরিয়ে নিয়ে যায়
মন্দির থেকে শবালয়ে ;
এইভাবেই রয়েছে ঈশ্বর এবং শয়তান।

২য় জন

মানুষের নিজস্ব বলে কিছু নেই?
সবই কি ঈশ্বরের কিংবা শয়তানের হাতে?
মানুষ কি পারেনা
ঈশ্বর ও শয়তানকে বাদ দিয়ে
নিজের জীবন গড়তে?
মানুষকে দেখি তারা তো
কেউ করে স্বীকার,
কেউ করে অস্বীকার,
কিভাবে? এর অর্থই বা কি?

আলোকিত মানুষ

মানুষের মধ্যে শক্তির দুই দিকেই প্রকাশ;
একদিক টানছে মানুষকে অভিব্যক্তির উচ্চতর পথে,
অন্যদিক রয়েছে অন্ধকারে প্রথিত;
যে অন্ধকার থেকে মানুষের জন্ম
তার স্মৃতি অবচেতন মনের গোপনে
করছে কাজ অহরহ ;
দুইয়ের বন্ধনে মানুষ

চলেছে বস্তু থেকে চৈতন্যের পথে
আবার ফিরে আসছে বস্তুর জগতে;
ভারবাহী বস্তুর নিয়ম থেকে যে যত মুক্ত
যে যত মনের শক্তিতে করে কাজ;
তার কাছে মুক্তি বস্তুর কর্মকান্ড থেকে মুক্তি;
গাছপালা , আলো, হাওয়া, ঝড় ঝঞ্চার
বাঁধন থেকে মুক্তি;
 নিজের মনের আকাশে আলোর পাখী হয়ে সে ওড়ে,
যাকে অবচেতন অন্ধকার
রেখেছে টেনে বস্তুর জগতে
তার কাছে বস্তুর ভারই মূল্যবান;
সে চায়না উড়তে পাখি হয়ে আকাশে,
সে চলতে চায় পাথরে, মাটিতে পোকা মাকড়ের সাথে;
সবার মধ্যে দুই দিকই আছে;
তবে কারো মধ্যে রয়েছে আকাশের পাখী,
আর কারো মধ্যে পোকা মাকড় আর মাটি;
কম বেশি এই তাদের পার্থক্য;
মানুষ নিজস্ব তখনই
যখন জীবনের গতি আনে চিন্তার প্রয়োজন;
যখন মনের আলোড়নে মানুষ খোঁজে
কোনদিকে চলবে তার পথ
তখনই মানুষ সে নিজে;
ঈশ্বর ও শয়তান দুইই আছে নিজের ভিতর,
তবু দেহতো মানুষের নিজেরই
ব্যক্তিগত ও একক;
যারে মন বলি সেও ব্যক্তিগত মন ;
ঘটনাচক্রে কোন এক পৃথিবীর কোনে

এসেছে রূপ নিয়ে,
নিজে দায়ী নয়,
তবু ঘটনার টান তাকে করেছে দায়ী
জীবন নাটকে;
তাকে বাছতে হবে ;
নেই তার জীবনের অন্য কোনো উপায়;
হয় অবচেতনের পথে চলো,
বস্তুর ভারবাহী পশুদের মত ,
নয় বাছো চৈতন্যের অভিব্যক্তির পথ।
বাছো আলোকিত পথ,
নয় ফিরে যাও অন্ধকারে
বস্তুর সাথে ঘোর নিয়মের টানে
অন্যদের সাথে যারা অজ্ঞান, নির্বোধ;
এটা কোন মরালিটীর পথ নয়;
তবে মানুষকে নিজেকে বাছতে হবে
তার জীবনের পথ;
কোন পথ এক ব্যক্তি বাছবে
তারপর নির্ভর করছে অন্য ব্যক্তির বাছার পথ ;
যে পথ ব্যক্তি ছাড়িয়ে
সমষ্টির অস্তিত্বেকে করবে সবল,
সেই পথই প্রগতির পথ;
কোন পথ ধরে
মানুষ উত্তরিত হবে মন্দিরের দিকে;
কোন পথে ফিরে যাবে সে আবার
মাটি আর কীটপতঙ্গের মাঝে ।

২য় জন

মন্দিরে উঠবে কেন মানুষ,
মাটি আর কীটপতঙ্গ করেছে কি দোষ?

আলোকিত মানুষ

কীটপতঙ্গের সাথে বেঁচে
মানুষ যদি পায় আনন্দ
তাতে নাই কোন দোষ ,
সব সৃষ্টিই মহান;
যদি কেউ কোথাও পায় তার
দেহের ও মনের আশ্রয়
দোষ কিসের ?
তবে কীটপতঙ্গের দল
যদি অন্য মানুষেরে করে আক্রমণ
ও চায় অন্য সবাই যোগ দেবে
কীটপতঙ্গের সাথে অন্ধকারে
তাহলে অবশ্য প্রশ্নটা অন্যরকম।
যে যে স্তরে পালন করে তার শৃঙ্খলিত জীবন,
নিজে বাঁচে এবং সমষ্টির অন্যদের বাঁচার
সমাধান খোঁজে, সেখানেই তার জীবনের মূল্য;
তবে সমস্ত জীবকূলে চৈতন্যের বিকাশ এক নয়;
কীট পতঙ্গের চেতনা, ভাবনার স্তর এক,
আর উচ্চতর মানুষের চেতনার স্তর অন্য;
বিভিন্ন মানুষের মধ্যেই এই রকম ভেদাভেদ;

কারু পথ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত আলোর আকাশে,
নিজেরই মনের মধ্যে বিস্তারিত বিবিধ বাস্তব;
বহু উপলব্ধি, বহু আশ্চর্য স্বপ্ন, বহু অলীক
জগতের ছায়া আর দৃশ্য,
আর বহুস্তরের অনুভবের আকাশ, মহাকাশ,
মহা - মহাকাশ।
এর মধ্যে কেউ করে ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন ;
চৈতন্য ব্রহ্মাণ্ডের মত
অনাদি, অশেষ,
এই সীমাহীন মনের ভিতর দেহ
তার সীমারেখা টেনে
আঁকে মানুষের ইচ্ছা আর প্রবৃত্তির রূপ;
এসবই অবশ্য মানুষের জীবন
কোন কিছু বাঁচার আগেই, জীবনের কাহিনী
এমনই যে, সবকিছু বাছা হয়ে যায়,
মানুষের জন্ম বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে,
যা বাছে না সে নিজে;
তেমনি তার মাতা পিতা তার নিজস্ব ইচ্ছায় তৈরী নয়;
সবই ঘটে গেছে এমনি পরিবেশে
মানুষ জন্মায় তার জীবনের দায় নিতে;
পারিপার্শিক জগতের গর্ভে,
আর চারদিকের মানুষের চিন্তাধারা, জ্ঞান ও বিশ্বাস
তার শিক্ষার উপাদান;
তার চৈতন্যের বিকাশের অংকুর।
যে পরিবেশে মানুষ দেখেছে সে কীটপতঙ্গের ভীড়
সে পরিবেশে তার আনন্দের সূত্র এবং
পথ চলার Guidebook;

মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে
নিজেকে আবিষ্কার করা;
নিজের মধ্যে যে সীমাহীন জগতের ভিতর
জগত রয়েছে তার অনুসন্ধান করা;
প্রতি জগতে রয়েছে আশ্চর্য্য রূপ স্বপ্ন অনুভব
আর ঈশ্বরের এক এক প্রকাশ;
কীটপতঙ্গের জগতের আরেক রূপ,
তেমনি আছে বহু বহু আশ্চর্য্য অবর্ননীয় জগতের রূপ,
উচ্চ থেকে উচ্চতর পথে
আলো থেকে আরেক আলোকিত,
আরও আরও আলোকিত জগতে
রয়েছে অপূর্ব বিস্ময়;
এই যাত্রাই মানুষের জীবনের আসল উদ্দেশ্য;
যে পারবেনা এই যাত্রায় যোগ দিতে,
জানবেনা কোনদিন
জীবন কি মহান, বিচিত্র এবং অপরূপ!
বুঝবেনা ঈশ্বর আসলে কি এবং কোথায়?

দ্বিতীয় উপাসকের দল

লেখক, চিত্রকর ও সঙ্গীতবিদ

১ম লেখক

আমি লেখক;
লিখি গদ্যে পদ্যে বহু রকম মানুষের কথা;
যে জীবনের কথা শুনলে এদের কাছে ,
এইসব কথাই গল্প করে লিখি,
এদের মনেরই আবেগ ছন্দেতে
লিপিবদ্ধ করি;
আমার্ কাজই খুঁজে খুঁজে দেখা,
কোথায় মরছে মানুষ,
কোথায় জীবন,
কোথায় ভ্রান্ত পথে হাহাকার,
কোথায় মানুষ নিতান্তই দায়ে পড়ে
হয়েছে কুকুর, বেড়াল;
এদের কথা কষ্টকর;
খুবই নিদারুন,
তবু এই-ই আমার কাজ,
এর মুখ থেকে ওর মুখ থেকে
শুনে শুনে জমাই খবর,
তারপর ভাষার কায়দায় দিই তারে রূপ;
সমাজ, সংসার, বিশ্বাস, অবিশ্বাস ছাড়া,
ভুত, প্রেত, শয়তান সবই মুখস্থ হয়ে গেছে;
ওদের কথা শুনে শুনে ;
ঈশ্বর আছে কি নেই ,
সে নিয়ে মাথা ঘামানোর নাই কোন দরকার,

মানুষের গল্পের মধ্যেই আমি করি নিজেরে আবিষ্কার;
এদের মধ্যে যারা অর্থশালী,
আছে ব্যবসায় ঝোঁক,
মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা বিক্রি করে
যারা জমাতে চায় নিজের আর্থিক সম্পদ,
তাদের দাসাবত হয়ে ছুঁচোর মত ঘুরঘুর করে
ঢুকে পড়েছি নিজেরই অজ্ঞাতে লেখকের দলে;
পেশাদার ব্যবসায়ী প্রকাশকরা
জানে কি লিখলে পড়বে মানুষ;
কোথায় আঘাত করলে কাঁদবে,
কি করলে হাঁসবে , কিংবা কেন জানতে চায়
কোন ফুটোর মধ্যে ঢুকলে
বেঁচে যাবে নিজে ;
সবাই স্বার্থান্বেষী মানি,
তাই আমিও স্বার্থছাড়া
বুঝিনা বেশীকিছু;
যেখানে পয়সার লুটপাট
সেখানেই তাই বেশি লেখকের মাঠ;
আমরা ছুঁচোর দলের মত এক টুকরো
খাবার দেখলেই ছুটে আসি
নিজ নিজ রূপ নিয়ে,
ভাষায় , কবিতায় কিংবা
গদ্যে পদ্যে কেলেঙ্কারি করে
ছড়াই আমড়া গল্প;
কে কোথায় পালিয়েছে কার সঙ্গে;
কে কোন মেয়েটার পেটে
জন্ম দিয়েছে অবৈধ সন্তান;

এছাড়াও অজস্র আজগুবি ইতিহাস
যা শুনলে শিহরণ জাগবে
মানুষের জঙ্ঘায়।
আমি যে দলে ঘুরঘুর করি,
তাদের বেশির ভাগই এক ধরণের ছুঁচো,
নেমেছে লেখার ব্যবসায়;
এ ছাড়া কিইই বা লেখার আছে!
পাইনাকো খুঁজে ,
আর সে সব লিখলে কেউ বা দেবে
এই জীবনকে তার পুরস্কার ?
তাই ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না আর;
আর উচ্চতর লেখায় বা কি?
মানুষের রক্ত মাংস, পেচ্ছাব ছাড়া
আর কোন গন্ধে আসবে
পিঁপড়ের দল
তাদের জীবনী শুনতে?
তবুও বল, তোমার মতামত;
লেখকের জীবনে আছে কি
কোন উচ্চতর পথ?
কি লিখলে মানুষ খুঁজে পাবে
তার নিজের মধ্যে অন্য এক মানুষের পথ?
যা ঘটছে , তার বাইরে,
আমি নিজেই বুঝিনা নিজেকে;
তাই অন্য রকম লেখা লিখবোই বা কি করে ?

আলোকিত মানুষ

শুনলাম সব : তোমার সত্য দর্শনের কথা,

নিজেকে ভাঁওতা না দিয়ে
সত্যের সম্মুখীন হতে চাও
এটাও বুঝলাম;
তবে আরও বুঝলাম তোমার দৃষ্টির দূরত্ব হয়ত কম;
নিকটের ঘটনা ছাড়া দেখতে পাওনা অন্য কোন কিছু;
যা মানুষের কথা তুমি লিপিবদ্ধ কর
তা মানুষের জীবনের হয়তবা সত্য কথা,
তবে সেটা শুধুই বাহ্যিক;
বাঁচার তাগিদায়;
কালচক্রের নিয়মে,
মানুষ বাঁচে মরে,
ঘর বাঁধে, ঘর উড়ে যায়,
যন্ত্রণার ভোগে, আবার আনন্দেতেও নাচে;
পরিবেশ, পরিস্থিতী, জ্ঞান, শিক্ষা,
সবের কাঠিতে মেপে জীবনের
দেনা পাওনা এভাবেই করা আছে ঠিক;
এর থেকে পালাবার নাইকো সহজ উপায়;
তবে এটাই শুধু মানুষ নয়;
মানুষের ভিতর আছে আরো অনেক জগত;
যে মানুষ কাঁদে
সে শুধু যন্ত্রনায় কাঁদে না;
আনন্দেও চোখ হতে তার বারিধারা নামে;
নিজের স্বপ্নের সাথে নিজের পরিচয় হলে
আপ্লুত হয় তার নয়ন;
যদি অন্য কোন মানুষ তার
আনন্দের বা দুঃখের ভাগ নিতে আসে,
তাহলেও আবেগে ভরে আসে চোখ;

শোক, দুঃখের মধ্যেও যদি দেখে
পিঁপড়ের দল একে অন্যকে পিঠে তুলে
পাড় হচ্ছে সামান্য বাঁধন;
ভাগ করছে তাদের সঞ্চয়,
মানুষ ভুলে যায় তার দুঃখ, কষ্ট, অনুতাপ;
নিজের মধ্যে খোঁজে আবার নতুন জীবন;
মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে বহুবিধ দেশ;
সর্বই দৃশ্য-গ্রাহ্য নয়;
লেখক যদি খুঁজে বেড়ায় কোথায়
কজন মরেছে , কি বেঁচেছে,
কিংবা কে কোথায় লুটপাট করেছে
অন্যের কবর;
কিংবা ভেঙেছে অন্যের আশা, স্বপ্ন,
বিশ্বাস,
তার বদলে ঢেলেছে ঘি,
জ্বালিয়েছে ঘর;
তাহলে সে লেখক শুধুই জানে
প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটেছে তা বাহ্যিক ;
এই বাহ্যিক জগত পাড় হলে
আছে বহু আশ্চর্য্য বন্দর;
এ অন্তরের ঘরে
বাস করে মানুষের অনুভূতির জগত,
যে উচ্চতর লেখক
সে খোঁজে না গল্প যেখানে মানুষ পশুবত;
তার দৃষ্টি অনেক প্রখর;
অন্তরের বন্দরে বন্দরে ঘুরে দেখে
কোথায় মানুষ খুঁজছে নিজের ভিতর ঈশ্বর;

যদি সত্য সন্ধানী লেখক হতে চাও,
প্রথমে নিজেকে চিনতে শেখো,
নিজের ভিতর যে ঈশ্বর আছে,
নাও আগে তার খবর;
নিজের অনুভূতিকে দাও
অন্যের মনের বন্দরে প্রবেশের ঠিকানা
আর পথ;
যে মানুষের সাথে চলেছে ঈশ্বর ,
সেই মানুষের অন্তর জগতের গল্প বলো;
মানুষকে জানতে দাও
তারই মধ্যে রয়েছে উচ্চতর জগত ;
সেই উচ্চতর লেখক
যে মানুষকে তার মধ্যে দেখায় উচ্চতর মানুষের
পথ।

২য় লেখক

লেখকের উচ্চতর পথ
খুঁজেছি সারাটা জীবন;
নিজেরই মধ্যে আনাগোনা করেছি চিরকাল;
নিজেরই মনের ভিতর দেখেছি অনেক
অদৃশ্য জগৎ;
বুঝেছি নিজেরই ভিতর আছে অন্য মানুষের ও খবর;
অন্যের ভিতর যে পথ
নিয়ে যায় মানুষের উচ্চতর পথে,
তাইই চলে আমারও ভিতর;
বুঝেছি সমস্ত মানুষ একক ভাবে জড়িত

দেহের বাইরে এক অদৃশ্য জগতে,
যা আমার মধ্যে করি অনুভব,
তারই মধ্যে বুঝি অন্যের অনুভব,
মনের ভিতর বুঝি
আছে আরো বহু গুপ্ত কন্দর;
যেখানে পশু-প্রাণী সব ঘুরছে
আমারই ভিতর,
বুঝেছি যে নিজের দেহের গন্ডীতে
ঘুরছে চিরকাল;
তার জীবনের গন্ডী বেঁধে রাখে তারে
দৃশ্য-গ্রাহ্য জগতের সাথে মাঝে;
যে জগৎ বস্তুর বাঁধনের উপর
পায়না সে , সেই জগতের কোন খবর;
বুঝেছি এই অদৃশ্য জগতেই আছে,
ঈশ্বর ও মানুষের মিলনের পথ;
কল্পনার আর স্বপ্নের ভিতর
দৃশ্য -গ্রাহ্য হয়ে যখন আসে ছায়াদের মত,
মাঝে মাঝে দেখতে পাই তারে;
কিন্তু সে ছায়া
কোন বিশেষ মানুষ নয়,
কোন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে,
ঘোরেনা মনের আনাচে কানাচে;
আসে শুধু বোঝাবার তরে
সব মানুষের আশ্রয় সেই একই ঘরে;
আজ ,কাল আমার, তোমার, যারি বলি,
তা অজ্ঞান মনের অন্ধকারে
নিজেরই দেহের ছায়া,

ধুলো বালির ঘূর্ণিপাকে বাঁধা;
তাই আমার গল্পের ভিতর
নেই কোন ব্যক্তির কথা;
লিখি শুধু মানুষের গল্প,
যে মানুষ অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতকে
অতিক্রম করে শাশ্বত,
সেই মানুষই আবার গল্পের নায়ক,
সংস্কার , পরিবেশ, ধর্ম বিশ্বাস,
এসবের বাইরে এই মানুষ,
দেহকে ছাড়িয়ে,
জ্ঞান, বুদ্ধি, বোধের পথে খোঁজে
তার উত্তরণের পথ;
এভাবে আসলে লিখি নিজেরই গল্প,
যে নিজেরে আমি চিনিনা এখনও;
নিজের স্বপ্নের মধ্যেই খুঁজি
সেই শাশ্বত জীবন,
মনে হয় এর মধ্যে খুঁজে পাবো
যা অমর ও সুন্দর;
এর মধ্যে কল্পনার, স্বপ্নের ও বাস্তবের
দেখিনা অধিক বিভেদ;
আজ যা কল্পনা , তাই কাল হবে বাস্তব;
আজ যা স্বপ্ন হয়ে ঘুরছে চারদিকে,
তা কাল হয়ত দেখা দেবে
পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়ে,
যার পিঠে উঠে চলে যাবো
অলৌকিক জগতের দিকে;
দেখবো সেথা গ্রিক দেবদেবী,

কিংবা অপ্সরা অপ্সরী,
যাদের আশ্রয়ে খুঁজে পাবো
অদৃশ্য জগতে নিজের দ্বীপ;
যে জগতকে দেখা যায় না
দেহ, মাটি, ধুলোর ঘূর্ণনে,
সেই জগতে খুঁজে পাবো অনাদি অমর।
এই-ইকি উচ্চতর লেখকের পথ?
সাধারণ মানুষ যাদের দেখি চারদিকে,
বোঝেনা আমার লেখা
তাদের কাছে এসব হয়ত মনে হয় আজগুবি কথা
জিজ্ঞেস করে আমায়:
তোমার গল্পে কোথায় মানুষ?
কোথাও রক্ত মাংস,
ঘাম আর তাদের পেচ্ছাব?
যদি সাধারণ মানুষই না বোঝে
এসব লেখার কি দরকার?
তারা চায় লেখকের কাছে
সান্তনা আর মনের আশ্রয়;
তাছাড়া নিছক মজা: একবার হেঁসেই যা শেষ হয়ে যাবে;
যার নাই কোন অন্য কোন দরকার;
ব্যাধিগ্রস্থ মানুষ যেন ওষুধ চায়,
যন্ত্রনা লাঘব করতে পারে
এমন কিছু গল্প;
কিংবা নিজের মত অন্যরাও ভুগছে সেই গল্পে
খোঁজে সে সান্তনা;
এখানে উচ্চতর লেখকের কাজ কি?
ঈশ্বর সেবা?

না এই মানুষের সেবা?

আলোকিত মানুষ

যে উচ্চতর পথে চলেছে তুমি,
সেই পথেই মানুষ দেখা পায় ঈশ্বর;
যে নিজেকে দেখছো অন্যের মধ্যে,
যেখানে তোমারই শোক, দুঃখ, আনন্দ, ভালবাসা
অন্যের মনের প্রকাশ,
অন্যের ভিতর দেখ নিজের ভিতর,
সেখানে ঈশ্বর মানুষের রূপ নিয়ে
রয়েছে হেথায়;
মানুষের মধ্যে যেমন রয়েছে ঈশ্বর,
সেইরকম পশু-পাখী, প্রাণী
তাদেরও জীবন কাহিনী লেখা আছে
মানুষের মনে;
যে অভিব্যক্তির পথ ধরে এসেছে মানুষ,
যে জঙ্গলের, নদী, জল বায়ু
অভিজ্ঞতার সঞ্চয় প্রাণীদের দেহে
তাই রয়েছে তোমারও ভিতর;
মানুষ কোন বিশেষ এক প্রকার নয়,
তার মধ্যে রয়েছে অজস্র জীবের কাহিনী;
কোথাও সে ডুবে আছে অন্ধকারে
কাদামাটি মেখে,
কোথাও সে উড়ছে আকাশে পাখিদের সাথে;
কোথাও সে গর্দভ;
কোথাও সে চতুর;
কোথাও সে লুকোয় ভয়ে,

অন্য কোথাও জেগে ওঠে আক্রমণের তরে;
জীবজগতের গন্ডির বাইরেও
আছে মানুষের আরও উচ্চতর রূপ;
এই মানুষও আবার অদৃশ্য মহামানব;
তার মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হয়
আকাশের আলো, আর অন্তর জগত;
মানুষের জীবনের অর্থই
নিজের মধ্য দিয়ে নিজের দিকে উত্তরণ;
মাটি বাঁধা চেতনার স্তর ভেদ করে
অন্তরের ভিতর যে বহুস্তর আছে
তার উচ্চতর পথের দিকে যাত্রা;
যে নিজের পেয়েছে সন্ধান,
সেই লেখকই পারে অন্যেরে দিতে
তার নিজের সন্ধান;
যার জীবন অন্ধকার কাদা মাটির মধ্যে
চলেছে বাঁচবার তাগিদে,
যেখানে কোনদিন পড়েনা
সূর্য্যের আলোক,
সে কি করে বুঝবে তারই ভিতর
রয়েছে তোমার গল্পের মহামানব?
লেখকের কাজ হচ্ছে আলো আনার কাজ,
যেখানে অন্ধকার সেখানে যাতে আসে সূর্য্যের প্রতিফলন,
জন্মায় নতুন অনুভূতির জগত,
মানুষ দেখতে পায় তার অন্য আরো দিক;
লেখকের কাজ,
যে ব্যাধিগ্রস্থ, দুর্বল ও অজ্ঞান,
তাকে শুশ্রুষা করার কাজ;

তার ঘরের ভিতরকে
সাজিয়ে দিয়ে
তাকে ঘরের বাইরে আকাশের নীচে
সুন্দর জগতের বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কাজ;
অন্ধকারের বাইরে যে বৃহত্তর আলোকিত জীবন
যেখানে পশু-পাখী , মানুষের মাঝেই
রয়েছে স্বপ্নের অধিক এক আশ্চর্য্য জগত,
সে জগতের স্বপ্ন দেখানো;
যে মানুষ চাইবে চলার শক্তি,
তাকে শেখাতে হবে
কি করে খুলতে হবে নিজের শক্তির ভান্ডার;

যে মানুষ বোঝেনা তোমায়;
সে বোঝেনা নিজেকেই;
তার মন এখনও ফোটেনি আলোতে;
তাকে উত্তরণের পথে এগিয়ে দেওয়ার
জন্যেও লেখকের দরকার;

কোন লেখকের পক্ষেই সম্ভব নয়
সমস্ত মনুষ্যজগতের জন্যে লেখা;
তুমি লেখো তোমার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী
এইভাবে গড়তে চাও তুমি নিজের সমাজ;
সব স্তরের মানুষের মধ্যেই লেখক আছে,
তাদের কাজ তার সমাজের লোককে
অভিব্যক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া;
বিভিন্ন পরিবেশে যারা খুঁজছে পথ,
তাদের সামনে আলোর বর্তিকা ধরা;

তোমার কাজ অন্ধকারে নেমে
সবাইকে অন্ধকার থেকে তুলে আনার কাজ নয়,
তুমি যেখানে আছো,
যেখানে তুমি খুঁজে পেয়েছো নিজেকে
যেখান থেকে তুমি দেখতে পাও
কোথায় ঈশ্বর
সেখান থেকেই এগিয়ে যাওয়ার
দায়িত্ব লেখকের;
সেখান থেকেই সমাজকে আলো
দেখানোর পথই তোমার পথ;
জন্মান্ধকে গোলাপের রূপ
বোঝাবে কি করে ?
তার বদলে যে অন্ধ
নিজের ভিতর দেখতে পায়
আশ্চর্য্য সুন্দরকে,
তাকে বোঝাতে দাও সুন্দর কি?
সেই-ই পারবে অন্ধকে তার
উত্তরণের পথ দেখাতে।

২য় লেখক

মাঝে মাঝে নিজেকেও তো অন্ধ মনে হয়;
যা দেখি,
তা অনেক সময় বুঝিনা কিছুই,
যা লিখি তা মাঝে মাঝে
অন্ধের আচরণ মনে হয়,
যে আশ্চর্য্য সুন্দর অস্তিত্ব
মনকে বিমোহিত করে,

লেখার ভাষায় তা পারিনা ধরতে;
অনুভূতির যে মূর্চ্ছনায় কেঁদে ওঠে বুক,
যে তরঙ্গের আঘাতে জেগে ওঠে
অজস্র আলোর দ্বীপ,
যে কল্পনার শক্তিতে কেঁপে ওঠে
আকাশ বাতাস,
নক্ষত্রের পুঞ্জীভূত শক্তির সমান,
তারে পারিনা দিতে রূপ
আমার লেখার ভাষায়;
শব্দের দেহবন্ধী মনের প্রকাশ;
মনের আকাশ তো আরো অনেক মহান!
এই ইন্দ্রিয়জাত শব্দের বিন্যাসে
যে কথা বুনিতেছে মন,
যার অপেক্ষায় সবসময় কান
করছে অর্থের সন্ধান;
সেই কথা দিয়ে কি উচ্চতর
লেখক হওয়া যায়?
না আছে অন্যকোন পথ?

আলোকিত মানুষ

অনুভবের অন্তরজগত ভাষাহীন;
যে উচ্ছ্বাস , যে তরঙ্গিত বোধ,
যে আশ্চর্য্য সংগীত
বয়ে আনে মানুষের ভিতর
মহামানবের অনুভব,
তা ভাষার অতীত;
যা সাধারন জীবনের ঘটনায় গড়া,

যা প্রকৃতির সাথে জীবনের সংযোগ গড়ার উপায়
যা ইন্দ্রিয় বেষ্টিত সংস্কারে বাঁধা,
সেই ভাষায় প্রকাশ হয়না মানুষের উচ্চতর মন;
ভাষাও নিয়ম চালিত জগতের সঙ্গে বাঁধা,
তাই ভাষাই এই জাগতিক ঘটনার বাহক,
যা ঘটেছে, ঘটছে কিংবা ঘটবে তাকে বোঝাবার উপায়;
অন্তর জগতের ঘটনা অন্য প্রকার ,
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত
সবের মধ্যেই তা লুপ্ত এবং নির্মিশেষ;
যা ঘটে, তা বহুকাল আগেও ঘটেছে,
অন্তর সময়ের উর্দ্ধে
ইন্দ্রিয়জাত বোধের শৃংখলে শৃংখলিত নয়;
তাই লেখকের অন্তর জগতকে প্রকাশের ভাষা
দেহের ও প্রকৃতির ঘটনার শৃঙ্খলিত
বোধ হতে পারে;
এই অন্তর জগত
কখনও চিত্রতে, কখনও সংগীতে
কখনও ভাষায়
ভেঙে ভেঙে একে অপরের সাথে মিলায়,
তারপর ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন দরজা দিয়ে
পৌছায় অন্তর্গত মনে;
যে লেখক শব্দকে ছাড়িয়ে
সংগীত কিংবা চিত্রের পথ নেয়
কিংবা কথার মধ্যেই সংগীত এবং চিত্রের
জগতে মনকে এক করে দেয়,
সেই লেখকের কথায়
আরো উচ্চতর মনের প্রকাশ;

১ম শিল্পী

সাধারণ শিল্পী মোরা ,
জানিনা কারে বলে উচ্চতর কি নিম্নতর মন,
শিল্প আমাদের জীবিকা,
কেউ কিনলেই তবে আমাদের
বাঁচার উপায়;
তাই প্রথমেই দেখি কে আমাদের ক্রেতাদের ,
কার দোকানে বিক্রি করতে নেবে
আমাদের শিল্পের প্রোডাক্ট;
আঁকি পেটের দায়ে,
আর খানিকটা নেশায়;
অন্যকিছুতে হাত যদি পাকা হতো,
তাহলে খুঁজতাম হয়ত অন্য কোন পথ,
এখানে উচ্চতর জীবন কোথায়?
বুঝিনা সহজে;
সংস্কৃতিবান মানুষরা হয়ত বোঝে ঐসব কথা ,
তারাই ঠিক করে কার মূল্য বেশী,
কার কত দাম বিক্রীর খাতায়;
ঐসব মানুষেরে উচ্চতরই বা বলি কি করে?
সবারই পিছনে ঘোরে ব্যবসাদার;
যদি বোঝে কোন বিত্তবান শিল্প কিনে বেচে হতে চায় আরো বেশি ধনী,
তাহলে তাদের কাছে শিল্পীর দল
মাথানত করে বসে থাকে
নিজেদের মনে করে ঋণী;
আজকাল যে সব শিল্পের কদর,
সবই প্রায়ই বাজারের দামে মাপা,

তবে শিল্পী যে উচ্চতর হতে পারেনা,
তা কি করেই বা বলি?
যদি দেখি ইতিহাস
তাহলে তো প্রায় শিল্পীর পিছনে ছিলো
ধর্মগুরু আর পুরোহিতদের দল;
মন্দিরে, গীর্জায়, চার্চে সর্বত্রই ছিলো
দেবদেবী আর ঈশ্বরের নাম
শিল্পের প্রকাশ;
সবই ছিলো আধ্যাত্মিক,
উচ্চতর জগতের নাম
সেখানে মানুষের সাধারণ মুখ আঁকার
ছিলোনা রেওয়াজ;
শুধু যে সব পুরোহিত কিংবা পাদ্রীর হাতে ছিলো
স্বর্গের খবর,
তারাই বানাতো নিজের মন্দির
কিংবা ক্যাথিড্রাল;
তাদেরই খপ্পরে ছিলো শিল্পীদের জীবন;
তারপর যখন রাজরানীর দল বুঝলো
শিল্পের নাম পুরোহিত আর পাদ্রীর দল,
ভাঙছে সাধারণ মানুষের মাথায় কাঁঠাল,
আর বানাচ্ছে নিজেদের স্বর্গ,
তখন তারাও জাগলো শিল্পকে বাঁচাতে;
শিল্পীদের লাগালো নিজেদের ছবি
আর প্রাসাদের
আনাচে কানাচে ভাস্কর্য্য বানাতে;
বাগানে, ঝর্ণায়
দেবদেবীর বদলে উঠলো
অশ্বারোহী বিজয়ী রাজা অথবা সম্রাট

রথের চাকায় ঘুরলো দেবতার তেজ,
আর ফিনকি দিয়ে চুম্বন করলো
মানুষের রক্ত মাথার উপর ঝুলন্ত আকাশ;
শিল্প এগিয়ে গেলো অন্যত্র পথে;
মানুষের হাত তৈরী করলো,
মনের ভিতর অদৃশ্য আকাশে
আরেক জগতে যা আছে
স্বর্গের সমান;
তারপর যে সব ব্যবসায়ীদের দল
পৃথিবীকে লুটপাট করে ফিরলো
নিজ নিজ দেশে,
তারাও রাজরানীর আড়ম্বর দেখে
শিল্পীদের লাগালো কাজে;
বানালো নিজেদের মূর্তি আর প্রচ্ছদ,
এইভাবে মানুষের দল
স্বর্গ জয় করতে উঠলো এবার;
শিল্পীরাও পেলো কাজ
মনের যে উচ্চতর ইচ্ছা তারা এতদিন
পারেনি করতে প্রকাশ
তারই সুযোগ পেয়ে
উচ্চতর মন পেলো ইতিহাসের গতি ;
এরপর স্বর্গ দখলের ইচ্ছায়
পুরোহিত, পাদ্রী, রাজা-রানী
আর ব্যবসায়ীর দলে লাগলো মারামারি;
অনেক যুদ্ধের পর হারলো সবাই,
শেষকালে জয়ী হলো সাধারণ মানুষের দল;
ইতিহাসের চাকায় শিল্পীর মন এবার
ঘুরলো তাদের দিকে;

মানুষ হারালো স্বর্গের ভয়,
কেচ্ছা, কেলেঙ্কারি আর নিতম্বের নীচে
যেসব ঘটনা ঘটে
তাও পেলো শিল্পে স্থান;
আমরা সেই শিল্পীর দল,
এসব এঁকে খাই,
এর মধ্যে দেখি আমরা মানুষের ছবি,
উচ্চতর কি নিম্নতর যাই বল তারে।

উচ্চতর শিল্প কি?
ঈশ্বরের নামে ধর্মসেবার কাজ,
না,মানুষের সমাজ?
ধর্মের ভণ্ডামি, না মানুষের সেবা?
শিল্প মানেই কি তা সুন্দর হতে হবে?
যে জীবন অসুন্দর তার মধ্যে কি শিল্প নেই?
যে নোংরামি প্রতি পদক্ষেপে
মানুষের পায়ে পায়ে মাখা,
তাকে বাদ দিয়ে,
শিল্প কি শুধু কল্পনার বাগান,
আর স্বর্গের অপ্সরা অপ্সরী?
আজকাল শিল্পের গতি
এমনকি মানুষ ও প্রকৃতিকেও বাদ দিয়ে
চলেছে আবার অন্য একদিকে;
এই শিল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাঙা,
 যা দেখি, তাকে ভেঙে,
নিজেকে বাস্তব থেকে সরিয়ে,
মনকে দৃশ্যগত জগতের রং, রেখা থেকে

মুক্ত করে
শিল্পীর মন চাইছে অদৃশ্য জগতে করতে প্রবেশ;
নিজেকেই ভেঙে শিল্পীও চাইছে গড়তে
ভঙ্গুর জীবনের বাইরে শাশ্বত শিল্পের প্রকাশ
এর নাম হয়েছে 'এবস্ট্রাক্ট' ;
এই 'এবস্ট্রাক্ট' শিল্প উচ্চতর,
না যে শিল্প কাব্যের ভাষায়
মানুষের মনের উর্দ্ধতর চেতনার সংগীত,
যেখানে ভাষা করতে পারেনা প্রবেশ
সেই কাব্যের জগতে আছে কি শিল্পীর অন্য কোন উচ্চতর স্থান ?

আলোকিত মানুষ

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দেহের সংযোগে
যে জগতের উত্থাপন;
যার বাস্তবতায় রয়েছে মানুষের রক্তের ছাপ;
যে মল মূত্র ত্যাগ,
প্রজনন ক্রিয়া আর সংসার পালন নিয়ে
চলছে পশুপাখি , জীবজন্তু আর মানুষের জীবন;
তাকে শিল্প বলে বোঝার নাই কোন দরকার;
শিল্পীর দরকার সেখানেই যেখানে
মানুষের মন এই সব ছেড়ে উঠতে চায়
নতুন জগতে,
রক্তের বদলে চায় রঙ, আলো আর
সুন্দরের বর্ণনা;
জীবনের চারপাশেই রয়েছে সুন্দর,
রয়েছে বাগান, ফুল-ফল, রঙিন আকাশ,
মনের সন্ধিতে সন্ধিতে জ্বলছে অনেক

অপূর্ব আলোর প্রদীপ;
এই জগতের দ্রষ্টাই শিল্পী;
যেখানে ঘর বাড়ি, মানুষের সংসার,
শিশুদের ক্রীড়া, কিংবা বৃদ্ধদের ধ্যান
আর দৃষ্টি ঈশ্বরের দিকে,
যেখানে খুঁজলে পাবে শিল্পীর
উচ্চতর মনের প্রকাশ;
এই মানুষের জগতের মধ্যেই রয়েছে
বহুদেশ, বহু পবিত্র পথ,
বহু কল্পনার স্বর্গচ্ছটা
যা আধ্যাত্বিক;
যে শিল্প দেয় রাজরানীর কিংবা ব্যবসায়ীর
সম্পদের বর্ণনা ,
কিংবা বলে শক্তির ইতিহাস,
জয়ের পতাকা তুলে যেখানে অশ্বারোহী
অন্যের পরাজয়ে আর মৃতদের মাঝে
দাঁড়িয়ে দেখায় তার বিজয়ীর রূপ,
সেখানে শিল্পের কাজ
মনুষ্যত্বকে কলঙ্কিত করা;
যেখানে পাদ্রী কিংবা পুরোহিত
তৈরী করেছে নিজের মূর্তি ঈশ্বরের নামে,
আর হাতে নিয়েছে স্বর্গের চাবি,
সম্পদ আর শক্তির প্রলোভনে,
সেখানে শিল্পকলার নামে হয়েছে
মানুষের পতন;
শিল্প দৃষ্টির পথে সুন্দরীর আকর্ষণ,
কিংবা আধ্যাত্বিকতার পথে ক্ষমতার প্রলোভন নয়,

শিল্পের কাজ উচ্চতর মনের বিবরণ;
উচ্চতর মন তাইই
যা মানুষকে দেখায় তার ভ্রমনের পথ,
যেখানে মানুষ নিজের মধ্যেই খুঁজে পায়
যা অদৃশ্য সুন্দর,
অনুভূতির ফুলের বাহারে সেখানে
কেঁপে ওঠে মন;
মনের আকাশে জেগে ওঠে অজস্র তারার আলোক;
সেখানে মানুষের মনে দেখা দেয় ঈশ্বর,
অন্তরের ভিতর অন্তরে যেখানে
পৃথিবীর জীবনের সব আন্দোলন,
মিশে যায় হৃদয়ের অমরাবতীতে,
থেমে যায় স্থান-কাল,
লুপ্ত হয় লোভ, ক্ষোভ,
ভেসে আসে সুন্দর
বয়ে আনে ক্ষুদ্র এক মানুষের তরে
তার বিজয়ের আলো;
পড়ায় তারে সিঁদুর চন্দন,
সুন্দর সংগীতে রূপ দেয়
উচ্চতর মন,
সেখানেই শিল্প উচ্চতর,
স্বর্গের পথে মানুষের যাত্রা;
উচ্চতর মন ক্ষমতা কিংবা সম্পদের মহড়া নয়;
বাজারের দামেও তার নেই কোন মূল্য;
উচ্চতর শিল্পও তাই;
যে শিল্পীর মন,
অন্য মানুষের মনের সাথে একাকার,

যার দৃষ্টির প্রখরতায়
অন্তরের আলো প্রকাশিত,
ঈশ্বর যেখানে গড়েছে
তার নিজের মন্দির মানুষের তরে
সেখানে যে প্রকাশ করতে পারে
শাশ্বতের রূপ কবিতায়
কিংবা চিত্রময় রূপে,

সেইই উচ্চতর শিল্পী;
শিল্প উচ্চতর চেতনার সংগীত ।

যে শিল্পকে "এবস্ট্রাক্ট" বলো,
তার মধ্যে যদি শোনা যায়
এই সুন্দর মনের সংগীত
তাহলে তাও উচ্চতর হতে পারে;
শিল্পের বিশেষ কোন আকার নেই,
নিরাকার ও শিল্প হতে পারে
যদি তা জাগাতে পারে মানুষের মনে
সেই সুন্দর সংগীত ।

২য় শিল্পী

আমি শুনেছি সংগীত মহাকাশ হতে,
সমুদ্র ফেনার গর্জন যেথা
বুদ্বুদের রূপ ছড়ায় আলোর সংকেত,
সেখানে দেখেছি আমি মনের
অপূর্ব স্রোত বয়ে আনে কল্পনার রূপে
বিচিত্র শিল্প যা গড়ে ভাঙে

সময়ের সাথে;
যেথা অন্ধকার সেথা ডুবে যায় অপূর্ব আলোক;
যেথা আলোর ছটায় বিদ্যুতে বিদ্যুতে কাঁপে মহাকাশ,
সেথা অন্ধকার দেয় সৃষ্টির রূপের বর্ণনা;
যেথা নিস্তব্দতা ফেলে যায় ঢেউয়ের তেজ;
মনের বন্দরে ফিরে যায় সংগীতের সাথে,
সেথায় বেজে ওঠে মহাকাশ,
সংগীত ও শিল্পের মধ্যে দেখিনা ভেদাভেদ;
শিশুকাল হতে নিজেরে খুঁজেছি এই শিল্পের ভিতর,
মনের অন্তরে অনুভব করেছি
যা' দেখি তার বাইরে অন্য এক আকাশ,
যে হাওয়া কাঁদায়, জল, পাতা, মাটি
সে হাওয়ার ঊর্ধ্বে অনুভব করেছি
কল্পনার আলোড়ন
স্বপ্ন নয়, তবে স্বপ্নেরই মতন
এক অদ্ভুত নিরাকার
জানিয়েছে তার উপস্থিতি;
মনের গোপনে এসেছে মনে,
জাগায়েছে বহুরূপ ভাষা,
সুন্দর যাকে বলি তারই ভিতর
দেখায়েছে অদৃশ্য আরেক অপূর্ব সুন্দর;
বুঝিনাই কোথায়, কেমনে
দৃশ্যগ্রাহ্য জগত মিলায়েছে অদৃশ্যের সাথে,
নিজেরই ভিতর অদৃশ্য হাতে
দেখেছই শিল্পীর অংকন;
কোথা হতে আসে এই অদৃশ্য সংকেত?
কোন মনের পাশে বাঁধা আছে

অদৃশ্যের তুলি আর রঙ?
এই অদৃশ্যের সংকেতকে দৃশ্যবান করাই
কি শিল্পীর উচ্চতর পথ?
না যে দৃশ্য ইন্দ্রিয়কে আলোড়িত করে,
মনে আনে জাগতিক অনুভব
সুন্দরকে শরীরের গণ্ডীর ভিতর
টেনে রেখে
করে রঙ, রেখায় প্রকাশ,
তাই সুন্দর?
যে জলের ঢেউয়ে সমুদ্রের কম্পন,
যেথা আলোর জগত ভেসে আসে
মস্তিষ্কের ভিতর,
অপূর্ব মনে হয় সব,
তা নিভে গেলে
ভেসে আসে অদৃশ্যের
অজাগতিক কম্পন,
নক্ষত্রখচিত বিশ্ব ভেসে ওঠে মনে,
তবে সে আকাশের নক্ষত্র নয়,
অন্য এক আকাশের দীপাবলি যেন!
কল্পনার অনন্ত দুরে,
নিজেরই ভিতর এক মহাকাশ!
রূপহীন, অথচ জাগতিক রূপেরই মতন
জাগায় আলোড়ন,
সেই রূপ প্রকাশের বাইরে,
তবু কেন তরঙ্গিত হয় মন
সেই রূপের সন্ধানে?
বারবার নিজেরই ভিতর ভেসে ওঠে

কোন এক অপরূপ নিজেরই সন্ধানে?
একি শিল্প, না ভ্রান্তি?
শুধু নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার স্বপ্ন,
না সত্য কোন জগতের বিবরণ?
অদৃশ্যের এই টান,
এই অপরিকল্পিত পথে মনের ভ্রমণ,
ইন্দ্রিয়কে উত্তরণ করে
অতীন্দ্রিয়কে প্রকাশের চেষ্টা,
এই কি উচ্চতর শিল্পের পথ?
না, অন্য কোন শিল্প করিবো সন্ধান?

আলোকিত মানুষ

যে শিল্পী করে নিজের সন্ধান
তাকে ছাড়তে হবে ইন্দ্রিয়ের পথ,
ইন্দ্রিয়জাত জগতকে রূপ দেওয়ার মধ্যে
খুঁজে পাবে শুধু সেই 'আমি' কে
যেথায় মন পদার্থ জাত জগতের সঙ্গে
ঢেউয়ের মত আসে আর যায়;
পৃথিবীর রূপের বন্ধনে যে 'আমি'
সেখানে মন খোঁজে তার নিজের বন্ধন;
এই শিল্পের মধ্যে আছে নিজেকে
অনুভবের আনন্দ;
তবে সে আনন্দ জীবজগতের
সাথে নিজের বন্ধনের আনন্দ;
যে শিল্পী, এর বাইরে যে জগত
যেখানে মন আরো ঊর্ধ্বে বিরাজমান,
উড়তে চায়,

দেখতে চায় দেহগত জগতের বাইরের রূপ,
নিজের সন্ধানে উড়তে চায় আকাশের মাঝে,
সে শিল্পীর সন্ধান অন্য এক স্তরের ।
মনের কোন স্তরে
শিল্পকে প্রকাশ করতে চায়
তার ভিতর প্রকাশ পায় শিল্পীর নিজের চিত্র;
যে জগতকে ছাড়িয়ে
বিদেহী অদৃশ্য জগতের খোঁজ করে,
তার চিত্র জাগতিক রূপ রেখায়
প্রকাশ সম্ভব নয়;
যে অদৃশ্য জগতের তরঙ্গ ভেসে আসে,
সেখানে খুঁজে পায় সে তার যাত্রার পথ,
সে তৈরী করে
নিজেরই হাতে তার তরী
কল্পনার আলোকনায় ভাসায় সে
নিজের অন্তর,
তার বন্দর,
এই পৃথিবীর বাইরে
এক অলৌকিক সমুদ্র তটে
মহা নির্বানের পথ।

৩য় শিল্পী

অন্তরে দেখেছি এক আশ্চর্য্য
শিল্পের বন্দর;
হাজার, হাজার চিত্র,
লক্ষ, লক্ষ ভাস্কর্য্য,
অগণিত বিচিত্র শিল্পকর্ম

যা মানুষের ক্ষমতার অতীত;
সে বন্দরে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে
নিজের ভিতর স্বপ্নের আকাশ;
কোন কিছু বাস্তব নয়,
তবু সে এক অতীন্দ্রিয় বাস্তব,
বাস্তবের উপর এক অপূর্ব বাস্তব;
সে জগৎ শুধু ভেসে ওঠে মনে,
মুহূর্তে খুলে যায় দ্বার
জেগে ওঠে এক অপরিমেয় আনন্দের রূপ,
হাজার, হাজার, লক্ষ্, লক্ষ্ শিল্পের ভিড়ে
ঘুরি মানুষের দৃষ্টি লয়ে,
চোখে যা পরে তার কোনটাই
কোনদিন দেখিনি এই পৃথিবীর ঘরে;
প্রতিটা বস্তুই কি আশ্চর্য্য সুন্দর!
মনের মোহতে আকৃষ্ট হই,
চলি এক পথ থেকে অন্য এক পথে,
সর্বস্থানে সেই সুন্দর দেখা দেয়,
যতই অনুভব তীব্রতর হয়,
ততই বেড়ে যায় এই শিল্পের প্রকাশ,
ছুঁয়ে দেখি, একি সত্য না মিথ্যা?
বলি ওরে মন! আরও কত দেখানোর আছে দেখাও
আরও বেড়ে যায় এই অনাদি অসীম পথে বসা
শিল্পের বাজার;
ক্রেতা নেই, নেই কোন বিক্রেতা,
শুধুই সাজানো দোকান খোলা যেন ঈশ্বরের মন্দির চত্বরে।

এই দৃশ্য কোথা থেকে জাগে?

এত অসংখ্য শিল্পকে কে করে নির্মাণ?
সময়ের সব নিয়ম উত্তরণ করে
কি করে কয়েক মুহূর্তে
তৈরী হয় অগণিত শিল্পের ভান্ডার?
এই অজাগতিক শিল্পের জগতে
বাস্তবের রূপ রেখা পারেনা ধরতে
মনের আবেগ;
স্থান-কালের নিয়মও পারেনা বাঁধতে
চিত্তের শৃংখল;
এ এক উন্মুক্ত মহাজগত,
যেখানে শুধু সুন্দরের উপাসকেরা শুধু
পারে করতে প্রবেশ;
তবে সুন্দর যারে বলি,
এ সে সুন্দর নয়,
স্থান-কালে নির্মিত বস্তুর গঠনে
বাঁধা নয় এই অনুভব,
এখানে নেই কোন চিত্রকর,
যে চিত্র ভেসে আসে মনে,
বিচিত্র তার গতিপথ,
কখনও উড়ন্ত , কখনও স্থবীর,
কখনও নিশ্চল, কখনও অশান্ত চঞ্চল,
কখন স্থান-কালের অতীত ।
যে মন দেখে তারে
সেই মনে আবার ভেসে ওঠে চিত্রের ভিতর
এক হয়ে দেখে সে নিজেকেই;
এ কি করে সম্ভব?
মূর্তির ভিতর মূর্তির মত

কে যেন করেছে খোদাই
নিজেরই অস্তিত্বের রূপ।
এক অবর্ণনীয় স্থান-কালের সীমানায়;
যা দেখি তার ভিতর আরো বহুকিছু,
দেখার আছে,
গুপ্ত এক পথে সৃষ্টির বিন্যাশ ,
টেনে যায় মনের আবেগ আরো বহু গুপ্ত পথে,
শেষ নাই এর,
নেই কোন বেড়োবার উপায়;
এ মনের এক মহাকাশ;
চিত্তের এক অসামান্য রূপ;
বিমোহিত হয়ে দেখি সব,
বুঝিনা কিছুই,
যা দেখি, তাও কোনদিন দেখিনি কোথাও,
এ কি?
কোন শিল্পীর হাত
আমারই ভিতর কাজ করে,
সৃষ্টি করে এই আশ্চর্য্য জগত?

এরই মধ্যে মাঝে মাঝে বেজে ওঠে সংগীত,
সেই একই ভাবে,
সংগীতের সংগীত বেজে ওঠে
এক অকল্পিত সুরে;
যাকে চিত্র বলে দেখি
তাই-ই যেন কেঁপে কেঁপে হয়ে যায়
আশ্চর্য্য সংগীত;
ইন্দ্রিয়ের নিয়ম ভেঙে

গড়ে ওঠে অতীন্দ্রীয়ের অনুভব;
এ কিসের সংগীত?
কাঁপে না কোন বাতাস,
বাজায়না কোন বেহালার সুর,
পিয়ানোর সবকটা অকটেভ
যেন ছড়ানো আছে এদিকে ওদিকে,
ছোঁয়ারও দরকার নেই,
সে আপন প্রকৃতিতে বেজে ওঠে
যেন মহাকালের আওয়াজ !
সমস্ত ভেঙে আবার নতুন করে গড়ে,
নিস্তব্দতা থেকে তুলে আনে
সমুদ্রের ভয়ংকর গর্জন;
এ সমুদ্র তো আমিই!
আমারই মন!
আমারই অস্তিত্বের রূপ!
বল, এ কি শিল্প?
যে শিল্প, সংগীত মানুষের সৃষ্টির অতীত,
সে কি?
কিভাবে মানুষ বুঝবে এসব ?

আলোকিত মানুষ

যে শিল্প আর সংগীত
জাগে অসামান্য মনে,
তা এক মহাজগতের সৃষ্টি,

মনের জন্ম সেই জগতের তীরে,
স্থান-কালের বাইরে এ এক অদ্ভুত আলোড়ন
মস্তিষ্কের অসংখ্য বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে একসাথে,
কাঁপে, কল্পনায়, ভাসায় অজস্র তরী,
নির্মাণ করে অসংখ্য রূপের বাস্তব;
তারই মাঝে ভেসে ওঠে মন
মহান এক জগতের ভারহীন,
দেহহীন, স্থানহীন কালহীন স্রোতে;
এর বিবরণ মানুষের জ্ঞানের বাইরে,
বুদ্ধিতে যা প্রকাশ পায়,
তা বিদ্যুতের ঘর্ষনে জাগ্রত
মস্তিষ্কের কোষে
বহুকাল ধরে অভিজ্ঞতার প্রদর্শন;
এর বাইরে আছে মহাজাগতিক মন,
যে কোষে জ্বলে ওঠে আলো;
বুদ্ধি প্রদীপ্ত হয়,
সৃষ্টির বিধানে জন্মায় জ্ঞানের অঙ্কুর,
সেখানে সম্পূর্ণ নয় মনের এই আকাশ;
এর বাইরে আছে অস্তিত্বের ভিন্ন প্রকার;
তার প্রকাশ হয়,
শুধুই স্বপ্নের ভিতর,
কল্পনার মহাজাগরণ হলে,
ভেসে আসে লক্ষ, লক্ষ, অগণিত রূপ,
দেহগত জগৎ এর পায়না হদিশ,
এই মনের মহাজগতে
শব্দ, ছবি, সংগীত সব
অনুভুতির বন্যায় ভেসে হয়ে যায় একাকার;

কোন শিল্পীই বা সংগীত স্রষ্টা
পারবেনা এই জগৎকে রূপ দিতে ,
যা স্থান-কালের বাহিরে
তাকে স্থান-কালের ধরবে কি করে?
যে শূন্যে মানুষ দেখে কিছু নেই,
সেই অন্ধকার অদূরে
যেখানে কোন কিছু জাগ্রত নয়,
সেখান থেকে আসে, মনের এই মহাপ্লাবন;
একে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা আমার নেই,
এই সত্য কে নিজের উপলব্ধির বাইরে
বোঝার নেই কোন উপায়।
যে মন এই মহাপ্লাবনে ভেসেছে,
দেখেছে ব্রহ্মাণ্ডের বাইরেও রয়েছে
আরেক ব্রহ্মাণ্ড;
সেই বুঝেছে মহাজাগতিক মন আসলে কি?
শিল্প ও সংগীতের চরম রূপ
কি হতে পারে?
তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছো
কেন অন্য মানুষের কাছে
একে প্রকাশ সম্ভব নয়;
যারা এই উপলব্ধি করেনি
তাদের এই শিল্প কি
বোঝানোর দরকার?
যতটুকু মানুষ পারবে বুঝতে
পারো তো বোঝাও!

তৃতীয় উপাসকের দল

উচ্চতর মানুষের দল

১ম জন

উচ্চতর মানুষ নিশ্চয়ই আছে,
কিন্তু কি করে মানুষ জানবে
সে পথের উপায়?
মানুষের জীবন যদি হতো
শুধু একা চলার পথ,
মানুষ হয়ত খুঁজে পেতো
উচ্চতর মানুষ নিজেরই ভিতর;
মানুষতো একা নয়,
তার চারদিকে রয়েছে সমাজ,
বহুবিধ প্রাণী,
বহুবিধ বিচিত্র মনের আশ্রয়ে
বাস করে নিজেরই মতন
বহু অন্যলোক;
সবারই উদ্দেশ্যে মুখ্যত: একই,
কি ভাবে বাঁচবে?
কি ভাবে বইবে এই জীবনের ভেলা?
একে অন্যের জীবনে যদি আনে বাঁধা,
জেগে ওঠে আক্রোশ,
একে অন্যের জীবনকে অতিক্রম করে
যদি মুক্ত হয়ে ছোটে,
তাকে বাঁধা দিয়ে
নিজের পথ মুক্ত করার চেষ্টায়
জাগে হিংসা আর বিদ্বেষ;
এইভাবে মানুষ নিজের গতি ও প্রকৃতির
দিক করে নির্ধারণ;

এরই মধ্যে পরস্পরের মধ্যে
চলে লেনদেন
খোলে বাজার;
নিজের পণ্যের বিনিময়ে
করে অন্যের পণ্য কেনার হিসাব;
এইভাবে সমাজে সবাই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী,
আবার পরস্পরের উপর নির্ভর;
এইভাবেই চলে ইতিহাস,
বাঁচার তাগিদ,
অন্যকে পরাজিত করে নিজের জিত,
অন্যের শৃংখলকে দূর করে
নিজের জীবনের মুক্তি
আবার সেই শৃংখলই ফিরে আসে
ঘিরে রাখে নিজের চারদিক;
চারদিকে মানুষের দল ঘুরে ফিরে
পড়ায় শৃংখল, আবার তারই সঙ্গে
খোঁজে নিজের মুক্তি
এখানে একা চলার নাই কোন পথ,
শুধু সামাজিক জীব হিসেবেই মানুষ বুঝতে পারে
তার ঠিক চলবার পথ;
কোন পথে বাঁধা,
কোন পথে মুক্তি,
কোন পথে পাশব প্রবৃত্তির হুংকার,
কোন পথে হাহাকার,
কোন পথে হবেনা সে অন্যের শিকার।
সবেরই শিক্ষা পায়
মানুষ তার সমাজের থেকে;

সমাজ বহু প্রকৃতির মানুষের সমাজ,
যেখানে সবাই খোঁজে তার নিজের আশ্রয়,
কেউ ছেঁড়ে রক্ত, মাংস, মেদ
কেউ কোপায় মাটি,
কেউ হানায় বন্দুক,
এরই মধ্যে কেউ লেখে কবিতা গায় গান,
কিংবা খোঁজে সংগীত
কি শিল্প এদিক ওদিক;
এই যে মানুষের দল এলো, গেলো,
বললো তাদের জীবনের কথা,
সবারই তো একই প্রশ্ন:
উচ্চতর পথ কি এবং কোথায় ?
সবাই চলেছে তার নিজ নিজ পথে,
বাঁচার তাগিদে কিংবা সমাজের নির্দেশে
এইভাবেই তো ইতিহাস চলেছে
বিভিন্ন মনঃবৃত্তির মানুষকে একসাথে নিয়ে,
কেউ হারবে, কেউ জিতবে ,
কেউ বসবে সিংহাসনে,
কেউবা কুড়োবে রাস্তার ধুলো আর মাটি,
আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরবে ক্ষুধার সন্ত্রাসে;
মানুষের উচ্চতর অভিব্যক্তি এখানে হবে কি করে ?

আলোকিত মানুষ

মানুষের চেতনার বহুস্তর,
সবস্তরের মানুষই চলেছে একসাথে
নিজের নিজের গন্ডীর ভিতর,
একের চেতনা অন্যের চেতনায় হতেছে প্রতিফলন;

একের চলার পথ অন্যের পথে ফেলছে ছায়া,
নিজের বিশ্বাস, ভ্রম, ভ্রান্তি, অন্ধকার
অন্যকে করছে শিকার;
এইভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতিবন্ধক,
যে সমাজ এইভেবে চলছে অন্ধকার পথে
সেখানে প্রবৃত্তি ও সমাজের নিয়ম ছাড়া
মানুষ দেখেনা তার মুক্তির পথ;
অন্যের অন্ধকার জগতের মধ্যেই
মানুষ খুঁজে পায় তার নিজের জগত ;

এরই মধ্যে যে সমাজে
জ্ঞান করেছে প্রবেশ,
কিছু মন মুক্ত হয়েছে অন্ধকার থেকে,
অন্যেরা যার মধ্যে দেখতে পায়
সমাজের বাইরে আছে
অন্য আরো দেশ,
যেখানে বহুবিধ চেতনার হয়েছে আলোকিত সমাবেশ,
সেখানেই মানুষ খুঁজে পায়
উচ্চতর পথের নির্দেশ;
এই জ্ঞান, কিসের জ্ঞান?
হয়ত করবে জিজ্ঞেস;
যে জ্ঞান উজ্জ্বল করে মন,
দেখায় নিজের ভিতরই রয়েছে
অজস্র প্রদীপ,
হাতে তুলে দেয় চেতনার শলাকা
যা দিয়ে জ্বালায় মানুষ তার হৃদয়ের তীর;
সেই জ্ঞান যে সমাজে প্রবেশ করেছে

সেই সমাজের মধ্যেই রয়েছে
উচ্চতর মনের পথ;
এই জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্ঞান শুধু নয়,
যে চেতনা বস্তুজগতের গতিপথে ভ্রাম্যমাণ,
মানুষের চৈতন্যের প্রদীপ,
পশুপাখির মন থেকে আরম্ভ করে
বিচরিত ব্রহ্মাণ্ড অবধি,
সেই জ্ঞানের আলো
যে সমাজকে আলোকিত করতে পারে
সেই সমাজেই হয় উচ্চতর অভিব্যক্তি;

যে মহাকাশে জ্বলছে মনের প্রদীপ,
নক্ষত্রপুঞ্জ মাঝে যেখানে
এক অশরীরী শরীর
চেতনার শলাকা হাতে
জ্বালিয়ে রেখেছে মহাজাগতিক দ্বীপ;
সেই উচ্চতর মনের জ্ঞান
উচ্চতর মানুষের পথ নির্দেশক;
এই জ্ঞানই আধ্যাত্মিক জ্ঞান,
পদার্থ জগতের বাইরে যে জগত
পদার্থের গতিপথ ছেড়ে
মনকে মুক্তির পথ দেখায়,
সেই জ্ঞানই উচ্চতর জ্ঞান;
যে সমাজে হয়নি এই উচ্চতর মনের প্রতিফলন,
সেখানে মানুষের জীবন
পায়নি পদার্থের বাইরে যে জগত
সেখানে গতিপথ;
গাছপালা থেকে আরম্ভ করে পশুপাখির জীবন

সবই খুঁজছে অভিব্যাক্তির উচ্চতর পথ,
যেখানে জীবন পারেনি মুক্ত করতে তার
বস্তুগ্রাহ্য জগতের বাঁধন,
সেখানে জীবন টানছে জড় পদার্থের ভার
আর তার ছায়ায় ঘুরছে
অন্ধকারে আবদ্ধ কীটপতঙ্গের জীবন;
অভিব্যাক্তির বহুস্তর;
একস্তরে গাছপালা
তার উপর কীটপতঙ্গের দল,
তারও উপর জীবজন্তু, পশুপাখির আশ্রয়;
তারও উপর মানুষের ঘর;
এই মানুষের সমাজের মধ্যেও রয়েছে অনেক বিভেদ;
কেউ অন্ধকারে,
কেউ আলোতে,
কেউ ভূত প্রেতের দলে ঘুরছে ,
হচ্ছে পশুপাখীর মত অন্যের শিকার,
কেউ জ্ঞানের আলো পেয়ে
চলেছে মহাজাগতিক চৈতন্যের স্রোতে;
মানুষকে জানাতে হবে
সে এক মহামানবের অংশ,
তারই মধ্যে বইছে মহাজাগতিক মন,
তাকে পৌঁছে দিতে হবে
সেই মহামানবের মন্দির চত্বরে
যেখানে জ্বলছে জ্ঞানের প্রদীপ;

২য় জন

শুনেছি এইখানে সেই মন্দির ,

তাই এসেছই হেথা,
দেখ চারদিকে কি ভিড়!
তবে সবাই তো পারেনা আসতে
এই সমুদ্র সৈকতে যেখানে জ্বলছে আলোর মন্দির,
পথে অনেক সংকট;
পাহাড়ী পথের ধারে বহু জঙ্গল,
হিংস্র পশুর চিৎকার,
তারই মাঝে চেনা অচেনা মানুষের বিদ্রূপ,
কোথাও নৌকা ডুবি,
কোথাও হাঙরের দল করে আক্রমণ;
এখানে পৌঁছোবার নেই কোন সহজ পথ;
তবু দেখ!
কত মানুষের দল করেছে হেথায় ভীড়,
জানতে চায় এরা
মানুষ কে ? কেন ?
কালচক্রে বাঁধা গুটি পোকার মত
বাঁধছে কেন সে তার জাল চিরকাল?
উচ্চতর পথে যাবে কি করে ?
চারদিকে পাশব প্রবৃত্তি করছে আক্রমণ;
তাছাড়া আছে সমাজ, সংসার,
মাধ্যাকর্ষণের মত প্রতি পদে
প্রয়োজনের টান;
পরিবার, পরিজনের
আশা আর স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব,
তাছাড়া সমাজের স্বজনের সাথে
নিজের স্বার্থের দ্বন্দ্ব চলছে চিরকাল,
খুঁজতে হবে তার সমাধানের উপায়,

নিজের পথে চলতে গেলে
শিখতে হবে অপরের আক্রমণ থেকে বাঁচার কৌশল;
এরই মাঝে খুঁজতে হবে মুক্তির সুযোগ,
সমাজের জীবদের এর থেকে নেই
কোন বিশ্রাম;
কে দেবে তাকে এর থেকে মুক্তি?
সমাজের অন্যরা ছায়ার মত ঘুরছে চারদিকে,
যে সমাজে মানুষ আলো দেখিনি কোনদিন,
যেখানে সবাই খুঁজছে অপরের ছায়ার ভিতর
নিজের রূপ আর বাড় হবার পথ,
সেখানে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাবে কে?

যেখানে মানুষ অন্ধের মত
পরস্পরের হতে ধরে চলেছে,
যেখানে অন্যের হাতের স্পর্শ
নিজের ভিতর অনুভব করার শক্তি করে জাগরণ
অন্যের অনুপ্রেরণায় ।
যেখানে আসে নিজের চলার গতি;
অন্যের সাথে বন্ধনেই যেখানে
জাগে বাঁচবার আকর্ষণ,
অন্ধকারই তো সেখানে জীবনের
একমাত্র চলার পথ;
কি করে মানুষ জানবে
আছে আলো,
আছে পথ,
আছে সমুদ্র সৈকতে আলোর মন্দির?
যারা এসেছে হেথায়

তারা দেখেছে তোমায়,
যাদের তোরণের দ্বারে করোনি প্রবেশ,
তারা দেখেছে তোমায় চলে যেতে
উচ্চতর পথের সন্ধানে;
আবার ফিরেছো যখন মহামানবের পথে,
দেখেছে তারা তোমারি আলোকিত দেহের
কম্পনে, দূরে এই সমুদ্র সৈকত,
যারা দেখেনি তোমায়,
যারা শোনেনি কোনদিন উচ্চতর মানুষের কথা;
যাদের জীবন,
সমাজের আকর্ষনে অন্ধকারে বাঁধা,
যেখানে অজ্ঞানতা সংস্কার আর
অন্যকে সন্তুষ্ট করে চলার কৌশল ছাড়া নেইকো উপায়,
সেখানে কি করে পাবে মানুষ
উচ্চতর জ্ঞানের সন্ধান?
যে উচ্চতর জ্ঞানের সমাজ
মানুষকে দেখাবে মহামানবের মন্দির,
কি করে প্রতিষ্ঠা হবে তার ভীত?
যে সমাজ অন্ধকারে নিমজ্জিত
তাকে কে করবে আলোকিত?

আলোকিত মানুষ

বন্ধুগন!
আলোকিত পথ যে দেখাবে মানুষেরে
সে দেখা দিয়েছে আমায়;
এই সমুদ্র সৈকতে থেকে দূরে দেখায়েছে মোরে
মহাজাগতিক পথ,

যেথা আলোর পাখায় জ্বলছে আকাশ,
মেঘেদের গর্জন থেমে গেছে,
যেথা নেই মানুষের আর্তনাদ কিংবা বিলাপ,
সেখানে দেখা দিয়েছে আমায় মহামানব,
তারই আজ্ঞাবহ আমি এক আলোকিত প্রান,
করিতে এসেছি তার মন্দির নির্মান,
সেই মোরে দেখায়েছে পথ,
তারই আলোর সংকেতে
ফিরিয়াছি আবার এই সমুদ্র সৈকতে;
ঐ দেখো আসে সে এইদিকে,
দেখা দেবে তোমাদের মাঝে;
এই সেই মহামানব
যার কথা শুনে;
মানুষের দল এসেছে এই মন্দির চত্বরে,
তোমাদের যা প্রশ্ন আছে
করো তারেঃ
শোন তার কাছে
আলোকিত সমাজের কথা,
কি করে গড়বে মানুষ নিজের ভিতর
আলোর মন্দির;

কবির পুনরায় আবির্ভাব

আলোর উৎসব

বিশ্বমানবের প্রদীপ বিতরণ

কবি ও উচ্চতর মানুষের দল

১ম দার্শনিক

বহু যন্ত্রণার পথ,
চিন্তা, আবেগ, কল্পনার প্রলোভন
পাড় হয়ে এসেছি হেথায়,
শুনেছি এই মন্দির চত্বরে
পাবো সেই জ্ঞানের সন্ধান,
যার বলে পৃথিবীর মাটিতে
জন্মাবে একদিন আলোকিত সমাজ;
বহু চিন্তার পথ ধরে
গিয়েছি বহুদিকে
খুঁজেছি সেই সমাজের রূপ,
সেই আত্মপ্রতীমার মুখ
যা' মানুষের জীবনকে করবে উজ্জ্বল;
প্রতি পদে চেতনার জটিল বিন্যাস
টেনেছে হৃদয়ের তরী বহুদিকে,
নিজেরই ভিতর বিভিন্ন আকর্ষনে
ঘুরেছি চক্রের মতন;
পাইনাই খুঁজে কোন আলোকিত পথ;
কোথায় বাঁধবে মানুষ তার ঘর?
বোঝাতে পারবে আমায়
কি সেই আলোকিত সমাজ
যার খোঁজে মন এতই বিহ্বল?

কবি

যন্ত্রণার পথ পাড় হয়ে
হয়ত বুঝেছো এখন

মানুষ একা নয়;
মানুষের সাথে আছে ঈশ্বর মানুষ;
যে জীবনের সাথে এত লড়াই,
যেখানে কল্পনা, আবেগ অহঃরহঃ
ভাসায় হৃদয়,
যে তোরনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে
খুঁজেছে মানুষ তার আলোকিত পথ,
অন্ধকারে করেছে চীৎকার,
আলোর দর্পনে দেখেছে মুখ স্বপ্নের ভিতর;
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে বসে আছে মহামানবের অপেক্ষায় ,
মহাজগতের পথে উড়িয়ে মন
আবার এসেছে ফিরে পৃথিবীর মাটির উপর,
হয়ত বুঝেছো মানুষের জীবনের ইতিহাস কারাবদ্ধ
অন্য সব মানুষের সাথে;
প্রতি পদক্ষেপে সবাই ঘুরছে নিজেরই সন্ধানে;
নিজের ভিতর রয়েছে যে আলো,
তারই সাক্ষাতটুকু পেতে চলেছে সবাই,
এক তোরনের দ্বার থেকে অন্য তোরনের দ্বারে ।
প্রতি তোরনের ভিতর দেখেছে অসম্পূর্ন পথ;
প্রতি সমাজেই দেখেছে জীবনের শৃংখল;
প্রতি মানুষের কাছে শুনেছে মানুষের
বিলাপ ও ক্রন্দন;
এই মন্দির চত্বরে জ্বলছে যে প্রদীপ,
সেই প্রদীপের শিখায় জ্বালাও নিজের
অন্তর প্রদীপ;
যে ছায়া আর অন্ধকার
পদে পদে ঘুরিতেছে এদিক-ওদিক,
তা' অতিক্রম করে
যাও ঐ মানুষের ভীড়ে,

বলো তাদের আলোকিত সমাজ কি
এবং কোথায়?
আলোকিত সমাজ সেই সমাজ
যা' মানুষকে তার পথ দেখায়;
নিজের সন্ধানরত যে মানুষ
প্রকৃতির আর পরিবেশের সংঘাতে
বিচ্ছিন্ন,
মেঘে ঢাকা আকাশের মত
ডুবে থাকে বিদ্যুৎ গর্জনে,
শোনে ভরা ডুবী মানুষের
চীৎকার আর কোলাহল,
আলোকিত সমাজের কাজ
সেই মানুষেরে দেওয়া আলোর সন্ধান ,
নিজের ছায়া আর ভয়কে অতিক্রম করে
নিজের ভিতর যে আলো
সেই আলোর দিকে চলার
শক্তি ও সাহস যে সমাজ দেয়
সেই সমাজই আলোকিত সমাজ।
যে সমাজ মানুষের অজ্ঞানতার জন্যে
করেনা মানুষকে দায়ী,
জানে সমাজের দায়িত্ব
মানুষকে অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত করা,
প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিবন্ধন কাটিয়ে
শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের উপায় করে
দেওয়ার দায়িত্ব যে সমাজের,
সেই সমাজই আলোকিত সমাজ।

মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর,
একই সূত্রে বাঁধা মানুষের সাথে মানুষ-ঈশ্বর;
এক আশ্চর্য আলোর প্রতীমার মত

উঠেছে প্রতিটি জীবন;
প্রতি স্থান-কালে ছড়িয়ে আছে
অনবদ্য বিস্ময়;
প্রতি আনাচে কানাচে,
অন্ধকারের প্রতি বিন্দুতেও রয়েছে
মহাজগত;
এক আশ্চর্যের আন্দোলনে গড়ে উঠেছে
প্রানের স্পন্দন;
মনের আকাশে জ্বলে উঠেছে
চৈতন্যের অপরিমেয় শক্তি;
সবারই মধ্যে সেই একই শক্তি,
একই চেতনার প্রকাশ;
সেই একই মন বিভিন্ন রূপে
নিয়েছে প্রানীদের দেহে বাসস্থান;
প্রতি জীবনই তার পরিবেশের গন্ডীতে আবদ্ধ,
প্রতি পরিবেশই সৃষ্টি করে মনের গঠন,
জ্ঞান, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যেখানে সীমিত
মনের রূপও সেখানে অপরিপূর্ন ,
এই অপরিপূর্ন মনের প্রকাশ দেখেছে মানুষ ,
বিভিন্ন তোরনের ভিতর দেখেছে শৃংখল;
আলোকিত সমাজের কাজ
অসম্পূর্ন জীবনকে সম্পূর্নতার পথে এগিয়ে দেওয়া;
প্রতি মানুষকে শেখায়
সে একা নয়,
ঈশ্বর মানুষ তার সঙ্গী;
তার সাথে চলেছে অন্যসব মানুষ উচ্চতর পথে,
একই মহা জাগতিক মানুষের অংশীদার সবাই,
বিভিন্ন পথের জন্ম
বিভিন্ন দেহের ভারবাহী অস্তিত্বের টানে;

আলোকিত সমাজের কাজ
মানুষকে ভারবাহী পশুর জীবন থেকে
মুক্তি দিয়ে,
জল, মাটি, পাথরের বাইরে যে অস্তিত্ব
সেই জগতে নিজেকে আবিষ্কারের সুযোগ
করে দেওয়া।

২য় দার্শনিক

ঘুরেছি তোরনে তোরনে বিভিন্ন মানুষের মাঝে
দেখেছি নিজেরই ছায়া ঘুরছে অন্যদের সাথে,
নিজে কি? সেই জানার ইচ্ছায়
নিয়েছি পথ অন্যদের
ইচ্ছায় গড়া সমাজে ,
প্রতি তোরনের দ্বারে আবিষ্কার করেছি নিজেকে;
যাদের সাথে ঘুরেছি
মনে হয়েছে তারাও তো আমারই মতন
ছায়া হয়ে ঘুরছে জীবনের পথে পথে;
যেখানে বসেছি হাঁসি, ঠাট্টা, আড্ডার আসরে,
হাতে তুলে মদের গেলাস করেছি পান
অন্যদের আনন্দের ভাগটুকু নিতে,
দেখেছি নিজেরই হাতের ছায়ায়
ভাগ নিতে এসেছে অন্যসব ছায়াদের হাত;
এই তো আমি!
নিজেকে বোঝবার ইচ্ছায়,
ডুবেছি অন্যদের সাথে মদের গেলাসে;
নিজেরই ভিতর প্রতিফলন দেখেছি অন্যদের,
নিজেরই রক্তের আঙ্গুরে
খুঁজে পেয়েছি মানুষের জীবনের স্বাদ

অন্যদের সাথে;
নিজে তো এই-ই !
অসম্পূর্ন জগতের বানানো গল্পের মত
বুনেছি নিজের গল্প অন্যদের সাথে।
তাই পরিষ্কার হয়নি কোনদিন,
গল্পের আরম্ভ বা শেষ কোথা,
গেলাসের ভিতর ডুবে থাকা ছাড়া
দেখি নাই গন্তব্যস্থল অন্য কোথা
উচ্চতর পথে;
যতবার ভেঙ্গেছে গেলাস,
রক্তাক্ত হয়েছে হাত,
অন্যদের হাতে মুচেছি নিজের রক্ত,
শূন্যতায় হাতরিয়েছি,
খুঁজেছি নিজের আশ্রয়;
তারপরই আবার নতুন করে আরম্ভ হয়েছে
এই জীবন নাটক।
বুঝেছি, আমি তো ছায়া!
আর কি?
অন্য কারুর ইচ্ছায় এসেছি হেথায়,
পাঠ শেষ হলে হয়ত অন্যদের সাথে
মিলে যাবো আরেক অন্য এক জগতে;
এছাড়া নিজে কি?
তা' কে বোঝাবে আমায়?
নিজেকে আবিষ্কার করা!
নিজে যখন জানিনা নিজেকে,
কি আবিষ্কার করার
সুযোগ সমাজ আমায় দেবে?
প্রথম তোরনের দ্বারে
যেখানে দেখেছি মাতালের দল

একে অন্যকে করছে আক্রমন,

নিজেরই উপর আক্রোশে ছাপিয়ে পড়ছে অন্যদের উপর,

নষ্ট করতে চায় উৎসব,

নিজেকে খোঁজার ইচ্ছায় ছিঁড়তে চায়

অন্যদের দেহে যেটুকু

শালীনতা অবশিষ্ট আছে,

সেখানে যেমন দেখেছি নিজেকে,

তেমনি আবার

দ্বিতীয় তোরনের দ্বারে গিয়ে বুঝেছি

আমি হয়ত অন্য আরেকজন !

কল্পনায় ডুবেছি সেখানে,

ভুলে গেছি পার্থিব মদের স্বাদ,

নিভে গেছে নিজেকে নিয়ে নিজের আস্ফালন,

রঙ্গিন হয়ে গেছে পৃথিবীর জীবন,

হারিয়ে গেছে রক্তের ভিতর আঙুর;

মনে উড়ে এসেছে পক্ষিরাজ ঘোড়া,

উড়িয়ে নিয়ে গেছে কল্পনার এক দ্বীপ হতে

অন্য এক দ্বীপে,

সুন্দরের ডাকে ঘুরেছি অদৃশ্য এক সুন্দরীর সাথে,

তারপর হারিয়ে গেছি নিজেরই ভিতর!

রক্ত-মাংস দেহের ভিতর এক অদ্ভুত জীব!

কল্পনায় ধরতে গেছি স্বপ্নের জগত,

ধাতুহীন, বস্তুহীন নিজের ভিতর

গড়তে চেয়েছি ধরা ছোঁয়ার বাইরে

যা' মনে হয় অপূর্ব সুন্দর।

কল্পনা! সে তো আমি!

আমারই কল্পনা!

আমার দেহগত অস্তিত্বেরই এক আশ্চর্য্য প্রতিফলন

নিজেরই ভিতর!

সমাজ এই আমায় চেনাবে কেমন করে?
আমি যারে অন্তরে অন্তরে চিনি তাকে চিনাবে
আবার নতুন করে?
তৃতীয় তোরনে ঢুকে বুঝেছি
হয়ত এও আমি নই!
মন উড়ে গেছে আকাশের দিকে,
আমার মধ্যে হয়েছে জ্ঞানের জাগরন,
পদার্থ, রসায়ন সবের ভান্ডার হতে
এসেছে স্পৃহা নিজেকে চেনার;
বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে আকাশের তলে
দেখেছি নিজের সাথে বস্তু আর প্রকৃতির
একত্র সংশ্রব;
ভুলে গেছি কল্পনার জগত,
অনুভবের কাকলীতে ভোলে নাই মন,
সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের পথে
দেখেছি নিজের বিচরন;
সেও আমি!
এক বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর জাগ্রত
জ্ঞানের প্রদীপ!
বুঝেছি আমার দেহ মনের ভিতর রয়েছে
আকাশের অন্ধকারে নক্ষত্রখচিত
আলোর অসংখ্য দ্বীপ!
সেই আমিকে জানতে যখন উড়েছি আকাশে,
দূরবীক্ষন দিয়ে দেখেছি তারাদের সাথে
ভেসে আছে জীবনের অংকুর,
নিজেকে মনে হয়েছে আকাশের প্রানী
মহাজগতে সৃষ্টির এক অদ্ভুত প্রকাশ!
তারপরই হৃদয়ে নেমেছে ঝড়
প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছে আঘাত;

কে আমি?

এই ব্রহ্মাণ্ড কোথায় ?

কেন এই সৃষ্টি?

কে এর স্রষ্টা?

কেন আমার ভিতর জ্ঞানকে উত্তরনে করার

এত প্রচেষ্টা?

চতুর্থ তোরনে ঢুকে বুঝেছি

সবই মিথ্যা!

আমার আসল রূপ হয়ত কোন কিছুই নয়!

পদার্থ দিয়ে যার করি বিবরণ,

তা অপদার্থ মনের অসম্পূর্ন শিক্ষা ,

মন আরো উর্দ্ধে,

যাকে বুঝিনা এখনও;

সেও আমি,

এত আমির মধ্যে কে আসল আমি?

সবই তো আমার চিত্তের প্রকাশ;

আলোকিত সমাজের কাজ যদি হয়

মানুষকে তার নিজেকে আবিষ্কার করার পথ দেখানো

কোন আমিতে পৌছাতে সে দেখাবে সে এই পথ?

আমি তো সব তোরনের মধ্যেই

ঘুরছি, উড়ছি, সন্ধান করছি

নিজের ভিতর নিজেকে।

এই সব তোরনের মানুষকে নিয়েই তো সমাজ!

বুঝিনা তোমার ঐ আলোকিত সমাজ ,

বোঝাতে পারবে কি খুঁজবে মানুষ?

কবি:

বিভিন্ন তোরণের মাঝে যাদের দেখেছ ঘুরতে,

যেখানে ঘুরেছো তুমি অন্যের পাশেপাশে,

সেখানে প্রকাশিত চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ;
যেখানে মানুষ চলেছে তার প্রবৃত্তির পথে,
নিজের জীবনের খোঁজে সরায় অন্যদের লাশ,
অন্যের সম্মান কেড়ে বাড়ায় নিজের বৈভব,
চতুর প্রাণীর মত মিথ্যায় নেয় মনের আশ্রয়
দুর্বলের রক্তে বানায় নিজের স্বপ্নের প্রাসাদ,
সেখানে চৈতন্যের রূপ পশু,পাখী,
কীটপতঙ্গের সাথে একই স্তরের;
এই চৈতন্যের অভিব্যক্তি রূপ
দেখেছো তুমি দ্বিতীয় তোরণে,
মেদ মাংসে গড়া মানুষের দেহের বাইরে,
চৈতন্য পায় অন্য আরেক রূপ,
কল্পনা আর স্বপ্নের ভিতর
মনের এই শক্তি চায়,
দেহজাত জগতের শক্তি থেকে নিজেকে ছাড়াতে,
এই দেহকেই আশ্রয় করে
কল্পনায় ডুবে যায় স্বপ্নের জগতে;
পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়ে উড়ে যায়
দেব-দেবী, মিথের আকাশে;
এইভাবে সে খুঁজে পায় চৈতন্যের
অন্য এক স্তর;
চৈতন্য আরো জাগ্রত হলে
মানুষ দেখতে পায় তার নিজেরই ভিতর
মহাকাশ, অনু -পরমানু,
অনন্তে ভাসমান নক্ষত্রপুঞ্জ মাঝে
নিজের আকার;
জ্ঞান এখানে দেহমুক্ত
চৈতন্যের প্রকাশে সেই বাঁচার তাগিদ,
সেই অবচেতনের প্রলোভনে,

জীবন থেকে কল্পনার জগতে পালাবার পথ;
জ্ঞানের ভিতর খুঁজে পায়
মনের আরেক নতুন স্তর;
এই চৈতন্যের আকার স্থান কাল নির্ধারিত
বস্তু নির্ভর ঘটনার সাথে,
মনের মিলনে ঘটে নিজের সাথে
এক মহাজগতের পরিচয়;
এর বাইরে আছে আধ্যাত্মিক জগৎ;
চৈতন্যের এই রূপের নেই কোন
পার্থিব প্রকাশ,
বস্তুহীন, দেহহীন, স্থান-কাল অতিক্রম করে
চৈতন্য নেয় তার অভিব্যক্ত রূপ ,
এখানে চেতনা আসেনা দেহ থেকে
দেহের পরিবর্তনে কোন বিভেদ;
সব মানুষই এই চৈতন্যের স্তরে
একই মানুষের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপ;

তোরণ যারে বলো তা ঘটনাচক্রে গঠিত
প্রকৃতির আর পরিবেশের কারাগার ,
জন্ম যার তোরণের মাঝে আবদ্ধ সমাজে
তার ইচ্ছার প্রকাশ হয় অন্যসব মানুষের
চেতনার স্তরে;
তবে সবারই মাঝে আছে সেই বিশ্বমানব
যে দেখায় মানুষের নিজেকে চেনবার
উচ্চতর পথ;
চৈতন্যের অভিব্যক্তির উচ্চতর পথ টানে
এক তোরণ থেকে অন্য তোরণের দিকে;

সব তোরণের মানুষই রয়েছে নিজের ভিতর;
সব চৈতন্যের রূপই আকর্ষণ করছে মানুষেরে

বিভিন্ন বিভিন্ন পথে;
সবাই এক বিশ্বমানবের ছায়ার মত
পরস্পরের মধ্যে মিলিত হয়ে ঘুরছে নিজের চারদিকে;

এই বিশ্বমানবের যাত্রাপথেই মানুষের
নিজেকে আবিষ্কারের পথ;
এই বিশ্বমানবের যাত্রাপথের সঙ্গীত ঈশ্বর-মানুষ,
যে সমাজ মানুষকে এই জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ করে দেয়
সেই সমাজই আলোকিত সমাজ।
যে সমাজ এক চৈতন্যের স্তরকে উত্তরণ করে
নতুন স্তরে পৌছোতে সাহায্য করে ,
নিজের আবদ্ধ তোরণ পরিত্যাগ করে
বিশ্বমানবের পথে যাবার অনুপ্রেরণা জোগায়
সেই সমাজই আলোকিত।

দার্শনিকের দল

আমরা তো চলেছি সবাই একসাথে
বিশ্বমানবের পথে,
তবু পদে পদে ভ্রান্তি আসে,
মায়ার জালেতে ভুলে যাই নিজের
আসল যাত্রা পথ,
এক পথ থেকে অন্য পথে করি পদার্পন,
ছায়াময় পথে ,
আলো আর অন্ধকারে
ঘুরে ফিরে বারবার ফিরে আসি
একই স্থানে, একই ইচ্ছার মায়াময় জগতে;
নিজেকে মনে হয়
দেহজাত ভারবাহী পশুর শরীর,
আকাঙ্খায়, লোভে, ক্ষোভে নির্মিত

এক সংসারের জীবিত কংকাল;
তোরণের দ্বারে দ্বারে ঘুরে দেখি
কোথায় জায়গা হবে আমার,
যেখানে দেখি আমারই মত আরো অজস্র কংকাল
খুঁজিতেছে বাঁচবার পথ,
আমারই মত ইচ্ছার আগুনে জ্বালাতেছে
মনের ইন্ধন,
একে অপরের সাথে লেনদেন করিতেছে
বিভিন্ন পথের নির্দেশ
তারপর ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার
একই স্থানে ফিরিতেছে বারবার,
সেখানে অন্যদের সাথে গড়ি আমি
আমার সমাজ;
সবাইতো এইভাবে বেঁচে আছে
খুঁজিতেছে নিজেকে নিজের সমাজে,
চৈতন্যের অন্য যা উচ্চতর রূপ
যেটুকু চোখে পড়ে দূর থেকে,
সেখানে ঢোকার আগেই শেষ হয়ে যায়
এই স্বল্পায়ু জীবন;
তোরণের দ্বারে যদি দেখি কোন
বিশ্বমানব আসিয়াছে আমাদেরই মাঝে
বুঝিনা তাহারে
এক অদৃশ্য বন্ধনে বাধা থাকি
নিজেদের তৈরী সমাজের কারাগারে;
আমরা যারা আবদ্ধ রয়েছি
বিভিন্ন তোরণের ভিতর,
প্রকৃতি ও পরিবেশ যেখানে
আমাদের চৈতন্যের প্রকাশের পথ,
যেখানে অন্যের ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা নির্ভর,
যেখানে অন্যের ছায়ায় আমার ছায়া অবলুপ্ত

একইভাবে ঘুরছে পরস্পরের চারধারে,
সেখানে বিশ্বমানবের পথ কে দেখাবে,
এবং কি করে?
যে সমাজে মোরা আবদ্ধ,
যেখানে জন্মে তৈরী হয়েছে
আমাদের জীবনের আবেগ, ইচ্ছা আর প্রলোভন,
তাকে পরিত্যাগ করে অন্য পথে যাবার
ইচ্ছা আসবে কিভাবে?
ইচ্ছা কি পরিবেশ, প্রকৃতি আর যেসব মানুষের
সাথে করছি জীবন যাপন
তাদের উপর নির্ভরশীল নয়?
বিশ্বমানবের পথ যদি গোষ্ঠীজাত ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে
চৈতন্যের অভিব্যক্তির উচ্চতর পথ হয়,
কিভাবে আমরা গড়বো সেই সমাজ?

সমাজ তো আমাদেরই নিয়ে!
আমাদের জন্যেই তো সমাজের দরকার!
অন্য সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যেই
তো আমার নিজের সমাজের দরকার!
হেরে গেলে মেনে নিতে হবে অন্য সমাজের মানুষের
ইচ্ছায় গড়া সংসার!
এই সমাজ ছেড়ে নিজেকে আবিষ্কার করবো কোথায়?
অন্যের কাছে পরাজিত হলে
হতে হবে অন্যের ইচ্ছার দাস,
তাই কি নিজেকে আবিষ্কার?
বাঁচার জন্যে মানুষকে চৈতন্যের এক স্তর তো
বাছতেই হবে।
সব চৈতন্যের স্তরে উঠতে গেলে,
আর বুঝতে গেলে

হেরে যাবে সেই উচ্চতর সমাজ
অন্য সব যুদ্ধরত সমাজের কাছে,
তাইই কি নিজেকে আবিষ্কারের সঠিক পথ?
এই যুদ্ধরত বিভিন্ন মানুষের সমাজকে
কি করে করবে আলোকিত?
আর এই যুদ্ধ ছেড়ে মানুষ যাবেই বা কেন
অন্য কোন পথে?
বিশ্বমানবের পথ ধরলে
মানুষ পাবে কি শেষকালে?
শেষপ্রান্তে আছে কি কোন স্বর্গের জীবন?

কবি

সব তোরণের দ্বার হতে মানুষ আসিয়াছে
এই মন্দির চত্বরে,
নিজেদের ভিতর কোন উচ্চতর পথ
আছে কিনা তা জানিবার তরে;
আলোকিত পথের কথা শুনিয়াছে
আলোকিত মানুষের কাছে
আগ্রহে আসিয়াছে এই সমুদ্র সৈকতে;
প্রতি চৈতন্যের স্তরে বিচরণমান মানুষের দল
খোঁজে তার উচ্চতর পথ,
ইচ্ছায় বন্দী জীবনের ভিতর
দেখে নিজের দেহেরই আশে পাশে
চলেছে বিশ্বমানব;
এখানে এই মন্দির চত্বরে
জমায়েত মানুষের দলে
খুঁজে পাবে সব চৈতন্যের প্রকাশ,
মানুষের বিভিন্ন অভিব্যক্তির পথ
দেখতে পারে এই মানুষের ভিড়ে;
এই জমায়িত মানুষের দলে জ্ঞান আদান প্রদান

অভিজ্ঞতার ও স্বপ্নের বিচরণ থেকে,
মানুষ জানতে পারবে তার বিশ্ব মানবিক রূপ;
আবিষ্কার করতে পারবে তার সম্পূর্ণ চরিত্র,
অসম্পূর্ন জীবন থেকে বেড়িয়ে পদার্পন করতে পারবে
সম্পূর্ণতার পথে;
এইভাবেই গড়ে উঠবে আলোকিত সমাজ।

যারা এই মন্দির চত্বরে এসেছে নিজেকে জানতে,
তারা অন্যের সঙ্গে যুদ্ধের অভিপ্রায় নয়,
অন্যের মধ্যদিয়ে নিজেকে আবিষ্কারের অভিলিপ্সায়
 চলেছে অন্যদের সাথে;
মানুষের আসল চরিত্র এই সামাজিক সম্মিলন,
নিজের ইচ্ছাকে আত্নসমর্পন করে
অন্যের সাথে একত্র হয়ে
বিশ্বমানবের দেহে মিলিত হয়ে
নিজের উচ্চতম রূপকে উপলব্ধি করা;

পরিবেশ, প্রকৃতি গঠিত সমাজকে উত্তরণ করে
আলোকিত সমাজের মধ্যে সে দেখতে চায়
তার জীবনের স্বর্গদ্বার,
তোমরা যারা উচ্চতর অভিব্যক্তির সন্ধান পেয়েছো,
যারা বিশ্বমানবের কাছ থেকে শুনেছো
আলোকিত সমাজের কথা,
তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে
এই জমায়িত মানুষদের নিয়ে নতুন সমাজ গড়া,
যে সমাজ মানুষকে মুক্তি দেবে তার
প্রকৃতি ও পরিবেশে গঠিত ইচ্ছার বন্ধন থেকে।

এই মন্দির চত্বরে যেখানে বিশ্বমানব

করছে প্রদীপ বিতরণ,
সমাবেত হও, ডাকো অন্যদের
জ্বালাও প্রদীপের শিক্ষা প্রতি মানুষের
মনের মন্দিরে।

(আলোকিত মানুষ ও কবি একত্রিত হয়ে মিলে গেলো
একই দেহে যা বিশ্বমানবের রূপ নিলো।
মন্দিরে ঘন্টাধ্বনি হলো। তারপর..........)

চারদিক থেকে উপাসকের দল জড় হলো
বিশ্বমানব কে ঘিরে।

প্রদীপ বিতরণ

বিশ্বমানব সবার হাতে চারটে করে প্রদীপ দিলো।

প্রথম প্রদীপ দেবার সময় মানুষদের বললো:
জ্বালাও এই জ্ঞানের প্রদীপ সমাজের মাঝে,
দেখাও তাদের মানুষকে?
কোথায় তার বাসস্থান?
কোন ব্রহ্মাণ্ডের তীরে তার বসবাস ?
এই ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে পেয়েছে মানুষের জীবন স্থান,
তার নাই কোন আদি কিংবা শেষ,
এক শাশ্বত সীমাহীন অনন্ত আকাশে
সবকিছু আছে জন্ম-মৃত্যু আবার জন্ম আবার মৃত্যু
এই কালচক্রে বাঁধা;
এইভাবেই সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে হয়েছে
অন্ধকার আর আলোর প্রকাশ;
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থেকে আরম্ভ করে যা সর্ববৃহৎ,

যা মানুষের ইন্দ্রিয়ে দৃশ্যমান এবং গ্রাহ্য ,
তার সবের মধ্যেই আছে এই শক্তির প্রকাশ,
একইভাবে সর্বত্রই সৃষ্টির গঠন,
একই ছাঁচে, একই জটিল পদ্ধতিতে;
যা ক্ষুদ্র মনে হয়,
তার মধ্যেই রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিফলন,
তারই ছায়ার উপর রয়েছে মহাজগতের
আলোকিত সূর্য ,
যা ক্ষুদ্র বোধ হয়,
তা ক্ষুদ্র নয়;
তার সাথে আছে অনন্তের যোগাযোগ;
বিন্দুর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়
যা অনাদি অসীম;
সৃষ্টির সমস্ত কিছু একে অন্যের মধ্যে
ওতপ্রোত ভাবে জড়িত;
যা এখানে বিরাজমান,
তাই-ই ওখানে অন্যের অস্তিত্বের সাথে
চলেছে শাশ্বতের পথে;
সব গতিময় একই সাথে,
একই শিল্পীর হাতেগড়া
একই মূর্তি আশ্রয় করে;
প্রতি মানুষের জীবনই সেই একই শিল্পের প্রকাশ।
এই প্রদীপের আলোর পূজারী যে মন
সে দেখতে পাবে সবার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সেই
অন্তর্যামীকে;
নিজেকে খুঁজে পাবে নক্ষত্রের মাঝে ব্রহ্মাণ্ডের তীরে।

দ্বিতীয় প্রদীপ দেবার সময় বললো:

তারপর জ্বালাও সমাজে এই দ্বিতীয় প্রদীপ:

প্রকৃতি কি?
জীবন কি?
অভিব্যক্তি কি ?
কে সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে বিস্ময়কর মহাজাগতিক মনের আত্নপ্রকাশ
বুঝতে পারবে নিজের মধ্যে প্রাণিজগতের বসবাস।
যে বস্তুজগত, যে নক্ষত্রখচিত আকাশ,
যে কোটি কোটি নক্ষত্রে জড়ানো মহাপুঞ্জ,
যে লক্ষ লক্ষ মহাপুঞ্জের সমাবেশে মহা- মহা- মহাপুঞ্জ
চলেছে আলো থেকে অন্ধকারে,
আবার অন্ধকার থেকে আলোতে
তার মধ্যে বইছে মহাজাগতিক শক্তি,
এই শক্তি শুধু বস্তু জগতে ক্রিয়াময় নয়,
এর থেকেই উদ্ভুত মহাজাগতিক চৈতন্য,
এই চৈতন্যকে আশ্রয় করে চলেছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড;

বস্তুর উপর আলোর মতন এই মহাজাগতিক চৈতন্যের
আবির্ভাব;
এই চৈতন্যের শক্তিই টানে
অস্তিত্বের সবকিছু অভিব্যক্তির পথে;
যেখানে মৌলকনিকা থেকে তৈরী হয় অনু-পরমাণু,
অনু-পরমাণু থেকে তৈরী হয় জীবকোষ
জীবকোষ থেকে তৈরী হয় জীবনের স্পন্দন,
সর্বস্থানে রয়েছে সেই একই মহাজাগতিক চৈতন্যের
বিভিন্ন স্তরে অভিব্যক্ত রূপ;
প্রতি স্তরেই অস্তিত্বের একই অভিপ্রায়,
অন্যদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উচ্চতর অস্তিত্বের গঠন;
এইভাবে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করে
জীবন-মৃত্যুর স্রোতে সবাইকে একসাথে নিয়ে যাওয়া।
মহাজাগতিক স্রোতে চলেছে সবাই একসাথে

একই পথ ধরে।
চৈতন্যের বিভিন্ন প্রকাশ ঘটেছে তারই সাথে,
এরই সাথে চলেছে গড়া ভাঙা,
চঞ্চলতা, অন্যকে সাথে নিয়ে চলার আবেগ,
আবার অন্যকে ফেলে নিজেকে বাঁচাবার ভ্রান্তি;
একে সম্পূর্ণ বোঝার নাইকো উপায়,
সারা ব্রহ্মাণ্ড যখন চলমান একই ভাবে,
এই জীবদেহে কি করে বুঝবে মানুষ
সেই অনন্ত অপরিমেয় আশ্চর্য্যের সংগীত!
এই প্রদীপ যখন জ্বলে মানুষের মনে
মানুষ বুঝতে পারবে প্রতি মানুষের জীবনেই সে
মহাজাগতিক চৈতন্যের বিভিন্ন ঝঞ্ঝার।

তৃতীয় প্রদীপ দেবার সময় বললো:
তারপর জ্বালাও নিজের মনের প্রদীপ
মহাজাগতিক চৈতন্যের একরূপ এই মানুষের মন,
দেহকে আশ্রয় করে এই মনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি,
যে দেহে চৈতন্যের প্রকাশ উচ্চতর স্তরে;
দেহের প্রয়োজন যেখানে অধিক,
বাঁচবার ইচ্ছায় যেখানে মন পারেনা এড়াতে
প্রকৃতির আদেশ,
যেখানে মন এখনও বাঁধা পশুপাখীর মত
তার আশ্রয়ের খোঁজে,
সেখানে মনের অভিব্যক্তি তার প্রাথমিক স্তরে;
তার জীবনের যে সব ঘটনা মনে হয় বাস্তব
তা প্রয়োজনের তাগিদে গড়া মনের প্রতিফলন;
এর বাইরে যে আরও অনেক বাস্তব,
সে সব পড়ে থাকে মন থেকে দূরে
চৈতন্যের অন্য এক স্তরে;

তবে সবই ঘুরে যায় মনের দুয়ারে,
যে মানুষ পারেনা দিতে উচ্চতর চৈতণ্যেরে
মনেতে প্রবেশ,
আশ্রয় নেয় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আর পশুপাখির স্তরে
তার মধ্যে রয়েছে নিজেকে উচ্চতর পথে
নিয়ে যাওয়ার সুযোগ;
জ্বালাও এই প্রদীপ তার ঘরে,
যেখানে প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষকে টানে
বাঁচার ইচ্ছায় অন্ধকার পথে;
যেখানে অজ্ঞানতা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে,
অন্যকে আক্রমণ করে পরিষ্কার করতে চায় তার
নিজের চলবার পথ,
নিজেকে মুক্ত করার জন্যে
নিজের ভিতর পাশবিক বৃত্তিকে বাড়ায়,
অন্যকে নিজের খপ্পরে রেখে
ক্ষমতায় খোঁজে নিজের আশ্রয়,
ইচ্ছার সেই ক্ষমতালোভী পথ থেকে পারেনা সরাতে
নিজের বন্ধন,
সেখানে জ্বালাও এই প্রদীপ,
মানুষের মধ্যে জ্বলে উঠবে উচ্চতর ইচ্ছার আলো
বাঁচবার ইচ্ছা ও ক্ষমতার ইচ্ছার বাইরে
সে দেখতে পাবে মানুষকে ভালোবাসার ইচ্ছা,
অন্যকে আপন করে নিজের আশ্রয় গড়ার ইচ্ছা;
উচ্চতর চৈতন্যের অনুভূতি ভেসে আসবে মনে,
জাগবে অন্যের জন্যে মায়া, মমতা, বেদনা, অনুভব,
প্রকৃতি ও পরিবেশ ছাড়িয়ে
মানুষের ইচ্ছায় প্রস্ফুটিত হবে
অন্যের জন্যে নিজের জীবন দান।
এইভাবে খুঁজে পাবে অন্যের জীবনের
মধ্যে দিয়ে কি করে মানুষ

করবে নিজেকে আবিষ্কার।
এইভাবেই তৈরী হবে সমাজের আলোকিত পথ।

শেষ প্রদীপটা দেবার সময় বললো:
মানুষের জীবনের ভাল মন্দের বিচার
করার আগে মানুষকে জ্বালাতে
শেখাতে হবে এই প্রদীপ।
নিজের চেতনার স্তরে,
নিজের বাঁচার তাগিদে,
নিজের ইচ্ছাকে করিতে প্রকাশ
মানুষ করে ভাল মন্দের বিচার;
যা জোগায় মানুষেরে তার আকাঙ্খিত জীবনের সম্পদ,
সফলতা আনে,
জোগায় নিজেকে জানবার বোঝাবার
আর আবিষ্কার করার উপায় ,
তাই মানুষের কাছে মনে হয় ভাল
আর যা তার বিপরীত
তাইই বলে মন্দ;
সমাজে চলার পথে বহু ধরণের মানুষ,
বহু রকম তাদের ইচ্ছা ও প্রকৃতি,
সবারই আকাঙ্খার জীবন আছে তাই
ভাল মন্দের বহুবিধ দিক;
একের ভাল অন্যের মন্দ হতে পারে,
যা একের জীবনে আনে সফলতার পথ,
তা অন্যের জীবনে আনতে পারে বিপদ;
ব্যক্তিগত পথ ছেড়ে সমাজের সবাই
যখন পারবে চলতে একসাথে সাফল্যের পথে,
পরস্পরের জীবনকে করবে আনন্দ মুখর,
দেখবে অন্যের জীবনের পথে নিজের মুক্তির পথ,

সেখানে ভাল-মন্দের বিচার অন্যপ্রকার;
এই ভাল-মন্দের জ্ঞানকে তুলতে হবে
ব্যক্তির অজ্ঞানতার ঊর্দ্ধে,
যেখানে এই জ্ঞান বিশ্ব মানবের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত
সেখানে মানুষ বুঝতে পারবে আলোকিত পথ কি;
যাও, যেখানে মানুষের দল
নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত,
নিজেকে চেনার পথে খুঁজছে অন্যকে,
জ্বালাও সেখানে এই আলোর প্রদীপ,
সমাজে তৈরী করো সেই বিচার
যা শুনছো বিশ্বমানবের আলোকিত মনের মন্দিরে ।

প্রদীপ বিতরণের পর প্রদীপ জ্বালানো আরম্ভ হোল । চারদিক জ্বলে উঠলো।
আলোর গান গাইতে গাইতে সমুদ্রে থেকে পাহাড়ের পথে মিলিয়ে গেল মানুষের দল।

শেষ

জুন ২০১৯